CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭০ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 25 April, 2024 ■ আগরতলা ২৫ এপ্রিল ২০২৪ ইং ■ ১২ বৈশাখ, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, বৃহস্পতিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ পৃষ্ঠা-তিন

পূর্ব ত্রিপুরা লোকসভা আসনে মোট ভোটার ১৩,৯৬,৭৬১ জন

ভোট গ্রহণ শান্তিপূর্ণ ভাবে সম্পন্ন করার জন্য সব ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে ঃ সিইও

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ এপ্রিল ।। পূর্ব ত্রিপুরা লোকসভা আসনে মোট ভোটার রয়েছে ১৩, ৯৬,৭৬১ জন। তারমধ্যে দিব্যাঙ্গ ভোটার রয়েছে ১১,০১২ জন। ৮৫ বছরের অধিক বয়সী ভোটার রয়েছে ৮,৯৪২ জন। সার্ভিস ভোটার রয়েছে ৪,৬৭৮ জন। বুধবার সাংবাদিক সম্মেলন করে এই তথ্য জানিয়েছেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক পুনিত আগরওয়াল।

তিনি আরো জানান, ২৬ এপ্রিল সকাল ৭ টা থেকে ৫ টা পর্যন্ত ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। এদিন ১৭টি পোলিং স্টেশনে প্রায় ১৬,৩০০ জন রু-রিয়াং ভোটার ভোট প্রদান করবে। পূর্ব ত্রিপুরা লোকসভা আসনে মোট পোলিং স্টেশন রয়েছে ১,৬৬৪ টি। তার মধ্যে শহর এলাকায় পোলিং স্টেশন রয়েছে ১৫৮ টি।

গ্রামীন এলাকায় পোলিং স্টেশন রয়েছে ১,৫০৬ টি। পূর্ব ত্রিপুরা লোকসভা আসনে ৬১ টি মডেল পোলিং স্টেশন, মহিলা ভোট কর্মী পরিচালিত ৬৭ টি পোলিং স্টেশন, দিব্যাঙ্গ ভোট কর্মী পরিচালিত ৩০ টি পোলিং স্টেশন ও যুব ভোট কর্মী পরিচালিত ৩০ টি পোলিং স্টেশন রয়েছে।

৮৫ বছরের অধিক বয়সী ভোটারদের জন্য পোস্টাল ব্যালট ইস্যু করা হয়েছিল ৪,৬৬৬ টি। তার মধ্যে ৪,৫১৫ জন ভোট দান করেছে। সাংবাদিকদের জন্য ১৮৮ টি পোস্টাল ব্যালট ইস্যু করা হয়েছিল। তার মধ্যে ১৬৫ জন ভোট দিয়েছে।

তিনি আরও জানান, ২৫ ও ২৬ এপ্রিল ড্রাই ডে হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। এদিকে ২৬ এপ্রিল সরকারি ছুটি থাকবে পূর্ব ত্রিপুরার লোকসভা আসনে।

এদিকে, আগামী ২৬ এপ্রিল, ২০২৪ ২-ত্রিপুরা পূর্ব (এসটি) সংসদীয় ক্ষেত্রে ভোটগ্রহণ শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করার জন্য সব ধরনের ব্যবস্থাগ্রহণ করা হয়েছে। নির্বাচন শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করার জন্য সকলকে দায়িত্ব নিতে হবে। আগামী ২৬ এপ্রিল ২-ত্রিপুরা পূর্ব (এসটি) সংসদীয় ক্ষেত্রে ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন ১৩, ৯৬,৭৬১ জন ভোটার। এরমধ্যে ১৮-১৯ বছর বয়সী ভোটার রয়েছেন ৩৮,২৪৫ জন। দিব্যাঙ্গজন ভোটার রয়েছেন ১১, ০১২ জন। ৮৫ বছর ঊর্ধ ভোটার রয়েছেন ৮,৯৪২ জন এবং সার্ভিস ভোটার রয়েছেন ৪,৬৭৮ জন। আজ মুখ্য নির্বাচন আধিকারিকের কার্যালয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনে একথা জানান মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক পুনীত আগরওয়াল। সাংবাদিক সম্মেলনে মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক প্রথম পর্যায়ের মতো দ্বিতীয় পর্যায়েও ভোটারগণকে উৎসবের মেজাজে তাদের

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

লংতরাইভ্যালী ঝটিকা সফরে সিইও

নিজস্ব প্রতিনিধি, লংতরাইভ্যালী, ২৪ এপ্রিল ।। নির্বাচনী পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে লংতরাইভ্যালী মহকুমায় ঝটিকা সফরে যান ত্রিপুরার চিফ ইলেক্ট্রোরেল অফিসার পুনিত আগরওয়াল। এদিন তাঁর সাথে ছিলেন ত্রিপুরা পুলিশের এডিজিপি জিকে রাও।

২৪ এপ্রিল সকাল আনুমানিক ১০ নাগাদ হেলিকপ্টার দিয়ে বাকছড়া হাইস্কুল মাঠে নামেন তারা। সেখানে তাদের স্বাগত জানান ধলাই জেলা শাসক সাঝু ভাহিদ এবং লংতরাইভ্যালী মহকুমা শাসক উত্তম কুমার ভৌমিক। সেখান থেকে চলে যান লংতরাইভ্যালী মহকুমা অফিসে। সেখানে সুষ্ঠু নির্বাচন প্রক্রিয়া নিয়ে অন্যান্য আধিকারিকদের সাথে আলোচনায় বসেন।

সাংবাদিকদের সাথে মুখোমুখি হয়ে সিইও সাহেব জানান প্রথম দফায় পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা আসনের ভোটদান পর্ব সমাপ্ত হয়েছে। আগামি ২৬ এপ্রিল পূর্ব ত্রিপুরা লোকসভা আসনের ভোটদান পর্ব। বিশেষ করে ছামনু এবং গন্ডাছড়ার মতো প্রত্যন্ত এলাকায় রয়েছে নির্বাচন। এই এলাকাগুলিতে ভোট গ্রহনে ভোটকর্মীদের কোন ধরনের অসুবিধার সম্মুখীন না হতে হয় সেই বিষয়গুলো খতিয়ে দেখতেই সফর। ভোটাররা যাতে সুষ্ঠুভাবে ভোট দান করতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রয়েছে কমিশনের। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন লংতরাইভ্যালীর এসডিপিও সোনাচরন জমাতিয়া সহ একাধিক অধিকারীকরা।

কুমারঘাটে বিশাল রোড শো

শেষ লগ্নে প্রচারে ঝড় তুললেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, কুমারঘাট, ২৪ এপ্রিল ।। পশ্চিম ত্রিপুরা লোকসভা আসনের পর পূর্ব ত্রিপুরার লোকসভা আসনেও শেষ লগ্ন পর্যন্ত প্রচারের মাঠ চষে বেরিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী সহ শাসক দলের নেতৃত্বরা। আজ পূর্ব ত্রিপুরা উপজাতি সংরক্ষিত আসনের সরব প্রচার সমাপ্ত হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ মানিক সাহা, বিপ্লবকুমার দেব, প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মা শুক্লাচরণ নোয়াতিয়াদের মত নেতারা পূর্ব ত্রিপুরা আসনের সাবরুম থেকে কাঞ্চনপুর পর্যন্ত গোটা রাজ্য চষেছেন। শুধুমাত্র জনসভা নয়, বাড়ি বাড়ি প্রচারে অংশ নিয়েছেন, রোডশো করেছেন। সড়ক প্রচারের অন্তিমলগ্ন পর্যন্ত নির্বাচনী ময়দান ছেড়ে চলে যাননি।

মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা আজ বুধবার কুমারঘাটে বিরাট এক রোডশোর মাধ্যমে সরব প্রচার সমাপ্ত করেন। এছাড়াও এদিন উপস্থিত ছিলেন দলের রাজ্য সভাপতি সম্পাদক সহ হাজারো কর্মী সমর্থক।

ত্রিপুরায় অষ্টাদশ লোকসভা নির্বাচনে দ্বিতীয় পর্বে ভোট গ্রহণ প্রক্রিয়া আগামী ২৬ শে এপ্রিল। মুখ্যমন্ত্রী কুমারঘাট মহাকুমার দুদিনের সফরে বুধবার ভর দুপুরে কুমারঘাটে অনুষ্ঠিত হয় রোডশো। হাজার হাজার গণদেবতাদের উপস্থিতিতে রাজপথ কাঁপিয়ে ঢাক-ঢুল পিটিয়ে সেই রোড শো করলেন বিজেপি এবং তাদের শরিক দল। ভারতীয় জনতা পার্টির পাবিয়াছড়া মন্ডলের উদ্যোগে আয়োজিত সেই রোডশোতে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার মানিক সাহা ছিলেন প্রদেশ বিজেপির সভাপতি রাজিব ভট্টাচার্জী। প্রদেশ বিজেপির সাধারণ সম্পাদক তথা পাবিয়াছড়া কেন্দ্রের বিধায়ক ভগবান চন্দ্র দাস সহ অন্যান্য রাজ্য নেতৃত্বরা। র‍্যালীটি পাবিয়াছড়া মন্ডলে অফিস থেকে শুরু হয় এবং কুমারঘাট শহর পরিক্রমা করে পুনরায় মন্ডল অফিসের সামনে সমাপ্তি হয়।

এদিন সরব প্রচারের শেষ পর্যায়ে আশারামবাড়িতেও একজন সভায় মিলিত হয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডঃ মানিক সাহা। সেখানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন কমিউনিস্টরা জনজাতিদের ভোট বাক্সে পরিণত করেছিল। তারা জনজাতিদের কুড়িটি আসনকে ভোট বাক্স হিসেবে বিবেচনা করত। কুড়িটি আসনের পর থেকেই

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক উত্তরপত্র মূল্যায়ন শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ এপ্রিল ।। আজ থেকে ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত এবছরের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়ন শুরু হয়েছে। আগামী জুনের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে ফলাফল ঘোষণা পরিকল্পনা রয়েছে মধ্যশিক্ষা পর্ষদের।আজ সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে একথা জানিয়েছেন পর্ষদের সভাপতি ড় ধনঞ্জয় গণচৌধুরী। এদিন

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে দ্বিতীয় দফার নির্বাচনের সরব প্রচার শেষ, ২৬শে ভোট

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ এপ্রিল ।। হাইভোল্টেজ লোকসভা ভোটের দ্বিতীয় দফা নির্বাচনের আজ সরব প্রচার সাঙ্গ হয়েছে।

আজ বিকাল পাঁচটায় সরব প্রচার সমাপ্ত হয়েছে। পূর্ব ত্রিপুরা আসনে ভোটের প্রচার সেরে প্রার্থী, রাজনৈতিক দল এবং নেতা ও কর্মীরা এখন কিছুটা বিশ্রামের আমেজে রয়েছেন।

ভোটের প্রচার শুরু হওয়ার পর থেকে তীব্র দাবদাহ বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি তাঁদের।সকাল থেকে রাত পর্যন্ত জনসম্মুখে ছুটে বেড়িয়েছেন প্রার্থী সহ নেতা-কর্মীরা।

সভা সমাবেশে আওয়াজ ফাটানো থেকে শুরু করে রোড শো সব কিছুতেই চমক দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে।গণদেবতাদের আকৃষ্ট করার জন্য সমস্ত রাজনৈতিক দলের নেতা, কর্মী ও প্রার্থীরা দিনরাত খেটেছেন। এখন চারিদিকে অনেকটাই নিস্তব্ধতা বিরাজ করবে। আগামী ২৬ এপ্রিল পশ্চিম ত্রিপুরা আসনে ভোট গ্রহণ হবে।

গণধর্ষণ গ্রেপ্তার আরও ১

নিজস্ব প্রতিনিধি, আমবাসা, ২৪ এপ্রিল ।। সাত উপজাতি যুবকের দ্বারা গণ ধর্ষনের শিকার হয়েছে দুই উপজাতি নাবালিকা।ওই ধর্ষণ কাণ্ডে আরো এক নাবালক অভিযুক্তকে জালে তুলল পেরেছে শ্রীনগর থানার পুলিশ।

জানা গিয়েছে, শ্রীনগর থানার অন্তর্গত গঙ্গারাম পাড়ায় গত ১৩ এপ্রিল আমবাসা এবং খুমলুং এর দুই নাবালিকা মেয়ে সাত যুবকের দ্বারা গণধর্ষণের শিকার হয়েছিল। পরে

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ভোটের আগে বিজেপিতে অস্বস্তি

প্রদ্যোতকে দালাল বললেন পাতাল কন্যা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ এপ্রিল ।। প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মনের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন বিজেপির সহ-সভাপতি পাতালকন্যা জমাতিয়া। পূর্ব ত্রিপুরা লোকসভা আসনে নির্বাচনের মাত্র দুদিন আগেই এই বিষয়ে সরগরম হয়ে উঠেছে গোটা রাজ্য রাজনীতি। বুধবার বিজেপির সহ-সভাপতি পাতালকন্যা জমা দিয়া প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মনের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত আক্রমণের অভিযোগ তুলেছেন। তিনি বলেন, প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন যেদিন থেকে ত্রিপুরার রাজনীতিতে এসেছেন তখন থেকেই রাজ্যের মধ্যে বিভাজনের রাজনীতি করছেন। তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেন, প্রদ্যুৎ কিশোর দালালের রাজনীতি করেন। বিজেপি প্রদ্যুৎ কে জনগণের সেবা করার জন্য, নিজেকে শুধরানোর জন্য টিকিট দিয়েছে, কিন্তু বিজেপির ঘরে ঢুকে বিজেপিতে সামিল হয়ে বিজেপির সহ-সভাপতি উপর ব্যক্তিগত আক্রমণ করার অধিকার তাকে কে দিয়েছে। এমনই প্রশ্ন ছুড়ে দিলেন তিনি।

পাতালকন্যা এদিন আরো বলেন, প্রদ্যুৎ কিশোর যবে থেকে ত্রিপুরায় এসেছেন তখন থেকেই তিনি বিভাজনের রাজনীতি করছেন। ব্যক্তি, জাতি, দল সবকিছুতেই তিনি বিভাজন সৃষ্টি করেন। মানুষের মধ্যে হিংসা, ঘৃণা ছড়িয়ে দেওয়াই তার একমাত্র কাজ বলে দাবি করেন তিনি। প্রদ্যুৎকে আক্রমণ করে তিনি আরো বলেন - 'বিজেপির থালিতে বসে খেয়ে, বিজেপিকে গালি দিয়ে, প্রদ্যুৎ রাজনীতি করে, তাকে চিনতে বাকি নেই সাধারণের'। এদিন বিভাজনের রাজনীতি করার জন্য প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন যেন জনজাতিদের কাছে ক্ষমা চান তার দাবি জানিয়েছেন পাতাল কন্যা। এদিকে পাতালকন্যার বক্তব্য ঘিরে বিজেপিতে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। প্রদেশ বিজেপির মুখপাত্র সুব্রত চক্রবর্তী এ বিষয়ে বলেন, বিজেপির সহ-সভাপতি পাতালকন্যা জমাতিয়ার এহেন ও মন্তব্য দল কোনোভাবেই সমর্থন করেনা। এই বিষয়টি ঊর্ধতন নেতৃত্বের নজরে এসেছে। বিষয়টিকে যথেষ্ট গুরুত্বসহকারে দেখছে দল। পাতালকন্যা জমাতিয়া কেন এ ধরনের মন্তব্য করেছেন তার জবাবদিহি করতে হবে দলকে, বললেন তিনি। তবে পূর্ব ত্রিপুরা লোকসভা আসনে নির্বাচনের ঠিক দুদিন আগে প্রদেশ বিজেপির সহ-সভাপতির এ ধরনের মন্তব্য ঘিরে তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে রাজনৈতিক মহলে।

আগুনে পুড়ল বসত ঘর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ এপ্রিল ।। আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে একটি বসত ঘর।গতকাল গভীর রাতে রামনগর ৪ নং রোড এলাকায় ভোলানাথ সাহার বাড়িতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে। ওই এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে।খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে দমকলবাহিনী।দমকলবাহিনীর দীর্ঘ প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। নাশকতার আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে বলে প্রাথমিক ধারণা এলাকাবাসীর।তবে দমকলের ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে আসার আগেই ঘরে থাকা একটি গ্যাস সিলিন্ডার ফেটে আগুন তীব্র আকার ধারণ করে বলে জানিয়েছেন জনৈক এলাকাবাসী। জনৈক এলাকাবাসী জানিয়েছেন, গতকাল গভীর রাতে রামনগর ৪ নং রোড এলাকায় ভোলানাথ সাহার বসত ঘর আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। তখন বাড়িতে কেউ ছিলেন

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

২৮ পর্যন্ত গরমের পূর্বাভাস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ এপ্রিল ।। সমগ্র রাজ্যে আর্দতা ও তীব্র তাপ প্রবাহ চলছে। আগামী ৩-৪ দিনের জন্য ত্রিপুরায় গরম এবং আর্দ আবহাওয়া পূর্বাভাস জারি করেছে আবহাওয়া দফতর। ত্রিপুরার কিছু জেলায় দক্ষিণ-পশ্চিমী বা দক্ষিণ বায়ু প্রবাহিত হতে পারে। যা ২৮ এপ্রিল পর্যন্ত আর্দতার অনুপ্রবেশ বাড়তে পারে।

আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, বর্তমানে দিনের বেলায় আংশিক মেঘলা আকাশ এবং উচ্চমাত্রার সৌর বিকিরণ কারণে জেলার অনেক জায়গায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৬স্ন সেলসিয়াস /৩৭ ডিগ্রি সে এর বেশি হতে পারে যা স্বাভাবিকের চেয়ে ৩ থেকে ৪ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি এবং ত্রিপুরার কিছু জেলায় দক্ষিণ-পশ্চিমী বা দক্ষিণ বায়ু প্রবাহিত হতে পারে যা ২৬শে এপ্রিল আর্দতার অনুপ্রবেশ বাড়তে পারে।

আরও জানিয়েছে, আগামী ৩-৫ দিনের মধ্যে ত্রিপুরার বেশিরভাগ জেলায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা স্বাভাবিকের থেকে ৩ থেকে ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি হতে পারে। সেগুলি হল , আগরতলা, কৈলাশহর, কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র (আমবাসা)। তাছাড়া, আগামী ৩-৪ দিনের মধ্যে ত্রিপুরার বেশিরভাগ জেলায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা স্বাভাবিকের থেকে ৩ থেকে ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি হতে পারে।

আপেক্ষিক আর্দতার পূর্বাভাস অনুযায়ী আগামী ৩-৪ দিনের মধ্যে ত্রিপুরার বেশিরভাগ জেলায় দিনের মোক্ষম সময়ে বাতাসের আর্দতা ৫০ শতাংশ থেকে বেশি হতে পারে। আবহাওয়া দফতর থেকে সতর্কতামূলক পরামর্শ জারি করা

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সুদীপের বিরুদ্ধে বিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ, আরও'কে চিঠি বিজেপির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ এপ্রিল ।। নির্বাচন আচরণ বিধি ভঙ্গ করার অভিযোগে রিটার্নিং অফিসারের কাছে কংগ্রেস বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মনের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানিয়েছে বিজেপি। সম্প্রতি পূর্ব ত্রিপুরা আসনে ইন্ডিয়া জোট প্রার্থীর সমর্থনে প্রচারে অংশ নিয়ে কংগ্রেস বিধায়ক পরোক্ষে বিজেপি নেতাদের কটাক্ষ করেন।

এমনকি কার্যকর্তা ও পদাধিকারীদের পর্যন্ত পরোক্ষে হুমকি দেন সুদীপ রায় বর্মন। বিজেপির অভিযোগ, সুদীপ রায় বর্মন কয়েকটি নির্বাচনী প্রচারে অংশ নিয়ে পরোক্ষে বিজেপির পশ্চিম আসনের প্রার্থী বিপ্লব কুমার দেবকেই নিশানা বানিয়েছেন। তাই বুধবার পূর্ব আসনের রিটার্নিং অফিসারের কাছে অভিযোগ জানায় ভারতীয় জনতা পার্টি। আদর্শ আচরণবিধি ভঙ্গ করার দায়ে কংগ্রেস বিধায়কের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে চিঠিতে বিজেপি পূর্ব ত্রিপুরা আসনের রিটার্নিং অফিসারের কাছে আবেদন জানান।

প্রদ্যোতের গলায় আক্ষেপের সুর

বামগ্রেসের জোট কংগ্রেসকে দুর্বল করে দেবে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ এপ্রিল ।। গণতন্ত্রে বিরোধীদের স্থান অত্যন্ত গুরত্বপূর্ণ। তাই ত্রিপুরায় কংগ্রেসের অস্তিত্ব রক্ষার্থে নিজেদেরই লড়াই করতে হবে। আজ রাজবাড়ীতে সাংবাদিক সম্মেলন করে কংগ্রেস নেতৃত্বদের পরামর্শ দিলেন তিপরা মথার প্রাক্তন সুপ্রিমো প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মণ। সাথে তিনি আক্ষেপের সুরে বলেন, বামগ্রেসের এই জোট কংগ্রেসকে দুর্বল করে দেবে।

এদিন শ্রী দেববর্মণ সিপিএমের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগড়ে দিয়েছেন।তাঁর কথায়, ত্রিপুরায় সিপিএমের সাথে তাঁর লড়াই। পাশাপাশি পূর্ব ত্রিপুরা আসনে সিপিএমের সাথে লড়াই। আজও কংগ্রেসের প্রতি মনে ভালোবাসা রয়েছে।তাই নির্বাচনী প্রচারে গিয়ে কংগ্রেস নেতৃত্বদের কোনো মন্তব্য করে নি বলে, দাবি করেন তিনি।

এদিন তিনি সাংবাদিক সম্মেলনে কংগ্রেস বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণের প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করেছেন।তাঁর দাবি, চাপে পরে ত্রিপুরায় কংগ্রেস সিপিএমের জোট হয়েছে।কিন্তু কেরলে সিপিএম ও কংগ্রেস একে অপরের বিরুদ্ধে লড়াই করছে। তিনি বলেন, ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার কখনো কংগ্রেসের হাত চিহ্নে

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নির্বাচন বিধি লঙ্ঘন বরখাস্ত দুই কর্মচারী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ এপ্রিল।। চলতি লোকসভা নির্বাচনে নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘনের দায়ে আরও ২ জন সরকারি কর্মচারিকে চাকরি থেকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। এরমধ্যে রয়েছেন বামুটিয়া ব্লকের পঞ্চায়েত সচিব মোহম্মদ জাকির হোসেন। তাকে পঞ্চায়েত দপ্তরের অধিকর্তার স্বাক্ষরিত এক আদেশে চাকরি থেকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে।

তাছাড়া পূর্ত দপ্তর (আর অ্যান্ড বি)-এর চিফ ইঞ্জিনিয়ার স্বাক্ষরিত এক আদেশে পিডব্লিউডি (এন এইচ)-এর

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৭০ ▫ সংখ্যা ১৯৩ ▫ ২৫ এপ্রিল ২০২৪ ইং ▫ ১২ বৈশাখ ▫ বৃহস্পতিবার ▫ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

অসাম্য দূর করিতে হইবে

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় সকল মানুষের অনবস্ত্র খাদ্য সহ অন্যান্য মৌলিক অধিকার গুলি সরকারের অন্যতম লক্ষ্য। স্বাধীনতার ৭৫ বছর অতিক্রান্ত হইলেও এই লক্ষ্য পূরণে সক্ষম হয়নি রাষ্ট্রনায়করা। বিলম্বে বর্তমান সরকার প্রতিটি মানুষের ক্ষুধা নিবারণের জন্য গণ বন্টন ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে অসম্য দূর করিবার চেষ্টা শুরু করিয়াছে। এটি নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয় উদ্যোগ। এই উদ্যোগ বাস্তবায়নের মধ্য দিয়াই প্রতিটি মানুষের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করিবার প্রয়াস জারী রাখা হইয়াছে। গণবন্টন ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য অসাম্য দূর করা। কয়েক দশক আগেও দেশ খাদ্যে স্বয়ম্ভর ছিল না। বহুল পরিমাণে খাদ্যশস্য বিদেশ থেকে আমদানি করিতে হইতো। একটা সময় ছিল অনুদান নির্ভরতাও। সরকারি স্তরে রেশন ব্যবস্থা বস্তুত সেই আমলের। সকলের জন্য খাদ্যের অধিকার নিশ্চিত করিতে এবং পুষ্টির নিশ্চয়তা দিতেও রেশন সিস্টেমকে হাতিয়ার করিয়াছে সরকার। ভারতের দারিদ্র্যের মূলে অশিক্ষা ও অপুষ্টি। এই সত্য উপলব্ধি করিবার পরই শিক্ষার বিস্তারকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়। সেখানেই দেখা দেয় অন্য সমস্যা, ছেলেমেয়েরা খালি পেটে শিক্ষা নিবে কী করিয়া! অতএব গরিব ছেলেমেয়েদের স্কুলে টানিয়া আনিতে এবং স্কুলছুট ঠেকাইতে চালু হইয়াছে মিড ডে মিল প্রকল্প। পুষ্টিবিধানের জন্য পাখির চোখ করা হইয়াছে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলিকে। দারিদ্র্যের শ্রেণি ভেদে রহিয়াছে রেশনে খাদ্যশস্য বণ্টনের নানাধরনের কর্মসূচি। কোনও ক্ষেত্রে খাদ্যশস্য মিলে স্বল্পমূল্যে, আবার কখনও দেওয়া হয় পুরো ফ্রি। রেশন ব্যবস্থার কার্যকারিতার প্রমাণ সাম্প্রতিক অতীতে করোনা মহামারী পর্বে বিশেষভাবে পাওয়া গিয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকার ওইসময় ৮০ কোটি গরিব ভারতবাসীকে বিনামূল্যে চাল ও গম দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। পশ্চিমবঙ্গসহ বিভিন্ন রাজ্যের তরফেও এই ব্যাপারে চাপ ছিল কেন্দ্রের উপর। রাজ্যগুলি মনে করে, এই জনকল্যাণ কর্মসূচির প্রয়োজন এখনও ফুরোয়নি। তাহাদের দাবি, রেশন মারফত বিনামূল্যে চাল-গম বণ্টনের কাজটি এখনও চালু রাখিতে হইবে। তাই মোদি সরকার নিমরাজি হয়েও কর্মসূচিটি সম্প্রসারিত করেছে। তার ফলে মহামারীর বিপদ নিয়ন্ত্রণে আসিবার পর খাদ্যশস্য সংগ্রহের পরিমাণ বরং বাড়াইতে
হইয়ছে। স্বভাবতই চাল-গমের উৎপাদন এবং প্রোকিয়োরমেন্ট বৃদ্ধির উপরেও গুরুত্ব আরোপ করিয়াছে দেশ। রেশন মারফত খাদ্যশস্য দেওয়ার জন্য ভাণ্ডার প্রস্তুত রাখিবার ওদেরর দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সংস্থা ফুড কর্পোরেশন অব ইন্ডিয়ার (এফসিআই)। সারা দেশের কৃষক মান্ডিগুলির মাধ্যমে ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে (এমএসপি) তারা এই খাদ্যশস্য কেনে। দেশের এই খাদ্যভাণ্ডার থেকেই রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির প্রয়োজন মতো সেসব বণ্টিত হয়। সেসব রক্ষিত হয় বিকেন্দ্রিত এফসিআই গুদামগুলিতে। রাজ্যগুলির খাদ্য ও খাদ্য বিপণন দপ্তর এবং কেন্দ্রীয় খাদ্য বিপণন মন্ত্রক এই বিপুল প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত। সব মিলিয়ে যে ছবিটা এতক্ষণ আঁকা হল, সেটি আদর্শ। এই হিসেবে, দেশের একজন মানুষেরও খাদ্যের জন্য কষ্ট পাওয়ার কথা নয়। আন্তর্জাতিক ক্ষুধার সূচকেও ভারতের জন্য একটি মর্যাদাপূর্ণ স্থান স্থায়ীভাবে সংরক্ষিত হয়ে যাওয়াটাই ছিল বাস্তব। এক কথা অনস্বীকার্য যে ভারত স্বাধীন হওয়ার পর থেকেই যাদের হাতে শাসন ক্ষমতা ছিল তারা যদি প্রতিটি মানুষের অন্নবস্ত্র বাসস্থান সহ অন্যান্য মৌলিক অধিকার গুলি নিশ্চিত করার জন্য সময়োপযোগী যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করত তাহলে আমাদের দেশে মানুষের মধ্যে এত শিক্ষা এবং অভাব অনটন থাকতো না। বিলম্বে হলেও বর্তমান সরকার এসব বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করায় নিঃসন্দেহে দেশ ও দেশবাসী অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাইতে সক্ষম হইবে তা বলিবার অপেক্ষা রাখে না।

নিজের সম্প্রদায়কে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছেন আসাদুদ্দিন ওয়াইসি : মাধবী লতা

হায়দরাবাদ, ২৪ এপ্রিল (হি.স.): নিজের সম্প্রদায়কে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছেন আসাদুদ্দিন ওয়াইসি। এমনই গুরুতর অভিযোগ করলেন এবারের লোকসভা নির্বাচনে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী তথা বিজেপি প্রার্থী মাধবী লতা। হায়দরাবাদ লোকসভা আসনে এবার এআইএমআইএম প্রধান ওয়াইসির প্রতিদ্বন্দ্বী হলেন মাধবী লতা, বিজেপি তাঁকে প্রার্থী করেছে। বুধবার ওয়াইসির বিরুদ্ধে আক্রমণ শানিয়ে মাধবী লতা বলেছেন, 'আসাদুদ্দিন ওয়াইসি তাঁর সম্প্রদায়কে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এত প্রকল্প নিয়ে এসেছেন, আর বলুন কোন স্কিমে লেখা আছে হিন্দু-মুসলিম? আকবরুদ্দিন ওয়াইসি, আসাদুদ্দিন ওয়াইসির মতো লোকজন মানুষের মনকে বিষিয়ে তুলছে। যখন তারা কংগ্রেসের সঙ্গে বলে মুসলমানদের সব কিছু দিয়ে দেবে, তখন ১২০ কোটি হিন্দু যাবে কোথায়?'
বিজেপি প্রার্থী মাধবী লতা আরও বলেছেন, 'আকবরুদ্দিন ওয়াইসি এবং আসাদউদ্দিন ওয়াইসির মতো লোকজন ভারতের মুসলমানদের পাশে দাঁড়ান না এবং রোহিঙ্গাদের নিয়ে আসেন। যখন পাসমান্ডা মুসলমানদের ৪-৫টির বেশি বাচ্চা থাকে, তারা কি গিয়ে তাদের মঙ্গল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে?... ভারতের মুসলমানরা গরীব এবং তার উপরে তারা প্রতিবেশী দেশ থেকে মুসলমানদের নিয়ে আসতে চায়।'

ছত্তিশগড়ে দুর্নীতি ও নকশাল হিংসা দমন করেছে বিজেপি সরকার : প্রধানমন্ত্রী

সরগুজা, ২৪ এপ্রিল (হি.স.): ছত্তিশগড়ে দুর্নীতি ও নকশাল হিংসা দমন করেছে বিজেপি সরকার। জোর দিয়ে বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। একইসঙ্গে কংগ্রেসের সমালোচনা করে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, যারা হিংসা ছড়ায় কংগ্রেস তাঁদের সমর্থন করছে, তাঁদের শহীদ বলছে। এই কংগ্রেসের সবচেয়ে বড় নেতা সন্ত্রাসীদের হত্যায় চোখের জল ফেলে। এই ধরনের কর্মকাণ্ডের কারণে কংগ্রেস দেশের আস্থা হারিয়েছে।'
প্রধানমন্ত্রী মোদী বুধবার ছত্তিশগড়ের সরগুজাতে এক নির্বাচনী জনসভা করেন, এই জনসভা থেকে জনগণের উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, কংগ্রেস শুধু আপনাদের সংরক্ষণ লুট করতে চায় না, তাঁদের অন্যান্য পরিকল্পনাও আছে, কংগ্রেসের উদ্দেশ্য ভালো নয়। তাদের উদ্দেশ্য, সংবিধান অনুযায়ী নয়, সামাজিক ন্যায়বিচার অনুযায়ী নয়। যদি কেউ আপনাদের সংরক্ষণ রক্ষা করতে পারে, তবে শুধুমাত্র বিজেপি তা করতে পারে।'

চাকরি পাইয়ে দেওয়ার নামে প্রতারণা! মহিলার অভিযোগে দুই প্রতারককে গ্রেফতার করল পুলিশ

কলকাতা, ২৪ এপ্রিল (হি.স.): সরকারি চাকরি পাইয়ে দেওয়ার লোভ দেখিয়ে প্রতারণার অভিযোগে দুই প্রতারককে গ্রেফতার করল পুলিশ। দক্ষিণ ২৪ পরগনার নরেন্দ্রপুরের বাসিন্দা এক মহিলার অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে দু'জনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। ধৃতদের নাম - শম্ভুনাথ মিস্ত্রি এবং সমীরণ হালদার। শম্ভুনাথের বাড়ি দক্ষিণ ২৪ পরগনার হারউড পয়েন্ট কোস্টাল থানা এলাকায় এবং সমীরণের বাড়ি ওই জেলারই কুলপিতে।নরেন্দ্রপুর থানা সূত্রে খবর, এক মহিলাকে খাদ্য দফতরে চাকরি দেওয়ার নাম করে তাঁর কাছ থেকে আট লক্ষ টাকা নেয় শম্ভুনাথ এবং সমীরণ। সরকারি নথি জাল করে ওই মহিলাকে ভুয়ো নিয়োগপত্র এবং জাল অর্ডার কপিও দেওয়া হয়। কিন্তু সে গুলি দেখে মহিলার সন্দেহ হয়। যাচাই করে বুঝতে পারেন পুরোটাই ভুয়ো। প্রতারণার শিকার হয়েছেন তিনি। এর পরেই তিনি নরেন্দ্রপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। সেই অভিযোগের ঘটনার তদন্ত নেমেই দুই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

হারিয়ে যাওয়া এক ইসলামিক লাইব্রেরি থেকে যেভাবে আধুনিক গণিতের জন্ম

আদ্রিয়েন বার্নহার্ড

শত শত বছর আগে, এক প্রসিদ্ধ ইসলামিক লাইব্রেরি বিশ্বে আরবি সংখ্যা নিয়ে আসে। যদিও সেই লাইব্রেরি বহু আগেই বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে কিন্তু গণিতে এটি যে বিপ্লব ঘটিয়েছিল, তা আমাদের পৃথিবীকেই বদলে দিয়েছে।
বায়াত আল-হিকমাহবা হাউজ অফ উইজডম - প্রাচীন এই লাইব্রেরির এখন আর কোন অস্তিত্বই নেই, সেটি ১৩ শতকেই ধ্বংস হয়ে গিয়েছে।
তাই শুধুমাত্র কল্পনা করা ছাড়া আমাদের এখন আর নিশ্চিত হবার কোন উপায় নেই যে এটার অবস্থান ঠিক কোথায় ছিল এবং এটি দেখতে কেমন ছিল।
কিন্তু এই মর্যাদাপূর্ণ একাডেমি ইসলামের স্বর্ণযুগে ছিল বাগদাদের প্রথম বড় জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্র। একইসাথে এটিকে বলা হয় আধুনিক 'আরবি' সংখ্যার জন্মভূমি, আর 'শূন্য' দিয়ে যে সংখ্যার রূপান্তর ঘটানো যায় সেটাও ছড়িয়ে দিতে সাহায্য করে এই লাইব্রেরি।
(প্রথম শূন্য সংখ্যাটি লেখার অস্তিত্ব পাওয়া যায় প্রাচীন মেসোপটমিয়ায়, কিন্তু পঞ্চম শতকের দিকে এটি ভারতের ব্যবহারের আগ পর্যন্ত এর কোন অর্থ ছিল না, আর এখান থেকেই শূন্য বাকি বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে — যদিও এরও কয়েকশ বছর আগে মায়ারা শূন্য ব্যবহার করেছিল বলে ধারণা করা হয়।)
এই লাইব্রেরির জন্ম অষ্টম শতকে খলিফা হারুন আল-রশীদের ব্যক্তিগত সংগ্রহশালা হিসেবে, কিন্তু প্রতিষ্ঠার ৩০ বছরের মাথায় একে সাধারণ জনগণের পড়াশোনার জন্য খুলে দেয়া হয়।
এই হাউজ অফ উইজডম সারা দুনিয়ার বিজ্ঞানীদের বাগদাদে হাজির হতে উৎসাহিত করে, তারা শহরের জ্ঞান চর্চার আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দুতে উঠে আসে এবং একই সাথে মত প্রকাশের স্বাধীনতার প্রতীকও হয়ে উঠে এটি (মুসলিম, ইহুদী এবং খ্রিস্টান সব ধর্মের বিদ্বানদেরই এখানে আসার ও পড়াশোনার অনুমতি ছিল)।
বর্তমান সময়ে লন্ডনের বৃটিশ লাইব্রেরি বা প্যারিসের বিবলিওতেক ন্যাসিওনালে যে পরিমাণ সংগ্রহ হাউজ অফ উইজডমেও তেমনই ছিল, ফলে এটি সময়ের সাথে হয়ে ওঠে সারা দুনিয়ার বিভিন্ন পড়াশোনার ক্ষেত্রে অপ্রতিদ্বন্দ্বী এক কেন্দ্র, যার মধ্যে মানবিক ও বিজ্ঞান, গণিত, জ্যোর্তিবিজ্ঞান, চিকিৎসা, রসায়ন, ভূগোল, দর্শন, সাহিত্য ও শিল্পকলা এমনকি আলকেমি ও জ্যোতিষশাস্ত্রের মতো বিষয়েরও চর্চা হতে থাকে।
এই মহান ও বিশাল স্মৃতিচিহ্নকে বুঝতে আসলে কল্পনার চেয়েও বেশি কিছু থাকতে হবে। কিন্তু একটা জিনিস পরিষ্কার যে, এই একাডেমি থেকে এমন এক সাংস্কৃতিক বিপ্লব আসে যা সারা দুনিয়ার গণিতের ধারাই বদলে দেয়।
হাউজ অফ উইজডম ১২৫৮ সালে ধ্বংস করা হয় যখন মঙ্গোলীয়রা বাগদাদ দখল করে (কথিত আছে যে এত পরিমাণ পান্ডুলিপি টাইগ্রিস নদীতে ছুঁড়ে ফেলা হয় যে এর পানি কালো হয়ে যায়)। কিন্তু তার আগেই এখান থেকে যে আবিষ্কারগুলো হয়েছিল, তা এক শক্তিশালী ও বিমূর্ত গণিতের ভাষার সাথে পরিচয় ঘটায় যা পরবর্তীতে ইসলামিক বিশ্ব, ইউরোপ এবং একসময় সারা দুনিয়া অনুসরণ করে।
"হাউজ অফ উইজডম ঠিক কোথায় বা কবে প্রতিষ্ঠিত হয় তার পূঙ্খানুপূঙ্খ বিশ্লেষণ আসলে আমাদের জন্য জরুরি নয়," বলছিলেন সারে বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিজিক্সের অধ্যাপক জিম আল খলিলি। "জরুরি হল এসব বৈজ্ঞানিক ধারণাগুলোর ইতিহাস এবং সেগুলো কীভাবে আজ এ পর্যায়ে আসলো।"
গণিতের ক্ষেত্রে হাউজ অফ উইজডমের যে অবদান সেটা বোঝার জন্য আমাদের একটু টাইম ট্রাভেল করতে হবে।
ইতালিয়ান রেঁনেসার আগ পর্যন্ত শত শত বছর ধরে ইউরোপে গণিতের সাথে সমার্থক ছিল একটা নামই: লিওনার্দো দ্য পিসা, যিনি মৃত্যুর পরে ফিবোনাচ্চি নামে পরিচিত হন।
১১৭০ সালে সালে পিসায় জন্ম নেয়া এই ইতালিয়ান গণিতবিদ তার প্রাথমিক দীক্ষা লাভ করেন উত্তর আফ্রিকার উপকূলীয় বাণিজ্য অঞ্চল বুগিয়াতে।
বিশ বছর হবার আগেই ফিবোনাচ্চি মধ্যপ্রাচ্যে পাড়ি জমান, তিনি তখন ভারত থেকে পারস্য হয়ে পশ্চিমে যে ধ্যান ধারণাগুলো আসে সেগুলোতে মজে ছিলেন। এরপর যখন ইতালি ফেরত আসেন, ফিবোনাচ্চি হিন্দু-অ্যারাবিক গণনা পদ্ধতি নিয়ে প্রথম কোন পশ্চিমা কাজ হিসেবে তার বই লিবার আবাছি প্রকাশ করেন। যখন এ বই প্রথম ১২০২ সালে সামনে আসে তখন অল্প সংখ্যক কিছু পন্ডিত হিন্দু-অ্যারাবিক গণনা সম্পর্কে অবগত ছিলেন; ইউরোপিয়ান পন্ডিত এবং ব্যবসায়ীরা তখনো রোমান গণনা পদ্ধতি অনুসরণ করে আসছিল, যে পদ্ধতিতে গুণ-ভাগ করা ছিল ভয়াবহ রকমের দুরুহ কাজ।
ফিবোনাচ্চির বই পাটিগণিতের ক্ষেত্রে এই সংখ্যাপদ্ধতির ব্যবহার দেখায় — বিভিন্ন কৌশল দেখায় যা দৈনন্দিন সমস্যা যেমন মুনাফা, অর্থ বিনিময়, ওজন, পণ্য বিনিময় ও সুদ ইত্যাদি ক্ষেত্রে কাজে আসে।
"যারা গণণার শিল্প সম্পর্কে জানতে চায়, এর সূক্ষ্ণ ও নির্ভুল দিক বুঝতে চায়, তাদের অবশ্যই আগে হাতে গণনা শিখতে হবে," ফিবোনাচ্চি তার এনসাইক্লোপিডিয়া আকারের বইয়ের প্রথম চ্যাপ্টারেই লেখেন। একইসাথে সেসব সংখ্যার সাথে পরিচয় করান যা এখন বাচ্চাদের স্কুলে শেখানো হয়।
"নয়টি সংখ্যার সাথে ০ প্রতীক, যেটাকে বলা হয় জেফির, এগুলো দিয়েই যেকোনো সংখ্যা লেখা যায়।"
এরপর হঠাৎ করেই গণিত যেন সবার ব্যবহার উপযোগি হয়ে উঠে। ফিবোনাচ্চির এই বিশেষ প্রতিভা শুধুমাত্র গণিতেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, বরং তিনি কয়েক শতাব্দীর মুসলিম বিজ্ঞানীদের গণনা সূত্র, তাদের দশমিকের হিসাব, তাদের বীজগণিত, এসবকিছু দারুণভাবে অনুধাবনে সক্ষম ছিলেন।
আর প্রকৃতপক্ষে লিবার আবাছি, নবম শতকের গণিতবিদ আল খারিজমির অ্যালগরিদমের উপর ভীষণভাবে নির্ভরশীল ছিল। তিনি যেভাবে তার বইয়ে সমাধানগুলো হাজির করেন, তাতে পদ্ধতিগত উপায়ে প্রথমবারের মতো চতুষ্কোণের সমাধানের সূত্রও উঠে আসে।
গণিতে অসাধারণ অবদানের জন্য আল খারিজমিকে প্রায়ই বলা হয় "ফাদার অফ অ্যালজেবরা" - ৮২১ সালে তিনি জ্যোর্তিবিদ এবং প্রধান লাইব্রেরিয়ান হিসেবে হাউজ অফ উইজডমে নিয়োগ পান।
"আল খারিজমির লেখা প্রথমবারের মতো মুসলিম বিশ্বকে দশমিক সংখ্যা পদ্ধতির সাথে পরিচয় করায়," বলেন আল-খালিলি। "লিওনার্দো দ্য পিসার মতো অন্যরা এটাকে ইউরোপ জুড়ে ছড়িয়ে দিতে সাহায্য করেছে।"
আধুনিক গণিতে ফিবোনাচ্চির যে প্রভাব তার একটা বড় অংশের কৃতিত্ব আসলে আল-খারিজমির। আর এভাবেই ৪০০ বছর আগে-পরের এই দুই পন্ডিত সংযুক্ত হন এক প্রাচীন লাইব্রেরি দ্বারা: মধ্যযুগের সবচেয়ে আলোচিত গণিতবিদ কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আছেন আরেক দূরদর্শী চিন্তাবিদের সাথে, যার এই আবির্ভাব ঘটে ইসলামের স্বর্ণ যুগের এক প্রখ্যাত প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে।
তবে সম্ভবত হাউজ অফ উইজডম সম্পর্কে খুব জানা যায় বলেই, মাঝে মধ্যে ইতিহাসবিদরা এর উদ্দেশ্য ও সম্ভাবনা সম্পর্কে একটু বাড়িয়ে বলেন, যা অনেক সময় এটাকে একটা পৌরাণিক চেহারা দেয় যা ইতিহাস ঘেঁটে যতটুকু পাওয়া যায় তার সাথে মেলে না।
"অনেকে তর্ক করেন যে হাউজ অফ উইজডমকে অনেকে যেভাবে দেখে থাকে এটা আসলে অত মহান কিছু নয়," বলছিলেন আল-খলিলি। "কিন্তু আল-খারিজমির মতো মানুষদের সাথে এর সম্পর্ক, গণিত, জ্যোর্তিবিদ্যা ও ভূগোলে তার অবদান, এসব আমার কাছে প্রমাণ হিসেবে যথেষ্ট যে হাউজ অফ উইজডম আসলে সত্যিকার একটা একাডেমির মতোই ছিল, এটা শুধু অনুবাদ বইয়ের সংগ্রহশালা ছিল না।"
লাইব্রেরির অনুবাদক ও পন্ডিতরা কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে নিশ্চিত করেন যাতে তাদের কাজ সাধারণ মানুষ সহজেই পড়তে পারে।
"হাউজ অফ উইজডম ভিত্তিগতভাবেই গুরুত্বপূর্ণ, আর যেহেতু অনুবাদ ছিল — আরবি পন্ডিতরা গ্রীক ধারণাগুলো আঞ্চলিক ভাষায় অনুবাদ করেন --- সেসবই আমাদের গণিত সম্পর্কে জানার ভিত্তি," বলেন যুক্তরাজ্যের ওপেন বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত ইতিহাসের অধ্যাপক জুন ব্যারো-গ্রিন। রাজকীয় এই লাইব্রেরি একদিকে যেমন সংখ্যাতত্ত্ব সম্পর্কে জানার সুযোগ করে দেয়, তেমনি অন্যদিকে বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবনেরও ক্ষেত্র হয়ে ওঠে এটি।
আমাদের বর্তমান যে দশমিকের হিসাব এর বহু আগে যখন বাইনারি প্রোগ্রাম দ্বারা আমাদের কম্পিউটার সিস্টেম আসেনি, এমনকি প্রাচীন মেসোপটমিয়ানরা যে পদ্ধতি ব্যবহার করতো বা রোমান সংখ্যাও প্রচলনের আগে, মানুষ টালি পদ্ধতিতে তাদের হিসাবপত্র লিপিবদ্ধ করতো।
এসবই হয়তো এখন আমাদের কাছে খুব প্রাচীন বা সনাতন মনে হতে পারে, কিন্তু এই সংখ্যার নানান রকম প্রকাশ আসলে আমাদের কাঠামো সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা দেয়, সম্পর্ক এবং ইতিহাস ও সংস্কৃতি কোথা থেকে এসেছে সে ব্যাপারেও ধারণা দেয়। একইসাথে এ থেকে মান ও বিমূর্ততার ধারণা পোক্ত হয়, আমাদের বুঝতে সাহায্য করে যে সংখ্যা কীভাবে কাজ করে।
ব্যারো-গ্রিন বলেন এটি দেখা যে "পশ্চিমা পদ্ধতিই একমাত্র পদ্ধতি নয়, বিভিন্ন এই সংখ্যাপদ্ধতি বোঝাটার সত্যিকারের গুরুত্ব আছে।"
যদি প্রাচীন কোন বণিক 'দুটি ভেড়া' লিখতে চাইতেন, তাহলে তাকে আসলে দুটি ভেড়া এঁকে দেখাতে হতো। কিন্তু ২০টি ভেড়ার ক্ষেত্রে সেটা আসলে অসম্ভব। কিন্তু এ দুটিরই দরকার আছে।
প্রতীক-মানের পথ ধরে আসা রোমান সংখ্যা আল খারিজমির সংখ্যা পদ্ধতি চালুর পরও টিকে যায়, এটি সংখ্যার অবস্থানের উপর নির্ভর করে পরিমাণ বোঝাতো। তারা যেখান থেকে এসেছে সেই রোমান সাম্রাজ্য পতনের পরও রোমান হরফ টিকে যায় — সেটা কি দুর্ঘটনাবশত তার আবেগের বশে বা প্রয়োজনেই, তা এখন নিশ্চিত করে কেউই বলতে পারে না। ফিবোনাচ্চির জন্মের ৮৫০ বছর পেরিয়ে গিয়েছে। রোমান সংখ্যার চলমান যাত্রাও এখন হুমকিতে।
যুক্তরাজ্যে যেমন ঐতিহ্যগতভাবে যেভাবে সময় দেখা হত সে জায়গায় স্কুল শ্রেণীকক্ষে ডিজিটাল ঘড়ি দেয়া হচ্ছে, ফলে শঙ্কা আছে যে শিক্ষার্থীরা হয়তো আর কখনোই ঠিকভাবে অ্যানালগ সময় বলতে পারবে না। বিশ্বের অনেক অঞ্চলে সরকার রোমান সংখ্যাগুলো পথনির্দেশক বা সরকারি নথিপত্র থেকে সরিয়ে নিচ্ছে, হলিউডেও যেমন সিনেমার সিক্যুয়েলে এখন আর রোমান হরফ ব্যবহৃত হয় না। এই যে রোমান সংখ্যা থেকে বৈশ্বিক পালাবদল তা কিন্তু জীবনের অনেক ক্ষেত্রেই আমাদের সংখ্যাহীনতার দিকে নিয়ে যেতে পারে। তার চেয়েও বড় কথা রোমান সংখ্যার হারিয়ে যাওয়া আসলে গণিতের সাথে রাজনৈতিক আলোচনার জন্ম দেয়।
"প্রশ্ন হল আমরা কার গল্প বলবো, কার সংস্কৃতি আমরা ধারণ করবো এবং জ্ঞানের কোন ধারাকে আমরা অমর করবো আমাদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে সেটা অবশ্যই পশ্চিমা উপনিবেশবাদী ঐতিহ্য দ্বারা প্রভাবিত," বলেন কেমব্রিজ ম্যাথমেটিক্সের এডিটর ও ডেভেলপার লুসি রেক্রুফট স্মিথ।
সাবেক এই গণিতের শিক্ষক এখন গণিত শিক্ষার এক বড় কণ্ঠস্বর, তিনি বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন কারিকুলাম নিয়ে গবেষণা করেন। ওয়েলস, স্কটল্যান্ড ও আয়ারল্যান্ডে পড়াশোনায় রোমান হরফ অন্তর্ভুক্ত নয়, যুক্তরাষ্ট্রেও এ নিয়ে কোন বাধ্যবাধকতা নেই, কিন্তু ইংল্যান্ডে বিশেষ নির্দেশনা আছে যে শিক্ষার্থীদের অবশ্যই অন্তত ১০০ পর্যন্ত রোমান সংখ্যা পড়তে পারতে হবে।
আমরা অনেকেই ফিবোনাচ্চির বিখ্যাত হিসাব যেটা তিনি নিজের নামে করেন: অর্থাৎ ১ দিয়ে শুরু করে সামনে এগুনো ও আগের দুই সংখ্যার যোগ করা; সেটার কৃতিত্ব তাকে দেই না।
কিন্তু ফিবোনাচ্চির এই প্যাটার্ন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, প্রকৃতিতেও আমরা এমন প্যাটার্ন দেখতে পাই — সমুদ্রের ঝিনুক বা আগাছা লতা, সূর্যমুখীর চুড়া, পশুর শিং ও পাতার যে শিরা উপশিরা থাকে, এবং একই সাথে ডিজিটাল দুনিয়াতে (কম্পিউটার সায়েন্স ও সিকুয়েন্সিং) এই প্যাটার্ন দেখা যায়। এছাড়া জনপ্রিয় সব শাখা: চলচ্চিত্র, সাহিত্য ও ভিজ্যুয়াল আর্ট; গানের ছন্দ বা অর্কের্সা, এমনকি আধুনিক আর্কিটেকচারেও এর দেখা মেলে।
কিন্তু লিওনার্দো দ্য পিসার গণিতে এমন আলোচিত অবদানের বিষয়টা স্কুলে সচরাচর শেখানো হয় না। যে গল্পটা সেই রাজকীয় লাইব্রেরিতে হাজার বছর আগে শুরু হয়, যখন বেশিরভাগ পশ্চিমা খ্রিস্টিয় অঞ্চলে অজ্ঞানতার অন্ধকারে ডুবে ছিল। এই গল্প আমাদের গণিতে যে ইউরোপ কেন্দ্রিক ভাবনা আছে সেখান থেকে সরিয়ে আনে, বরং ইসলামিক বিশ্বের বিজ্ঞানীদের অর্জনে আলো ফেলে এবং অনেক আগে থেকেই সংখ্যা রহস্যের সমাধানে তাদের ক্রমাগত অবদানের বিষয়টির আলোচনা উস্কে দেয়।

ছাপা বই কি হারিয়ে যাবে

তানজিনা হোসেন

হীরক রাজার দেশে সিনেমায় রাজার এই নিদারুণ ভয় ছিল। প্রজারা যত বেশি পড়বে, তত জ্ঞানী হবে, তত কম বাধ্যগত হবে। হীরকের রাজা তাই সবচেয়ে বেশি ভয় পেতেন এই বইপত্রকেই, নষ্ট করতে চেয়েছিলেন সব বই। কিন্তু আজকের দিনে কি আর প্রজারা বই পড়ে? আজকের বেশির ভাগ মানুষ জানে, পড়ে, শেখে ইন্টারনেট থেকে; গুগল হলো সবচেয়ে বড় লাইব্রেরি এখন, স্মার্টফোন বা ল্যাপটপ হলো জ্ঞানের ভান্ডার। তাহলে কি বই পড়ার দরকার নেই আর? অচিরেই কি কাগজে ছাপা বই হারিয়ে যাবে সভ্যতা থেকে? তাহলে দেখা যাক মানুষের বুদ্ধি---বিবেচনা---জ্ঞান কিসে বাড়ে বেশি? বই পড়ে, নাকি ইন্টারনেট ঘেঁটে? দুটোই কি সমান অভিঘাত সৃষ্টি করে? বিজ্ঞান কী বলে?
আমাদের মস্তিষ্কের দুটি স্তরহোয়াইট ম্যাটার আর গ্রে ম্যাটার। গ্রে ম্যাটারে তথ্য বা ইনফরমেশন প্রসেস হয়, হোয়াইট ম্যাটার তা সংবহন করে এক এলাকা থেকে আরেক এলাকায় নিয়ে যায়। মানে হোয়াইট ম্যাটারের মূল কাজ হলো কমিউনিকেশন। ২০০৯ সালে ৮ থেকে ১০ বছর বয়সী শিশুদের মধ্যে করা একটি গবেষণা থেকে জানা যায়, বই পড়লে মস্তিষ্কে হোয়াইট ম্যাটারের পরিমাণ ও ঘনত্ব বাড়ে, ফলে মস্তিষ্কে তথ্য সরবরাহ বা কমিউনিকেশনের কাজটা আরও নিখুঁত হয়। কার্নেগি মেলন বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল গবেষকের এ গবেষণা প্রকাশিত হয় নিউরন জার্নালে। 'বই---না---পড়া' একদল শিশুকে এই গবেষণায় ছয় মাসের নানা ধরনের বই পড়ার অভ্যাসের মধ্য দিয়ে যেতে হয়। বই পড়া কর্মসূচি শেষে বিশেষ ধরনের ব্রেন ইমাজিং ডিটিআই টেকনিকের মাধ্যমে মস্তিষ্কের হোয়াইট ম্যাটারের আণুবীক্ষণিক পর্যালোচনা করে দেখা যায়, উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয়েছে।
মানুষের বুদ্ধি---বিবেচনা---জ্ঞান কিসে বাড়ে বেশি? বই পড়ে, নাকি ইন্টারনেট ঘেঁটে? দুটোই কি সমান অভিঘাত সৃষ্টি করে? বিজ্ঞান কী বলে?
বিজ্ঞানীরা বলছেন, একই তথ্য পঠনের মাধ্যমে আর দেখার মাধ্যমে গ্রহণ করার মধ্যে বিস্তর পার্থক্য। ধরুন আপনি

একটা সংবাদ পত্রিকায় পড়ছেন কিংবা অনলাইন পেজে দেখছেনদুটোর মধ্যে তফাত কী? যখন নিউজটি আপনি ছাপা কাগজে পড়বেন, তখন আপনার অনেক বেশি ধৈর্য, মনোযোগ আর ডিটারমিনেশন দরকার হবে। আর যখন একই তথ্য আপনি স্ক্রল করে যাবেন, তখন আপনার মস্তিষ্কের কগনিটিভ স্কিল অতটা দরকার হবে না। কাগজে পড়াশোনা যে শুধু কগনিশন বাড়ায়, তা---ই নয়, এটি মেমোরি বা স্মৃতিশক্তি বাড়াতেও সাহায্য করে। পড়াকে মস্তিষ্কের ওয়ার্ক আউট বা এক্সারসাইজ বলা যায়, এতে মস্তিষ্কের নেভিগেশন আর নিউ ইনফরমেশন প্রসেসিংয়ের দক্ষতা বাড়ে। কাগজে ছাপা বই পড়ার মাধ্যমে বয়সজনিত মস্তিষ্কক্ষয় বা বিস্মৃতির ঝুঁকি প্রায় ৩২ শতাংশ কমে বলে নিউরোলজি জার্নালে প্রাকাশিত একটি প্রবন্ধে বলা হয়েছে। শুধু তা---ই নয়, কাগজে ছাপা বই পড়ার সময় আঙুল দিয়ে পৃষ্ঠা ওল্টানোর কারণে বিষয়টা আরও বেশি আত্মস্থ হয়, মেমোরাইজ করা যায়, যা ই---বুকে হয় নাএমনটাও দাবি করেছেন বিজ্ঞানীরা। নিউরোলজিস্টরা বলেন, আলঝেইমারসের মতো স্মৃতিক্ষয়ী রোগ ঠেকাতে আপনাকে নিয়মিত মস্তিষ্কের ওয়ার্ক আউট করতে হবে। যেমন বইপড়া, দাবা খেলা বা পাজল সমাধান করা, কিন্তু তা স্ক্রিনে করলে লাভ নেই।
বই বা কাগজে পড়া কেবল বুদ্ধিমত্তা বা ইনটেলিজেন্স (আইকিউ) বাড়ায়, তা নয়, এটি আমাদের ইমোশনাল ইনটেলিজেন্স (ইকিউ) বাড়াতেও সাহায্য করে। ফলে আমরা আরও বেশি নিখুঁতভাবে নির্ভুল সিদ্ধান্ত নিতে পারি, মানবিক চিন্তা করতে পারি। ইন্টারনেটে বসে কাউকে নিয়ে ট্রল করা বা হাসি---তামাশা করা যত সহজ, কারও লেখা পড়ে তার উত্তরে লিখে সেটা করা কিন্তু তত সহজ নয়। কারণ, এ কাজে মস্তিষ্কের সময়ক্ষেপণের মধ্যে নৈতিকতা, সহমর্মিতা ও যৌক্তিক চিন্তা করার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যেতে হয়, যা চট করে হঠকারী কোনো মন্তব্য করা থেকে বাধা দেয়।
একইভাবে বইয়ে পড়া কবিতা বা উপন্যাস আমাদের অনলাইনে পড়ার চেয়ে বেশি আবেগায়িত করে বলে প্রমাণ পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা। একই কবিতা স্ক্রিনে আর কাগজে পড়ার সময় হৃৎস্পন্দন, মুখের পেশির এক্সপ্রেশন আর হাতের নড়াচড়া মনিটর করে এ প্রমাণ পাওয়া পাওয়া গেছে। ভালো ঘুম আর প্রশান্তি এনে দেয় কাগজে ছাপা বই। মায়ো ক্লিনিকের বিজ্ঞানীরা বলছেন, ঘুমানোর আগে ই---বুক, ট্যাবলেট বা মুঠোফোনের স্ক্রিনে পড়াশোনা করা হলে তা ঘুমের ব্যাঘাত সৃষ্টি করে, কিন্তু একটা বই হাতে নিয়ে ঘুমাতে গেলে ফল হয় উল্টো। সে ক্ষেত্রে বই পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়লে আপনার প্রশান্তিময় নিশ্ছিদ্র ঘুম হওয়ার সম্ভাবনা বেশি।
তাই ছাপা বই বা পত্রিকা যে অনলাইন ভার্সনের চেয়ে শ্রেয়, এতে কোনো সন্দেহ নেই। অদূর ভবিষ্যতে তাই বই হারিয়ে যাবে না, বরং মানুষকে আবার বইয়ের দিকেই ঝুঁকতে হবে।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার-এর দ্বারা কামাখ্যা-গোয়ালপাড়া-নিউ বঙাইগাঁও সেকশন পরিদর্শন

দ্বৈতকরণ, বৈদ্যুতিকীকরণ ও অন্যান্য উন্নয়নমূলক কাজের অগ্রগতি পর্যালোচনা

মালিগাঁও, ২৪ এপ্রিল, ২০২৪: উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী চেতন কুমার শ্রীবাস্তব আজ রঙিয়া ডিভিশনের অন্তর্গত কামাখ্যা-নিউ বঙাইগাঁও (ভায়া গোয়ালপাড়া) সেকশন বিস্তৃতভাবে পরিদর্শন করেন। এই পরিদর্শনের সময় জেনারেল ম্যানেজারের সঙ্গে ছিলেন রঙিয়ার ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার শ্রী নীরজ গুপ্তা সহ হেড কোয়ার্টার এবং ডিভিশনের বরিষ্ঠ আধিকারিকরা। জেনারেল ম্যানেজার যাত্রা পথের স্টেশনগুলি পরিদর্শন করার পাশাপাশি সেকশনটিতে দ্বৈতকরণ ও বৈদ্যুতিকীকরণের কাজের অগ্রগতি এবং রেলওয়ে স্টেশনগুলিতে সুরক্ষা সম্পর্কিত সরঞ্জামগুলি খতিয়ে দেখেন। স্টেশনে তিনি রেলওয়ে আধিকারিকদের সাথে বার্তালাপ করেন এবং বিভিন্ন বিষয়ে ফিডব্যাক গ্রহণ করেন ও বিভিন্ন সুরক্ষা সম্পর্কিত সামগ্রীর উপরে তাঁদের সচেতনতা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। জেনারেল ম্যানেজার উইন্ডো ট্রেলিং পরিদর্শন করেন। তিনি মার্শালিং ইয়ার্ড এবং কোচিং ইয়ার্ড, মাইনোর ও মেজর ব্রিজ, রানিং রুম, হেল ইউনিটের মতো গুরুত্বপূর্ণ এলাকাগুলি পরিদর্শন করেন। তিনি চলতে থাকা কার্যকলাপগুলির বিস্তৃত পরিদর্শন করেন এবং এই স্টেশনগুলির উন্নয়নমূলক পরিকল্পনাগুলি পরীক্ষা করেন। এছাড়া তিনি নতুন স্টেশন বিল্ডিং, ক্রু লবি, ফুট ওভার ব্রিজ, প্ল্যাটফর্ম এবং যাত্রীদের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধার কাজও পরিদর্শন করেন। এছাড়াও তিনি নিউ বঙাইগাঁও স্টেশনের পুনর্বিকাশের কাজ পরিদর্শন করেন। উন্নত, অতিরিক্ত এবং বর্ধিত যাত্রী সুযোগ-সুবিধা প্রদানের জন্য অমৃত ভারত স্টেশন স্কিমের অধীনে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের অন্তর্গত নিউ বঙাইগাঁও স্টেশনের পুনর্বিকাশ করা হবে। আপগ্রেডেশনের কাজ ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গেছে।

জেনারেল ম্যানেজারের এই পরিদর্শনের লক্ষ্য ছিল বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের অগ্রগতির পর্যালোচনা করা, বিভিন্ন স্থানের সুবিধাগুলির মূল্যায়ন করা, আধিকারিকদের সাথে বার্তালাপ করা এবং অঞ্চলটিতে পরিকাঠামোমূলক উন্নয়ন এবং ব্যবসা সম্প্রসারণের জন্য পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করা। চলমান কাজগুলি সম্পর্কে তাঁর ইতিবাচক মূল্যায়নে যাত্রীদের নিরাপদ, দক্ষ এবং আরামদায়ক ভ্রমণ অভিজ্ঞতা প্রদানের ক্ষেত্রে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের যে একনিষ্ঠ প্রচেষ্টা রয়েছে তারই প্রতিফলন ঘটেছে।

মানুষের সম্পত্তি কেড়ে নেবে কংগ্রেস, কটাক্ষ স্মৃতির

আমেঠি, ২৪ এপ্রিল (হি. স.): আমেঠিতে জোর কদমে প্রচার করছেন স্মৃতি ইরানি। বুধবার আমেঠির প্রচারে হাজির হয়ে স্মৃতি বলেন, কংগ্রেস বলেছে তারা ক্ষমতায় এলে প্রত্যেকের সম্পত্তিতে তাদের নজর থাকবে। প্রত্যেকের রোগজারের অর্থ কংগ্রেস নিয়ে, যা ইচ্ছে তাই করবে বলে আক্রমণ করেন স্মৃতি। পাশাপাশি তিনি অভিযোগ করেন, কংগ্রেস নিজেদের পকেটে টাকা ঢুকিয়ে,তা আর গরীব মানুষকে ফেরৎ দেবে না।

প্রসঙ্গত, আমেঠি থেকে এবারের কংগ্রেসের প্রার্থী কে হবেন, তা নিয়ে দোলাচল চলছে। রাহুল গান্ধী না রবার্ট বঢ়রা এবার আমেঠি থেকে প্রার্থী হবেন, তা নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছে। যার জেরে কংগ্রেসকে পালটা কটাক্ষ করেন স্মৃতি। তিনি রাহুল, রবার্টের নাম না করেই বলেন, "জামাইয়ের নজর রয়েছে তো শালাবাবু কী করবেন।" যদিও স্মৃতি ইরানির কটাক্ষের পালটা জবাব এখনও দেয়নি কংগ্রেস।

কালিয়াচকে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে ছাই পরিযায়ী শ্রমিকের বাড়ি

কালিয়াচক, ২৪ এপ্রিল (হি.স.) : কালিয়াচক থানার উত্তর দারিয়াপুর নয়াবস্তি গ্রামে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে ছাই এক পরিযায়ী শ্রমিকের বাড়ি। বুধবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে। ওই গ্রামের সামিউল শেখ নামের এক পরিযায়ী শ্রমিকের বাড়িতে আগুন লাগে। ঘটনার জেরে আসবাবপত্র থেকে শুরু করে অলংকার, নগদ টাকা সবই ভস্মীভূত হয়ে যায়। প্রাথমিক অনুমান, শট সার্কিট থেকে আগুন লাগতে পারে।

তারপরেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে আশপাশের ঘরগুলিতে। আগুনের প্রভাব এতটাই বেশি ছিল যে ঘর থেকে আসবাবপত্র, প্রয়োজনীয় নথিপত্র, খাদ্যসামগ্রী, নগদ টাকা, সোনা সব পুড়ে যায়। খবর দেওয়া হয় দমকল বিভাগকে। বেশ কিছুক্ষণ পরে দমকলের একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে দুই ঘণ্টার প্রচেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রনে আনে। সবকিছু হারিয়ে শ্রমিক পরিবারটি কার্যত খোলা আকাশের নীচে আশ্রয় নিয়েছে।

দুর্গাপুরে গাড়ির চালককে খুনের অভিযোগ অন্য চালকের বিরুদ্ধে

দুর্গাপুর, ২৩ এপ্রিল (হি. স.) : একই মালিকের দুটি ট্রাক। দুটি ট্রাক চালাতো দুই চালক। আর ওই দুই চালকের একে অপরের বিরুদ্ধে নিত্য নালিশ করত মালিকের কাছে। শেষপর্যন্ত দুই চালকের মধ্যে বচসা থেকে মারপিটে জড়িয়ে পড়ে। আর তাতেই স্ক্রুড্রাইভারের আঘাতে মৃত্যু হল একজনের। সোমবার চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে দুর্গাপুরের লাউদোহায়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে মঈনুদ্দিন মন্ডল (৪১)। নদীয়ার হরিনঘাটার বাসিন্দা।

জানা গিয়েছে, সোমবার রাতে দুর্গাপুরের ফরিদপুর থানার মাধাইপুর এলাকায় দুই ট্রাক চালকের মধ্যে বচসা এবং হাতাহাতি শুরু হয়। তখনই বছর ৪১র মইনুদ্দিন মন্ডল নামের ট্রাক চালককে স্ক্রু ড্রাইভার ঢুকিয়ে খুন করে পালায় আরেক চালক। ঘটনাস্থলে পুলিশ পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালে পাঠায়। অভিযুক্ত চালকের সন্ধানেও তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ। খুন হওয়া মঈনুদ্দিন মন্ডলের মামাতো ভাই সাজিদ রহমান ঘটনার খবর পেয়ে মঙ্গলবার দুর্গাপুরে আসেন। তিনি বলেন, দুজন চালকই একই মালিকের গাড়ি চালাতো। অভিযুক্ত চালক পলাতক। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

কংগ্রেসকে দশ বছর আগেই আস্তাকুঁড়ে ফেলেছেন দেশের জনতা, আর মাথা তোলার ক্ষমতা নেই : সর্বানন্দ

করিমগঞ্জ (অসম), ২৪ এপ্রিল (হি.স.) : কংগ্রেসকে দশ বছর আগেই আস্তাকুঁড়ে ফেলে দিয়েছেন দেশের জনতা, আর মাথা তোলার ক্ষমতা নেই শতবর্ষ প্রচীন এই দলের, বক্তা কেন্দ্রীয় জাহাজ, বন্দর, জলপরিবহণ এবং আয়ুষ দফতরের মন্ত্রী তথা অসমের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা ডিব্রুগড় আসনে বিজেপি মনোনীত প্রার্থী সর্বানন্দ সনোয়াল।

আগামী ২৬ এপ্রিল শুক্রবার দ্বিতীয় দফার নির্বাচন। এদিন করিমগঞ্জ সংসদীয় আসনেও ভোটগ্রহণ হবে। আজ বুধবার দ্বিতীয় দফায় নির্বাচনের সরব প্রচারের শেষ দিন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নির্বাচনী প্রচারে এসেছেন করিমগঞ্জে। করিমগঞ্জ জেলা সদরের নিকটবর্তী সুপ্রাকন্দিতে দলীয় প্রার্থী কৃপানাথ মালা (বর্তমান সাংসদ)-র সমর্থনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনী সমাবেশে ভাষণ দিচ্ছিলেন সর্বানন্দ।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সনোয়াল বিরোধীদের, বিশেষ করে কংগ্রেসকে তুলোধোনা করেছেন। তিনি বলেন, কংগ্রেস বিগত সত্তর বছর ধরে শাসনে ছিল। কিন্তু দেশের উন্নয়ন করতে সক্ষম হয়নি। তাই তাদের জনগণ দশ বছর আগেই আস্তাকুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলেছেন। এবারও তাঁদের ঠাই হবে আস্তাকুঁড়ে, জয়ের ধারে-কাছে আসতে পারবে না।

সর্বানন্দ বলেন, বিজেপি সরকার গঠন করে ক্ষমতায় আসার পর কেন্দ্রীয় ও রাজ্যের অভূতপূর্ব উন্নতি হচ্ছে। এই উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে তিনি নরেন্দ্র মোদীকে ফের প্রধানমন্ত্রীর আসনে বসাতে বিজেপি মনোনীত প্রার্থী কৃপানাথ মালাকে ভোটদান করতে আহ্বান জানান। তাঁর আহ্বান, করিমগঞ্জ লোকসভা আসনটি মোদীজিকে উপহার দিতে ভোটের দিন পদ্ম চিহ্নে ভোট দিন। ১০০ শতাংশ ভোট দান নিশ্চিত করারও আহ্বান জানান সর্বানন্দ সনোয়াল।

নন্দীগ্রামে ভোটের প্রচারে বেরিয়ে 'চোর চোর' স্লোগানের মুখে দেবাংশু ভট্টাচার্য্য

নন্দীগ্রাম ২৪ এপ্রিল (হি.স.) : নন্দীগ্রামে ভেকুটিয়া এলাকায় ভোটের প্রচারে বেরিয়ে এবার 'চোর চোর' স্লোগানের মুখে পড়তে হল তমলুকের তৃণমূল প্রার্থী দেবাংশু ভট্টাচার্য্যকে। বুধবার দুপুরে জনসংযোগে বেরিয়েছিলেন তৃণমূলের যুব নেতা।

এদিন পাড়ার রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল দেবাংশুর প্রচার গাড়ি। টোটোয় মাইক বসানো। সেখান থেকে তারস্বরে চলছিল 'জনগণের গর্জন' গান। সেই সময়েই রাস্তার ধারে বিজেপির পতাকা হাতে, পদ্ম ফুলের টুপি মাথায় জড়ো হন কিছু স্থানীয় মানুষজন। সেই ভিড়ের মধ্যে থেকেই দেবাংশুর সামনে উড়ে আসে 'চোর চোর' স্লোগান। অভিযোগ তোলা হচ্ছে, বিজেপির সমর্থকরাই এই স্লোগান দিয়েছেন।

প্রসঙ্গত, সোমবারই কলকাতা হাইকোর্টে এসএসসি মামলার চূড়ান্ত রায় ঘোষণা হয়েছে। ২০১৬ সালের নিয়োগ প্যানেলের গোটাটাই বাতিল করে দিয়েছে আদালত। আদালত নির্দেশনামায় উল্লেখ করেছে, ১৭ রকম ভাবে বেনিয়ম হয়েছে। হাইকোর্টের রায়ে কাজ হারাতে বসেছেন প্রায় ২২ হাজার শিক্ষক-শিক্ষাকর্মী। এদিকে বিরোধী দলগুলি হাইকোর্টের রায়ের পর আরও ঝাঁঝালো আক্রমণ শানাতে শুরু করেছে রাজ্যের শাসক শিবিরকে। বিরোধীদের বক্তব্য, হাইকোর্টের রায়ে আরও স্পষ্ট হয়েছে নিয়োগে দুর্নীতির অভিযোগ। এসবের মধ্যেই এবার লোকসভা ভোটের প্রচারে নেমে 'চোর চোর' স্লোগানের মুখে পড়তে হল তমলুকের তৃণমূল প্রার্থী দেবাংশু ভট্টাচার্য্যকে।

দেশের বিকাশের জন্য স্থিতিশীল সরকারের গুরুত্ব মধ্যপ্রদেশ ভালো করেই জানে : প্রধানমন্ত্রী

সাগর, ২৪ এপ্রিল (হি.স.): দেশের বিকাশের জন্য শক্তিশালী ও স্থিতিশীল সরকারের গুরুত্ব কতটা, তা মধ্যপ্রদেশ ভালো করেই জানে। বুধবার মধ্যপ্রদেশের সাগরের এক নির্বাচনী জনসভায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, 'সঠিক নীতি ও সঠিক দূরদৃষ্টি থাকলেই উন্নয়ন সম্ভব হয়। তাই দেশ হোক অথবা মধ্যপ্রদেশ, উন্নয়ন তখনই হয়েছে যখন কংগ্রেস চলে গিয়েছে ও আর বিজেপি এসেছে।'

প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও বলেছেন, 'কংগ্রেসের সময় মধ্যপ্রদেশের পরিচয় ছিল বিমারু রাজ্যের, এখন সেই মধ্যপ্রদেশ বিজেপি সরকারের অধীনে উন্নয়নের নতুন উচ্চতায় পৌঁছে যাচ্ছে।'

No.F.6(7)/DM/N/JDL/144Cr.P.C/2024/135-56 **Dated, 24th April, 2024**

ORDER UNDER SECTION 144 OF THE Cr.P.C.

WHEREAS, Poll in connection with the **General Elections to the 2-East (ST), Parliamentary Constituency of Tripura- 2024** shall take place in all the **372 polling stations** of 54-Jubarajnagar, 58- Panisagar, 59-Pecharthal & 60-Kanchanpur Asembly Segments under North Tripura District on **26-04-2024** from **7.00 AM to 5.00 PM.**

AND

WHEREAS, Under Section 126 of the Representation of Peoples Act, 1951, in the period of 48 hours ending with the hour fixed for the close of Poll i.e. **5.00 PM of 24th April, 2024** the election campaigning through public meeting, mass rallies, processions, etc. shall come to an end;

AND

WHEREAS, Strict vigil needs to be maintained in the Poll bound areas so as to ensure that no unscrupulous elements are able to engage in nefarious activities such as illegal distribution of cash, gifts, liquor etc. to unduly induce and influence the electors/ Voters for extracting political mileage;

AND

WHEREAS, there is apprehension of illegal assembly, breach of peace & public tranquility by unscrupulous anti social and criminal elements in various polling areas of Khowai Tripura District which may disrupt peaceful poll process;

NOW, THEREFORE in exercise of the powers conferred upon me U/S 144 of the Criminal Procedure Code-1973, **I Shri Debapriya Bardhan, IAS, District Magistrate & Collector (District Election Officer), North Tripura District** do hereby pass order to prohibit any kind of assembly consisting of five or more persons with or without weapons or weapon like objects such as lathi, sticks, iron rods, bamboos, stones or any object which may be used as weapon of offence and also hereby prohibit holding of any public meeting, rally, gathering, public address with or without use of loudspeakers etc. anywhere within the limits of North Tripura District including that of the 200 meters periphery of any polling station, also I do hereby prohibit two or more number of motorbikes or motorcars moving together in any area which also amounts a sort of illegal assembly.

The purpose of this Prohibitory Order is not to disrupt the day to day life of responsible *and* duty bound citizens of the District but to maintain overall peace, tranquility and law & order so as to conduct peaceful, free and fair polls as per the guidelines of the Election Commission of India.

This prohibitory order shall not be applicable for;

1. Polling Personnel and CAPF, Police on election duty or their vehicles or any other persons such as media persons with valid ECI passes, drivers and cleaners etc. or vehicles engaged in the election duty.
2. The voters having valid Identity Cards as prescribed by the Election Commission of India coming for voting to the polling stations euther on foor or in their own vehicles & standing in the voter queues inside the premises of the polling station in disciplined manner.
3. The voters having valid Identity Cards as prescribed by the Election Commission of India and taking their personal vehicles with only the family members outside the periphery of 200 meters of the Polling Station for purpose at the Polling Station but not carrying any other voters/electors apart from the family members as per the instruction of Election Commission of India .
4. Government servant or Police personnel/CAPF/Armed Forces on routine Government Duty.
5. Gathering for educational purposes at various Educational Institutions during the day time.
6. Routine functioning of Government or Private Officers.
7. Normal passengers or vehicular transport provided that transport vehicles should not carry / transport the voters for voting.
8. Normal religious gatherings at the time of prayers at religious places of worship or social functions such as marriages, birthday ceremonies etc. provided that no any kind of distributions of cash or kind to anybody shall be done in such functions /ceremonies.
9. Normal business and transactions in all the Markets and Religious places except that of any gathering of political or criminal nature.
10. Motorcars of Candidates duly approved by the Returning Officers or any other Motorcars duly permitted by the Competent Election Authority.
11. Voters having person with disability (PWD) should be provided wheel chair or any devise for carrying out of voting.

This order shall be valid from 5:00 P.M of 24-04-2024 to 6:00 A.M of 27-04-2024. The Superintendent of Police, North Tripura shall ensure enforcement of the order in the District**.**

Whoever violates this prohibitory order shall be punishable under section 188 of the Indian Penal Code (IPC).

Due to emergent nature of the situation, this Order has been issued ex parte and is addressed to the public in general.

Issued under my hand and seal **on 24th April, 2024 at 10.00 AM**

Sd/- (Debapriya Bardhan, IAS)
District Election Officer
(District Magistrate & Collector)
North Tripura District, Dharmanagar

ICA-D-108/24

মোদীজির নেতৃত্বে ভারতের অর্থনীতি শক্তিশালী হয়ে এগিয়ে চলেছে : জে পি নাড্ডা

খাগারিয়া, ২৪ এপ্রিল (হি.স.): মোদীজির নেতৃত্বে ভারতের অর্থনীতি শক্তিশালী হয়ে এগিয়ে চলেছে। বুধবার বিহারের খাগারিয়ার এক নির্বাচনী জনসভায় এই দাবি করলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জগৎ প্রকাশ নাড্ডা। নাড্ডা বলেছেন, 'এই নির্বাচন মোদীজির নেতৃত্বে একটি বিকশিত ভারতের সংকল্প পূরণের যাত্রা। কারণ, মোদীজি দেশের চরিত্র, রাজনীতির ধরন, রাজনীতির সংস্কৃতি এবং রাজনীতির সংজ্ঞা বদলে দিয়েছেন।'

নাড্ডা বলেছেন, 'গত ১০ বছরে গ্রাম, দরিদ্র, শোষিত, বঞ্চিত, দলিত, নিপীড়িত, মহিলা, যুবক এবং কৃষকরা যে শক্তি পেয়েছে তা প্রধানমন্ত্রী মোদীজির নীতির কারণে।' নাড্ডা আরও বলেছেন, 'আগে ইন্দিরা আবাস যোজনার অধীনে একটি পঞ্চায়েতে মাত্র ২টি বাড়ি পাওয়া যেত। কিন্তু, মোদীজি গত ১০ বছরে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার অধীনে ৪ কোটি স্থায়ী বাড়ি তৈরি করেছেন এবং আগামী ৫ বছরে আরও ৩ কোটি বাড়ি দেওয়া হবে।' জে পি নাড্ডা আরও বলেছেন, 'বিশ্বের অর্থনীতি এখন নিম্নগামী। কিন্তু মোদীজির নেতৃত্বে ভারতের অর্থনীতি দৃঢ়ভাবে এগিয়ে চলেছে।'

দার্জিলিংয়ে দুর্গম পাহাড়ি বুথে একদিন আগেই রওনা হলেন ভোটকর্মীরা

দার্জিলিং, ২৪ এপ্রিল (হি.স.) : শুক্রবার দার্জিলিং লোকসভা কেন্দ্রের নির্বাচন। দুর্গম পাহাড়ি বুথে একদিন আগেই রওনা হলেন ভোটকর্মীরা। দার্জিলিং লোকসভা আসনের সামাদেন, দাড়াগাঁও, শ্রীখোলা এলাকার বুথগুলিতে কখনও গাড়িতে কিছুটা পায়ে হেঁটে পৌঁছোতে হয়। তাই একদিন আগেই রওনা হয়ে যান পুলিশকর্মীরা।

বুধবার রওনা হয়ে ভোটকর্মীরা নিরাপত্তারক্ষীদের সঙ্গে শ্রীখোলা এলাকায় রাত কাটাবেন। বৃহস্পতিবার সকাল হতে একে একে তাঁরা রওনা দেবেন। দার্জিলিং সদরের মহকুমা শাসক রিচার্ড লেপচা জানান, ভোটকর্মীদের জন্য নির্বাচন কমিশনের গাইডলাইন মেনে সমস্তরকম ব্যবস্থা করা হয়েছে।

তিনটি শক্তিশালী আইইডি বিস্ফোরণ মণিপুরের কাংপোকপিতে, ক্ষতিগ্রস্ত ২ নম্বর জাতীয় সড়ক ও সেতু

ইমফল, ২৪ এপ্রিল (হি.স.) : মণিপুরের কাংপোকপিতে তিনটি শক্তিশালী আইইডি বিস্ফোরণ সংঘটিত করেছে সন্দেহভাজন কুকি জঙ্গিরা।

আইইডি বিস্ফোরণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ২ নম্বর জাতীয় সড়ক ও সেতু। ফলে ডিমাপুরের সঙ্গে বন্ধ হয়ে পড়েছে সম্পূর্ণ যোগাযোগ ব্যবস্থা। ঘটনা মঙ্গলবার রাত প্রায় ১২:২৫ মিনিট নাগাদ সংগঠিত হয়েছে। দ্বিতীয় দফার সংসদীয় নির্বাচনের প্রাক্কালে সংগঠিত এ ধরনের নাশকতামূলক কার্যকলাপে উদ্বিগ্ন রাজ্য প্রশাসন।

এদিকে শক্তিশালী বিস্ফোরণের ফর জাতী সড়কে তিনটি বড় বড় গর্তের সৃষ্টি হয়েছে। এলাকায় টহলরত নিরাপত্তা কর্মীরা সড়কের ক্ষতিগ্রস্ত অংশ মেরামত না করা পর্যন্ত ভারী যানবাহন চলাচলে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, গতকাল মধ্যরাতে আচমকা বিস্ফোরণের শব্দে তাঁরা আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। তবে গভীর রাত হওয়ায় জনমানবহীন ছিল জাতীয় সড়কটি। ফলে বিস্ফোরণে কোনও হতাহতের ঘটনা ঘটেনি।

ইতিমধ্যে উপজাতীয় সংগঠন ঘটনার নিন্দা করেছে। গ্রামের নবীন-প্রবীণ এবং নাগরিক সংগঠনগুলি একটি জরুরি সভার আহ্বান করেছে। সংগঠনগুলি মণিপুরের অশান্তি নিরসনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সরাসরি হস্তক্ষেপ দাবি করে কুকি জঙ্গিদের উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করার আহ্বান জানিয়েছে।

তাঁরা জানান, আজ এ ঘটনা সংঘটিত করেছে কেআরএ নামের জঙ্গি সংগঠন। একইভাবে গত ১৬ এপ্রিল ইউকেএনএ নামের এক সংগঠন কয়েকটি তেলবাহী ট্যাংকরে হামলা করে ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল। এছাড়া ২০ এপ্রিল ৪০০ কেভি পিজিসিআইএল-এর টাওয়ার ধ্বংস করেছিল কেআরএ। নাগরিক সংগঠনগুলির বক্তব্য, 'দিস ইজ টু মাচ। পিএম শুড ইন্টারফেয়ার দ্য মেটার।'

বিজেপি আর ক্ষমতায় আসছে না, আউশগ্রামের সভা থেকে মুখ্যমন্ত্রী

আউশগ্রাম, ২৪ এপ্রিল (হি.স.) : বিজেপি আর ক্ষমতায় আসছে না। বুধবার বর্ধমানের আউশগ্রামের সভা থেকে এমনটাই বলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

এদিন তিনি বলেন, এবারে কি বিজেপি ক্ষমতায় আসবে মনে করেন? আগেরবার ৩০৩ পেয়েছিল, এবারে সেটাও পাবে না। বিজেপি আর ক্ষমতায় আসছে না।' পাশাপাশি বিজেপি কোথায় কত আসন পেতে পারে রাজ্য ধরে ধরে তার সম্ভাব্য হিসেবও দিলেন মুখ্যমন্ত্রী।

মমতা বলেন, 'উত্তরপ্রদেশে এবারে অখিলেশরা ভালো লড়াই করছে, ওখানে বিজেপি আর প্রচুর আসন পাবে না। বিহারে হাফও পাবে না। রাজস্থানে প্রথম ভোটে কুপোকাত, মধ্যপ্রদেশে হাফও পাবে না। তামিলনাড়ুতে জিরো, কেরলে বাম-কংগ্রেসই বেশিরভাগ আসন পাবে। কর্ণাটক, তেলেঙ্গানাতেও এবারে বিজেপির ফল খারাপ হবে, অর্ধেক সিটও পাবে না।'

বিভিন্ন সমীক্ষা রিপোর্ট প্রসঙ্গে মমতার বক্তব্য, 'সমীক্ষায় যেটা দেখছেন ওটা বানানো। বিজেপি কোটি কোটি টাকা খরচ করে ফেক সমীক্ষা তৈরি করিয়েছে। এবারে বিজেপি আর ক্ষমতায় আসতে পারবে না।' মমতার কথায়, বিজেপি ফের ক্ষমতায় এলে না থাকবে ধর্মের ব্যবহার, না থাকবে মানুষের অধিকার। কথা বলার অধিকারও থাকবে না। জীবন-জীবিকার অধিকারও থাকবে না।

রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের নতুন অধ্যক্ষ হলেন স্বামী গৌতমানন্দ মহারাজ, ঘোষণা প্রতিষ্ঠানের

হাওড়া, ২৪ এপ্রিল (হি.স.): রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের নতুন অধ্যক্ষ হলেন স্বামী গৌতমানন্দ মহারাজ। তিনি সহ-অধ্যক্ষ ছিলেন মঠ এবং মিশনের। বুধবার সাংবাদিক বৈঠকে তাঁর নাম অধ্যক্ষ হিসাবে ঘোষণা করেন মঠ এবং মিশনের সাধারণ সম্পাদক স্বামী সুবীরানন্দ। স্বামী স্মরণানন্দ মহারাজের মৃত্যুর পর অন্তর্বর্তীকালীন অধ্যক্ষ হিসাবে দায়িত্বভার নিয়েছিলেন স্বামী গৌতমানন্দ।

রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের তরফে জানানো হয়েছে, গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পরিচালিত শতাব্দীপ্রাচীন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে অধ্যক্ষের পদ কখনও শূন্য থাকে না। গত ৭ এপ্রিল প্রয়াত ষোড়শ অধ্যক্ষের ভান্ডারা অনুষ্ঠানের মাসখানেকের মধ্যে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পরবর্তী অধ্যক্ষ নির্বাচিত করা হল। তার আগে পর্যন্ত অন্তর্বর্তীকালীন অধ্যক্ষ হিসাবে কাজ সামলেছেন গৌতমানন্দজি। মঠের তরফে জানানো হয়েছে, অছি পরিষদের সবচেয়ে প্রবীণ সহ-অধ্যক্ষ স্বামী গৌতমানন্দজি। তাঁকেই এ বার অধ্যক্ষ হিসাবে নির্বাচিত করা হয়েছে।

স্বামী গৌতমানন্দ মিশনে যোগ দেন ১৯৫১ সালে। তিনি আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণ নেন স্বামী রঙ্গনাথানন্দের কাছে। ১৯৬৬ সালে মঠের দশম অধ্যক্ষ স্বামী বীরেশ্বরানন্দের কাছে সন্ন্যাস দীক্ষা নেন। তার পর দীর্ঘ দিন অরুণাচল প্রদেশ এবং মধ্যপ্রদেশে গ্রামীণ আদিবাসী জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা প্রসারের কাজ করেছেন। সেন্ট্রাল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন এবং নয়া দিল্লিতে ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর এডুকেশনাল রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেনিং-এর মতো দু'টি গুরুত্বপূর্ণ বোর্ডে সাধারণ এবং এগজিকিউটিভ সদস্য হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

যতই গরম পড়ুক, কিছু খাবার ফ্রিজে রাখবেন না ! উল্টে নষ্ট হয়ে যেতে পারে

অত্যধিক গরমে শুকনো খাবার, শাকসব্জিও দ্রুত নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। অগত্যা সেগুলির মেয়াদ বৃদ্ধি করতে বাড়ির ফ্রিজে রাখা ছাড়া উপায় নেই। ফ্রিজে থাকলে বেশি দিন টাটকা থাকার সম্ভাবনা বেশি। তবে গরম পড়লেও কিছু খাবার ফ্রিজে না রাখাই শ্রেয়। তাতে আবার হিতে বিপরীত হতে পারে। উষ্ণতার পারদ যতই চড়ুক, কিছু খাবার ভুল করেও ফ্রিজে ঢোকাবেন না।

পাউরুটি- বেশি দিন পাউরুটি ভাল রাখতে অনেকেই ফ্রিজে রেখে দেন। এতে পাউরুটি আরও বেশি করে শুকিয়ে যায়। এর গুণমানও চলে যায়। তাই পাউরুটি ফ্রিজে না রাখাই ভাল। মধু- দীর্ঘ দিন মধু সংরক্ষণ করতে অনেকেই তা ফ্রিজে রেখে দেন। মধুর স্বাদ ও গুণাগুণ এর ফলে নষ্ট হতে থাকে। তাই ফ্রিজে না রেখে বরং একটি অন্ধকার কোনও জায়গায় রাখতে পারেন। মধু অনেক দিন পর্যন্ত ভাল থাকবে।

তরমুজ- বাইরের গরম থেকে ফিরে ফ্রিজে রাখা ঠান্ডা তরমুজ খেলে যেন প্রাণটা জুড়িয়ে যায়। তবে তরমুজ কেটে ফ্রিজে রাখা একেবারেই উচিত নয়। তরমুজের উপকারী গুণ এতে নষ্ট হয়ে যায়। ফল সব সময় টাটকা খাওয়া ভাল।

আলু- ফ্রিজে না রেখে আলু সব সময় ঝুড়িতে করে খোলা জায়গায় রাখলেই ভাল। ফ্রিজের তাপমাত্রা আলুতে থাকা কার্বোহাইড্রেটকে নষ্ট করে দেয়। রান্না করার পর আলুর স্বাদ বদলে যেতে থাকে।

ঘরে তৈরি বডি ওয়াশ মেখে গরমে স্বস্তি থাকা যায়

তীব্র দহনজ্বালা জুড়োতে অনেকেই বারেবারে স্নান করছেন। গরমের দিনে বাড়ি থেকে বেরোনোর আগে আর বাইরে থেকে ফিরে স্নান না করে উপায় নেই। তবে ছুটির দিনেও বাড়িতে থাকলে গায়ে বেশ কয়েক বার জল না ঢাললে স্বস্তি পাওয়া যাচ্ছে না। স্নান করলে স্বস্তি মিলছে। তরতাজা থাকতে গরমের দিনে সাবানের বদলে বডি ওয়াশ ব্যবহার করতে পারলে ভাল।

তার জন্য বেশি দাম দিয়ে বিদেশি সংস্থার বডি ওয়াশ না কিনলেও চলবে। ঘরোয়া উপকরণ দিয়ে নিজেই বানিয়ে নিতে পারেন বডি ওয়াশ। রইল তেমন কয়েকটি বডি ওয়াশের খোঁজ।

স্পর্শকাতর ত্বকের জন্য- কাঠবাদাম তেল, মধু, এসেনশিয়াল অয়েল এই তিনটি উপকরণ দিয়ে তৈরি করে নিতে পারেন বডি ওয়াশ। প্রতিটি উপকরণ একটি পাত্রে মিশিয়ে সারা গায়ে ভাল করে মেখে নিন। একটু মালিশ করে স্নান করে নিন।

তৈলাক্ত ত্বকের জন্য- গ্লিসারিন, পেপারমিন্ট এসেনশিয়াল অয়েল এবং অ্যালো ভেরা দিয়েও তৈরি করে নিতে পারেন বডি ওয়াশ। এই ৩টি উপকরণ একসঙ্গে মিশিয়ে সারা শরীরে মেখে নিন। তার পর হালকা হাতে মালিশ করে ধুয়ে ফেলুন। উপকার পাবেন।

শুষ্ক ত্বকের জন্য- কাঠবাদাম তেল, লেবুর রস, গোলাপজল এবং কয়েক ফোঁটা ল্যাভেন্ডার এসেনশিয়াল অয়েল দিয়েই তৈরি করে নিন বডি ওয়াশ। স্নানের আগে সারা গায়ে ভাল করে মেখে কিছু ক্ষণ অপেক্ষা করুন। তার পর গায়ে জল ঢেলে নিন। রোজ ব্যবহার করলে ত্বক মসৃণ হবে।

সানস্ক্রিন মাখার সাত-সতেরো

গরমে যেন প্রাণ যায়-যায় অবস্থা। দারুণ অগ্নিবাণের মধ্যে বাইরে বেরোতে ইচ্ছে না করলেও উপায় নেই! কাজে তো বেরোতেই হবে। এই সময়ে শরীর চাঙ্গা রাখতে বাড়ি থেকে বেরোনোর সময় ব্যাগে জলের বোতল, ছাতা, রুমাল, সানগ্লাসটি রাখতেই হবে। চিকিৎসকদের পরামর্শ শুনে সে নিয়ম অক্ষরে অক্ষরে পালনও করছেন কেউ কেউ।

কিন্তু শরীরের পাশাপাশি ত্বকের খেয়ালও তো রাখতে হবে। ব্যাগে সানস্ক্রিন রাখতে ভুলবেন না যেন!

বাড়ি থেকে বেরোনোর সময়ে মেকআপ করুন আর না-ই করুন, সানস্ক্রিন মাখতে হবে। চিকিৎসক শুভম সাহা বলেন, "সানস্ক্রিন ব্যবহার নিয়ে অনেকের মধ্যেই অবহেলা চোখে পড়ে, অথচ ত্বক ভাল রাখতে সানস্ক্রিন ব্যবহার করা ভীষণ জরুরি। কেবল মেয়েরাই নয়, ছেলেদেরও মেনে চলতে হবে এই নিয়ম। সানস্ক্রিন কেবল ট্যান পড়ার হাত থেকে রেহাই দেয় এমনটা নয়, সূর্যের অতিবেগনি রশ্মি ইউভিএ এবং ইউভিবি-র ক্ষতিকর প্রভাব থেকে ত্বককে রক্ষা করাই কিন্তু সানস্ক্রিনের মূল কাজ। সানস্ক্রিন ব্যবহার করলে ত্বকের ক্যানসারের ঝুঁকি কমে, এ ছাড়া ত্বকে অকালে বয়সের ছাপও পড়ে না।"

সানস্ক্রিন ব্যবহার করা নিয়ে নানা মুনির নানা মত। কেউ মনে করেন, কেবল গরমকালে রোদে বেরোনোর আগে সানস্ক্রিন মাখলেই হবে। কারও আবার মত, সারা দিনে এক বার এই প্রসাধনীটি ব্যবহার করলেই কাজ দেবে। নিয়মিত সানস্ক্রিন মাখার ক্ষেত্রে কোন বিষয়গুলি খেয়াল রাখবেন, পরামর্শ দিলেন চিকিৎসক অভীক শীল। ১) অনেকে সানস্ক্রিন ব্যবহার করেন কেবল গরমে রোদে বেরোনোর আগে। সানস্ক্রিন কেবল গরমের প্রসাধনী নয়। বাইরে তাই রোদ থাকুক কিংবা বৃষ্টি, অথবা কনকনে ঠান্ডা সানস্ক্রিন সব সময়েই মাখতে হবে।

২) কেবল মুখে সানস্ক্রিন লাগালে চলবে না। গলা, কান, হাত ও পা, অর্থাৎ, শরীরের খোলা অংশে কিন্তু সানস্ক্রিন লাগানো জরুরি। তাই এই সব জায়গায় সানস্ক্রিন লাগাতে ভুলবেন না। রান্না করার সময়ে আগুনের তাপেও ত্বকের ক্ষতি হয়। ত্বক ভাল রাখতে বাড়িতেও সানস্ক্রিন লাগাতে পারেন।

৩) কেবল বাড়ি থেকে বেরোনোর সময়ে সানস্ক্রিন লাগিয়ে নিলেই চলবে না! রোদে বেরোলেই ঘামের জন্য সানস্ক্রিন কিছু ক্ষণের মধ্যেই উঠে যায়। সারা দিনে দু'ঘণ্টা অন্তর সানস্ক্রিন ব্যবহার করতে হবে। বাইরে বেরোলেই ব্যাগে সানস্ক্রিন রাখুন। এক বার সানস্ক্রিন লাগিয়ে বাড়ি থেকে বেরোনোর দু'ঘণ্টা পর ওয়েট টিস্যু দিয়ে মুখ পরিষ্কার করে নিয়ে আবার সানস্ক্রিন মাখতে হবে।

৪) সানস্ক্রিন মাখার সময়ে একটু বেশি পরিমাণেই ব্যবহার করুন। হাতে একটু সময় রেখে পুরোটা ত্বকের সঙ্গে মিশে যেতে দিন। প্রয়োজনে বাড়ি থেকে বেরোনোর আধ ঘণ্টা আগেই সানস্ক্রিন মেখে নিন। তা হলে তা ত্বকে ভাল ভাবে মিশে যাবে।

সানস্ক্রিনের ক্ষেত্রে এসপিএফের গুরুত্ব কী?

সানস্ক্রিনের বাক্সের গায়ে লেখা থাকে এসপিএফ শব্দটি। কোনও বাক্সের গায়ে লেখা থাকে এসপিএফ ৩০, তো কোনও বাক্সের গায়ে এসপিএফ ৫০। এই এসপিএফ-এর অর্থ কী? এসপিএফ মানে "সান প্রোটেকশন ফ্যাক্টর"। নির্দিষ্ট সানস্ক্রিনটি কত ক্ষণ আপনার ত্বককে সূর্যের অতিবেগনি রশ্মির হাত থেকে রক্ষা করবে, তা-ই বোঝানো হয় এসপিএফ-এর মাধ্যমে। চর্মরোগের চিকিৎসক অভীক শীল বলেন, "এসপিএফ ৩০ ব্যবহার করবেন না কি ৫০, তা নিয়ে খুব বেশি ভাবার কারণ নেই। এসপিএফ ৫০, এসপিএফ ৩০-এর থেকে মাত্র ৪ শতাংশ বেশি সুরক্ষা দেয়। আমাদের দেশের যা আবহাওয়া, তাতে এসপিএফ ৩০ যুক্ত সানস্ক্রিন ব্যবহার করলেই যথেষ্ট। ত্বকে কোনও রকম সমস্যা না থাকলে জেল বেস সানস্ক্রিন ব্যবহার করলে সবচেয়ে ভাল। তবে ত্বকে কোনও রকম সমস্যা থাকলে চিকিৎসকের কাছ থেকে পরামর্শ নিয়েই সানস্ক্রিন ব্যবহার করতে হবে।" বাজারে নানা ধরনের সানস্ক্রিন পাওয়া যায়। এক একটির কার্যকারিতা এক এক রকম। ত্বকের ধরন অনুযায়ী সানস্ক্রিনের প্রকারভেদও অনেক। কেউ ক্রিম বেস সানস্ক্রিন ব্যবহার করতে পছন্দ করেন, কারও আবার জেল বেস সানস্ক্রিন ভাল লাগে। হাতিবাগানের এক প্রসাধন সামগ্রীর দোকানদার সুভাষ আইচ বলেন, "গত কয়েক বছরে সানস্ক্রিনের বিক্রি ভালই বেড়েছে। আগে কেবল তরুণীরা সানস্ক্রিন চাইতেন, এখন মাঝবয়সি মহিলা থেকে পুরুষ সকলেই সানস্ক্রিনের খোঁজ করেন। অনলাইনে অনেক সংস্থার সানস্ক্রিন পাওয়া যায়, আমাদের কাছে এসে অনেকেই সেই সব সংস্থার নাম করেন। অনেক নাম আমরা শুনিইনি। আমাদের দোকানে লোটাস, ল্যাকমে, সুগারের সানস্ক্রিনের বিক্রি বেশি।"

আম কাটার আগে জলে ভিজিয়ে রাখতে বলা হয় কেন?

ভ্যাপসা গরমকেও আমজনতা আপন করে নেয় কেবল মাত্র আমের লোভে। হিমসাগর, ল্যাংড়া, গোলাপখাস, ফজলি, আম্রপালি বাহারি নামের মতো প্রত্যেক আমের স্বাদও একেবারে আলাদা। এই মরসুমে বাজার গেলেই কাঁচা হোক বা পাকা, আম থাকবেই থাকবে। অনেকের বাড়িতেই বেশ কিছু ক্ষণ জলে ভেজানোর পর আম কাটার চল রয়েছে।

অনেকেই আবার সেই নিয়মের তোয়াক্কা করেন না। আম জলে ভিজিয়ে রাখলে আমের খোসাটি নরম হয়ে যায়, ফলে খোসা ছাড়াতে সুবিধা হয়। তা ছাড়া, আম খাওয়ার আগে জলে ভিজিয়ে রাখলে শরীরের কী কী উপকার হয়, রইল হদিস।

১) আমের খোসায় থাকা ফাইটিক অ্যাসিড শরীরের জন্য খুব একটা উপকারী নয়। এই অ্যাসিড শরীরে আয়রন, জিঙ্ক, ক্যালশিয়ামের মতো কিছু প্রয়োজনীয় উপাদান শোষণে বাধা দেয়। আম খাওয়ার আগে ঘণ্টাখানেক জলে ভিজিয়ে রাখলে এই অ্যাসিড জলে ধুয়ে যায়।

২) আমের খোসায় এমন অনেক উপাদান থাকে যেগুলি শরীর এবং ত্বকের জন্য ক্ষতিকর। ব্রণ কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা এড়াতে আম খাওয়ার আগে ভাল করে ধুয়ে নিন। আম খেলে শরীরের তাপমাত্রা সাময়িক ভাবে বৃদ্ধি পায়। পেটগরম হয়। পেটের সমস্যা শুরু হয়। আম খেয়ে শরীর ঠান্ডা রাখতে তাই আম খাওয়ার আগে কিছু ক্ষণ জলে ভিজিয়ে রাখুন ৩) দ্রুত আম পাকাতে অনেক সময় বিভিন্ন রাসায়নিক উপাদান স্প্রে করা হয়। এগুলি শরীরে গেলে শ্বাসযন্ত্রের সমস্যা, বমি বমি ভাব, মাথাব্যথা হতে পারে। চোখজ্বালার মতো সমস্যা দেখা দিতে পারে। এই সমস্যাগুলি এড়াতে আম খাওয়ার আগে অবশ্যই কিছু ক্ষণ জলে ভিজিয়ে রাখুন। এতে আমে থাকা রাসায়নিক পদার্থগুলি ধুয়ে যাবে।

প্রবল তাপে শুকিয়ে যেতে পারে গাছের পাতা

তীব্র গরমে শরীরের খেয়াল রাখার পাশাপাশি গাছেরও যত্ন নেওয়া জরুরি। বাড়ির ব্যালকনির গাছগুলি সারা বছর যত্নআত্তিতে থাকেই। কিন্তু গরমে খানিক বাড়তি নজর দেওয়া প্রয়োজন। অত্যধিক তাপে গাছের পাতা শুকিয়ে যায়। নিজের হাতে পোঁতা গাছগুলির এমন পরিণতি হোক, তা না চাইলে কী ভাবে নেবেন গাছেদের যত্ন?

১) গরমে গাছে রোজ জল দেওয়া প্রয়োজন। তবে চড়া রোদ উঠে যাওয়ার পরে কোনও ভাবেই আর গাছে জল দেবেন না। তখন মাটি বেশ উত্তপ্ত থাকে। জল দিয়েও লাভ হয় না। তাই যত সম্ভব সকাল সকাল গাছে জল দিন। অনেকে আবার রাতে গাছে জল দিয়ে রাখেন। চাইলে সেটাও করতে পারেন।

২) বিকালের দিকে গাছে জল দেওয়ার আগে মাটিতে হাত দিয়ে পরখ করে নিন গরম কি না। যদি গরম হয়, তা হলে তখনই জল দেবেন না। মাটি ঠান্ডা হলে তবেই গাছে জল দিন। না হলে শিকড়ের ক্ষতি হবে। গাছ মারাও যেতে পারে।

৩) গরমে বেশি করে জল দিলে গাছ ভাল থাকে। এই ধারণা ভ্রান্ত। বেশি জল দিলে গাছের গোড়া পচে যেতে পারে। সেক্ষেত্রে গরমে মাঝেমাঝে গাছে জল স্প্রে করতে পারেন।

৪) গাছ রোদ আর হাওয়ায় বাঁচে। তবে এই মরসুমে গাছের ছায়া প্রয়োজন। সব সময় রোদে রাখার দরকার নেই। বরং বেশির ভাগ সময়েই চেষ্টা করুন যাতে ছায়া রাখা যায়।

৫) গরমে গাছের পাতায় পোকামাকড়ের দাপট বাড়ে। তাই সার তৈরির সময় খেয়াল রাখতে হবে যাতে, পোকা না ধরে। গাছের গোড়ায় গোলমরিচ গুঁড়ো ছিটিয়ে দিতে পারেন। তা হলে পোকা লাগার ঝুঁকি কমবে।

তাপপ্রবাহে বাড়ির পোষ্যকে সুস্থ রাখবেন কী ভাবে?

রোদের প্রখরতা ক্রমশ বেড়েই চলেছে। তীব্র দহনে নাজেহাল সকলেই। হাওয়া অফিস সূত্রে খবর, দহনজ্বালা আরও বাড়বে। গরম কমার এখনই কোনও লক্ষণ নেই। বিভিন্ন জেলায় রয়েছে তাপপ্রবাহের সতর্কতাও। এমন পরিস্থিতিতে সুস্থ থাকা সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। শুধু নিজে সুস্থ থাকলে হবে না, বাড়ির চারপেয়ে পোষ্যটিকেও যত্নে রাখতে হবে।

গরমে কষ্ট বাড়ে সারমেয়দের। মুখ ফুটে তারা অস্বস্তির কথা বলতে পারে না। তাই আরও বেশি করে পোষ্যদের দেখাশোনা করতে হবে। গরমে সারা ক্ষণ শুধু শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে থাকতে চায় তারা। এর ফলে সাময়িক আরাম মিললেও তা শরীরের কষ্ট দূর করতে পারে না। দিনের বেশির ভাগ সময়ে এসিতে থাকার ফলে শরীর জলশূন্য হয়ে যায়। মানুষের মতো পোষ্যদেরও শরীরে জলের ঘাটতি হয়। এই সময়ে তাদের সুস্থ রাখতে কী কী মেনে চলা উচিত? বৈশাখের গরমে কী ভাবে স্বস্তিতে রাখবেন পোষ্যকে?

১) পোষ্যকে ভাল করে স্নান করাতে হবে নিয়মিত। প্রয়োজনে দিনে একাধিক বার স্নান করানো যেতে পারে। কুকুরকে স্নান করানোর সময়ে স্নানের জলে মিশিয়ে দিতে পারেন অল্প বরফের টুকরোও।

২) শরীরের লোম বড় থাকলে গরম বেশি লাগবে, এই ধারণা ঠিক নয়। বরং এই লোমই দেহের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করে। তবে তা যেন খুব বেশি বেড়ে না যায়, তা-ও খেয়াল রাখতে হবে। পাশাপাশি, পোষ্যের থাকার জায়গাটিতে যেন হাওয়া চলাচলের যথেষ্ট সুযোগ থাকে। গরমের দিনে ভেজা তোয়ালের উপরেও শুতে দিতে পারেন কুকুরকে।

৩) গরমে পোষ্যের খাওয়াদাওয়ার উপর বাড়তি নজর দিতে হবে। যে সব ফলে জল বেশি, তা বেশি করে খেতে দিন। তরমুজ, আপেলের মতো ফল খাওয়ান। ৪) দিনের বেলা বাইরে প্রচণ্ড রোদ। তাই বাড়ির বাইরে কম ঘোরাতে নিয়ে যান। চেষ্টা করুন বাড়িতেই অল্প খেলাধুলো করাতে। তবে রোদ পড়লে সন্ধ্যার দিকে হাঁটাতে নিয়ে যেতে পারেন।

৫) চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে পোষ্যকে এ সময়ে একটি করে মাল্টিভিটামিন নিয়মিত খাওয়াতে পারেন। তাতে নানা ধরনের সংক্রমণের প্রবণতা কমবে।

পাঁচ কাজ নিয়মিত করলে মদ না খেয়েও লিভারের রোগে আক্রান্ত হতে পারেন

জীবনযাপনে নানা অনিয়মের কারণে লিভারের অসুখ এখন ঘরে ঘরে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই নিজেদের কিছু বদভ্যাস ও ভুলের কারণেই শরীরে বাসা বাঁধে লিভারের অসুখ। শিশুদের ক্ষেত্রেও তাদের বাবা-মায়েরা যদি প্রথম থেকেই সচেতন হন, তা হলে জীবনশৈলীর উপর ছোটবেলা থেকেই একটা নিয়ন্ত্রণ তৈরি হবে। বড়দেরও উচিত লিভার ভাল রাখার উপায়গুলি আয়ত্তে আনা।

অনেকের মতে, কম তেলমশলার খাবার খাওয়া, বাড়ির খাবারে অভ্যস্ত হওয়া, মদ না খাওয়া এই অভ্যাসগুলিই লিভারকে ভাল রাখার অন্যতম উপায়। কথাটা খুব একটা ভুল নয়। তবে এগুলিই শেষ কথা নয়। লিভার ভাল রাখতে মেনে চলতে হয় আরও কিছু নিয়মকানুন। কিন্তু কী কী?

চিনির সঙ্গে আড়ি করুন: সহজে রোগা হতে চেয়ে অনেকেই নিজের খুশি মতো ডায়েট প্ল্যান বানিয়ে নেন। চিনি এড়াতে কৃত্রিম চিনির উপরেই ভরসা করেন। এই মনোভাব আগে বর্জন করুন। এতেই আসলে চরম ক্ষতি করছেন শরীরের। অতিরিক্ত চিনি খাওয়ার অভ্যাস আমাদের লিভারের ব্যাপক ক্ষতি করে। ফ্রুকটোজ বা কৃত্রিম চিনি লিভারের অসুখ ডেকে আনে। খাদ্যতালিকায় প্রাকৃতিক শর্করা জাতীয় খাদ্য রাখুন।

ট্রান্স ফ্যাটযুক্ত খাবার এড়িয়ে চলতে হবে: শরীরে কার্বোহাইড্রেট-প্রোটিন-ফ্যাটের সঠিক ভারসাম্য রাখা ভীষণ জরুরি। ইদানীং বাড়ির খাবারের তুলনায় রেস্তরাঁর খাবার, বাইরের ভাজাভুজি, প্যাকেটজাত ও প্রক্রিয়াজাত খাবারের দিকে ঝোঁক বেড়েছে। আর এর জেরেই ট্রান্স ফ্যাটের মাত্রা বাড়ছে শরীরে। লিভারের শত্রু হল ট্রান্স ফ্যাট। লিভারের চার পাশে জমতে থাকে এই ফ্যাট। ফলে এই অঙ্গের কার্যকারিতা হ্রাস পায়। তাই খাদ্যতালিকায় পরিমিত মাত্রায় ট্রান্স ফ্যাট রাখুন।

কথায় কথায় বেদনানাশক ওষুধ খাওয়া বন্ধ করুন: বেশ কিছু পেনকিলার লিভারের উপর কুপ্রভাব ফেলে। টাইলেনল বা কোলেস্টেরলের ওষুধও লিভারের প্রভূত ক্ষতি করে। তাই নিজের চিকিৎসা নিজে না করাই ভাল। চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া ব্যথার ওষুধ খাওয়া চলবে না। অনেকেই ঘুম না হলে চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়াই ঘুমের ওষুধ খেতে শুরু করেন। এই অভ্যাসের কারণে লিভারের জটিল রোগে ভুগতে হতে পারে। শরীরে জলের ঘাটতি হতে দেবেন না: শরীর থেকে যতটা টক্সিন বার করে দিতে পারবেন, লিভার ততটাই সুস্থ থাকবে। তাই বেশি করে জল খেতে হবে। তবেই প্রস্রাবের সঙ্গে শরীরের টক্সিন পদার্থগুলি বেরিয়ে যাবে। দিনে কয়েক বার গরম জলে পাতিলেবুর রস দিয়ে সেই জল খান। ডায়েটে রাখুন টক দইয়ের মতো প্রোবায়োটিক। টুকটাক অনিয়ম সামাল দিতে এরাই আপনার সহায়। তেল-মশলাদার খাওয়াদাওয়া হলেই ডায়েটে এদের পরিমাণ বাড়িয়ে দিন। মানসিক চাপ থেকে দূরে থাকুন: মানসিক অবসাদ, উদ্বেগ শরীরে কর্টিসল হরমোনের ক্ষরণ বাড়িয়ে দেয়। এই হরমোন লিভারের ক্ষতি করে। মানসিক চাপ, বা মনখারাপ ভুলতে অনেকেই খাবার বা মদের মধ্যে নিজেদের মুক্তি খুঁজে পান। এই অভ্যাস থেকে দ্রুত বেরিয়ে আসতে হবে। প্রয়োজনে ধ্যান করুন, মনোবিদের সঙ্গে পরামর্শও করতে পারেন।

রোহিঙ্গা ইস্যুতে বাংলাদেশের পাশে রয়েছে ভারত

ঢাকা থেকে মনির হোসেন।। বাংলাদেশের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী মো. মহিববুর রহমান বলেছেন, রোহিঙ্গা ইস্যুতে সব সময় বাংলাদেশের পাশে রয়েছে ভারত।

বুধবার (২৪ এপ্রিল) সচিবালয়ে বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের রাষ্ট্রদূত প্রণয় কুমার ভার্মার সাথে বৈঠকের পর তিনি এ কথা বলেন। এ সময় প্রতিমিন্ত্রী বলেন, ভারত রোহিঙ্গা ইস্যুতে বাংলাদেশের পাশে রয়েছে। তারা সব সময় রোহিঙ্গা ইস্যুতে সাপোর্ট করছে। ভবিষ্যতেও সাপোর্ট অব্যাহত রাখবে। তিনি বলেন, রোহিঙ্গা প্রত্যাবসনের কাজ তো কূটনৈতিকভাবে চলছে। তারা বাংলাদেশের অবস্থানের ব্যাপারে জানে। এ ব্যাপারে তারা সবসময় বাংলাদেশের সঙ্গে আছে। বাংলাদেশ ও ভারতের একই রকমের প্রকৃতি, ভৌগোলিক অবস্থাও একই। ভবিষ্যতে সমস্যা মোকাবিলায় ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করবো। পরস্পরের সঙ্গে অভিজ্ঞতা বিনিময় করবো। সে বিষয়ে আমরা একমত। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য দেশকে নিরাপদ ও দুর্যোগ মুক্ত রাখতে একসঙ্গে কাজ করবো।

জম্মু ও কাশ্মীরের বান্দিপোরার বনাঞ্চলে এনকাউন্টার অব্যাহত, দুই সেনা জওয়ান আহত

শ্রীনগর, ২৪ এপ্রিল (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীরের বান্দিপোরা জেলার বনাঞ্চলে সুরক্ষা বাহিনী ও জঙ্গিদের মধ্যে গুলির লড়াই অব্যাহত। গুলির লড়াইয়ে আহত হয়েছেন দুই সেনা জওয়ান। তাঁদের উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। উত্তর কাশ্মীরের বান্দিপোরার জেলার রেঞ্জি বনাঞ্চলে এই গুলির লড়াই শুরু হয়। বনাঞ্চলে সন্ত্রাসবাদীরা এখনও লুকিয়ে রয়েছে।

আকাশপথে সন্ত্রাসবাদীদের খোঁজ চলছে, পাশাপাশি আরও জওয়ান এই অভিযানে সামিল হয়েছেন। মাঝেমধ্যেই গুলির লড়াই শোনা যাচ্ছে। সন্ত্রাসবাদীরা যাতে পালিয়ে যেতে না পারে, তাই চারিদিক থেকে ঘিরে রাখা হয়েছে ওই এলাকা।

উন্নয়নই বিজু জনতা দলের পরিচয় : নবীন পট্টনায়েক

হিঞ্জিলি, ২৪ এপ্রিল (হি.স.): উন্নয়নই বিজু জনতা দলের পরিচয়। নির্বাচনী প্রচারে বললেন বিজেডি প্রধান তথা ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়েক। বুধবার ওড়িশার হিঞ্জিলিতে এক নির্বাচনী জনসভায় যোগ দেন নবীন পট্টনায়েক। এই নির্বাচনী জনসভায় তিনি বলেছেন, 'উন্নয়নই আমাদের পরিচয়। তবে, বিরোধী দলগুলি প্রতিটি ইস্যুতে রাজনীতি করছে এবং উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের বিরোধিতা করছে।'

নবীন পট্টনায়েক আরও বলেছেন, 'তাঁরা শ্রী মন্দির প্রক্রমা-প্রকল্প সহ বিভিন্ন প্রকল্পের বিরোধিতা করেছিল। রাজ্যের মানুষ এটা জানে। আগামী দশক ওড়িশার হবে। এই দশকটি রাজ্যের যুবকদের জন্য একটি স্বর্ণযুগ হবে, কারণ সরকার কর্মসংস্থান এবং দক্ষতা উন্নয়নের উপর জোর দিচ্ছে আমরা রাজ্যে একটি যুব বাজেট আনব যা একটি পৃথক কৃষি বাজেট পেশ করবে।'

সকাল সকাল ভোট দিলে ফ্রিতে মিলবে জিলিপি, দোকানির নির্বাচনী অফার ইন্দোরে

ইন্দোর, ২৪ এপ্রিল (হি. স.): সকাল সকাল ভোট দিলে ফ্রিতে মিলবে জিলিপি, নির্বাচনী অফার ইন্দোরে। মধ্যপ্রদেশের ইন্দোরের একটি খাবারের দোকানের মালিক আমজনতাকে নির্বাচনে আকৃষ্ট করতে অফার ঘোষণা করেছে।

জানা গেছে, দোকানের তরফে বলা হয়েছে, নাগরিকরা যদি ভোটের প্রথম ঘণ্টায় ভোট দিয়ে তাঁদের দোকানে আসেন তাহলে সেই ভোটারদের বিনামূল্যে জিলিপি,

ছত্তিশগড় থেকে দুর্নীতিগ্রস্ত কংগ্রেস সরকারকে উৎখাত করার জন্য জনগণের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ মোদীর

রায়পুর, ২৪ এপ্রিল (হি.স.) : মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী বুধবার ছত্তিশগড়ের সুরগুজায় আয়োজিত বিশাল বিজয় সংকল্প শঙ্খনাদ মহার‍্যালিতে বক্তব্য রেখেছেন এবং রাজ্যের জনগণকে ছত্তিশগড়ের প্রতিটি আসনে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতার সাথে পদ্ম ফোটানোর আহ্বান জানিয়েছেন। এই অনুষ্ঠানে ছত্তিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী বিষ্ণু দেও সাই, ছত্তিশগড়ের মন্ত্রী শ্রী রামবিচার নেতাম, শ্রী শ্যামবিহারী জয়সওয়াল, শ্রীমতি লক্ষ্মী রাজওয়াড়ি এবং সুরগুজা লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী শ্রী চিন্তামণি মহারাজ এবং অন্যান্য নেতারা মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন।

ছত্তিশগড় থেকে দুর্নীতিগ্রস্ত কংগ্রেস সরকারকে উৎখাত করার জন্য জনগণের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন বিজেপি তাকে প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী করার পরে অম্বিকাপুরেও লাল কেল্লা নির্মিত হয়েছিল। কংগ্রেস প্রতিদিন মোদীকে আক্রমণ করার অজুহাত খুঁজছে। সেই সময়েও কংগ্রেস বলেছিল, কীভাবে এই লাল কেল্লা তৈরি করা যায়, এখনও প্রধানমন্ত্রীর নির্বাচন বাকি রয়েছে এবং বিজেপি কীভাবে লাল কেল্লার দৃশ্য তৈরি করে সভা করতে পারে। জনতার আশীর্বাদে মোদী লাল কেল্লায় পৌঁছে জাতির উদ্দেশে বার্তা দিয়েছেন। এখন অম্বিকাপুর সেভাবেই আশীর্বাদ দিচ্ছে। কয়েক মাস আগে ছত্তিশগড়ের মানুষ রাজ্য থেকে কংগ্রেসের দুর্নীতির থাবা সাফ করে দিয়েছেন। জনসাধারণের আশীর্বাদে, আদিবাসী সম্প্রদায় থেকে আসা শ্রী বিষ্ণুদেও সাই এখন রাজ্যের নেতৃত্ব দিচ্ছেন। শ্রী বিষ্ণুদেও সাই রাজ্যের উন্নয়নের জন্য অবিরাম প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন এবং রকেট গতিতে সরকার চালাচ্ছেন। ধান চাষিদের দেওয়া গ্যারান্টি পূরণ হয়েছে, তেঁতুল সংগ্রহকারীরাও বেশি টাকা পাচ্ছেন এবং তেঁতুল সংগ্রহও দ্রুত গতিতে হচ্ছে। রাজ্যের মা-বোনেরা মাহতারি বন্দন যোজনার আওতায় সুবিধা পাচ্ছেন। ছত্তিশগড়ে কংগ্রেসের প্রতারকদের বিরুদ্ধে যেভাবে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে তা দেখছে গোটা দেশ। এখন আমি বিকশিত ভারত ও বিকশিত ছত্তিশগড়ের জন্য ছত্তিশগড়ের মানুষের কাছে আশীর্বাদ নিতে এসেছি।

কংগ্রেসকে বিকশিত ভারতের বিরোধী হিসেবে আখ্যায়িত করে শ্রী মোদী বলেছেন, কংগ্রেস এবং অন্যান্য দলগুলি 'বিকশিত ভারতের' নামে ঘাবড়ে যায়। কংগ্রেস এবং অন্যান্য সহযোগী দলগুলি বুঝতে শুরু করেছে যে ভারত শক্তিশালী হলে কিছু শক্তির খেলা নষ্ট হয়ে যাবে। ভারত স্বনির্ভর হওয়ার সাথে সাথে কিছু শক্তির দোকান বন্ধ হয়ে যাবে, তাই তারা ভারতে কংগ্রেস এবং ইন্ডি জোটের একটি দুর্বল সরকার গঠন করতে চায়। কংগ্রেস মানুষকে একে অপরের বিরুদ্ধে লড়াই করিয়ে কেলেঙ্কারি ও দুর্নীতি করেছে। ক্ষমতার লোভে দেশকে ধ্বংস করার ইতিহাস রয়েছে কংগ্রেসের। কংগ্রেসের শাসনকালে দেশে ক্রমাগতভাবে সন্ত্রাস, নকশালবাদ ও অপশাসনের বিকাশ ঘটছিল, যার ফলে দেশ ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। এখন বিজেপি সরকার সন্ত্রাস ও নকশালবাদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নিচ্ছে, কিন্তু কংগ্রেস যারা হিংসা ছড়ায় তাদের সমর্থন করছে। যারা নিরাপত্তা বাহিনীকে আক্রমণ করে তাদের শহিদ উপাধি দিয়ে কংগ্রেস দেশের বীর সেনাদের অপমান করে। সন্ত্রাসীরা মারা গেলে কংগ্রেস নেতারা চোখের জল ফেলে এবং এই ধরনের কর্মকাণ্ডের কারণে কংগ্রেস দেশের মানুষের আস্থা হারিয়েছে। কংগ্রেসের মুসলিম লীগের চিন্তাধারাকে দেশের সামনে তুলে ধরতে চায় বিজেপি সরকার। কংগ্রেসের ইস্তেহারে মুসলিম লীগের ছাপ স্পষ্ট দেখা যায়।

দলিত ও আদিবাসী বিরোধী কংগ্রেসকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন, সংবিধান তৈরির সময় বাবা সাহেবের নেতৃত্বে সিদ্ধান্ত হয়েছিল যে ভারতে ধর্মের ভিত্তিতে কোনও সংরক্ষণ থাকবে না, সংরক্ষণ থাকবে শুধু দলিত ও উপজাতি সম্প্রদায় থেকে আসা মানুষের জন্য। কিন্তু ভোটব্যাঙ্কের ক্ষুধার কারণে কংগ্রেস কখনোই মহাপুরুষদের কথা মনোযোগ দিয়ে শোনেনি এবং সংবিধানের পবিত্রতাকে গুরুত্ব দেয়নি। কংগ্রেস কয়েক বছর আগে অন্ধ্রপ্রদেশে ধর্মের ভিত্তিতে সংরক্ষণ দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। কংগ্রেস সারা দেশে সংরক্ষণ বাস্তবায়নের পরিকল্পনা করেছিল এবং তফসিলি জাতি, উপজাতি এবং ওবিসিদের সংরক্ষণ কমিয়ে এবং ধর্মীয় ভিত্তিতে ১৫ শতাংশ সংরক্ষণ দেওয়ার কথা বলেছিল। কংগ্রেস তাঁদের ২০০৯ এবং ২০১৪ সালের ইস্তেহারেও ধর্মের ভিত্তিতে সংরক্ষণ দেওয়ার কথা বলেছিল। বহু বছর আগে, কর্ণাটকে কংগ্রেসও ধর্মের ভিত্তিতে সংরক্ষণ প্রয়োগ করেছিল, কিন্তু রাজ্যে বিজেপি সরকার গঠনের পর, কংগ্রেসের এই সংবিধানবিরোধী সিদ্ধান্ত বাতিল করা হয় এবং দলিত, উপজাতি এবং অনগ্রসর শ্রেণীগুলিকে তাদের অধিকার ফিরিয়ে দেওয়া হয়। কংগ্রেস ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতাকে হত্যা করেছে এবং কংগ্রেস সারা দেশে একই মডেল বাস্তবায়ন করতে চায়। কংগ্রেস সংবিধান পরিবর্তন করে তফসিলি জাতি, উপজাতি এবং ওবিসিদের অধিকার নিজেদের ভোটব্যাঙ্ককে দিতে চায়।

মাননীয় মোদী বলেন যে, কংগ্রেসের উদ্দেশ্য ভারতের সংবিধান, সামাজিক ন্যায়বিচারের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। শুধুমাত্র ভারতীয় জনতা পার্টির সরকারই পারে দলিত, অনগ্রসর শ্রেণী ও আদিবাসীদের সংরক্ষণ বজায় রাখতে। কংগ্রেসের নজর শুধু সংরক্ষণের দিকেই নয়, আমজনতার উপার্জন, সম্পত্তির দিকেও। কংগ্রেসের যুবরাজ দেশের প্রতিটি পরিবারের সম্পত্তি ও গয়নার হিসেব নিয়ে অন্যদের বিলিয়ে দেওয়ার কথা বলেছেন। দেশের মানুষ কংগ্রেসের এই পরিকল্পনা সফল হতে দেবে না। কংগ্রেসের বিভিন্ন অসৎ উদ্দেশ্য একের পর এক প্রকাশ্যে আসছে। কংগ্রেসের যুবরাজের উপদেষ্টা বলেছিলেন যে, দেশের মধ্যবিত্তের উপর আরও বেশি কর চাপানো উচিত। এবার কংগ্রেস আরও একধাপ এগিয়ে গিয়ে বলেছে যে, উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তিতেও কর আরোপ করা হবে। কংগ্রেসের বক্তব্য, জনগণের কঠোর পরিশ্রমের দ্বারা অর্জিত সম্পদ আর তাদের সন্তানদের দেওয়া যাবে না, কংগ্রেস তা জনগণের কাছ থেকে নিয়ে অন্যদের দিয়ে দেবে। কংগ্রেসের নীতিই হল লুট করা, তা যেমন মানুষের জীবিতাবস্থাতেও, এমনকি মরণোত্তর কালেও।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কংগ্রেসকে আর্বান নকশাল মানসিকতার এবং ভারতীয় সংস্কৃতির বিরোধী বলে নিশানা করেন। তিনি বলেন ভারত মূল্যবোধ ও সংস্কৃতিগতভাবে ভোগবাদী দেশ নয়। বরং আমরা সঞ্চয় ও সংরক্ষণে বিশ্বাস করি। আমাদের ভারতে, বাড়ির বয়স্ক লোকেরা তাদের গহনা নিরাপদে সঞ্চয় করে রাখেন এবং তাদের নাতি-নাতনিদের দেওয়ার কথা ভাবেন। ভারতের মানুষ ঋণ নিয়ে বাঁচে না, বরং কঠোর পরিশ্রম করে, প্রয়োজন অনুযায়ী খরচ করে এবং সঞ্চয়ে বিশ্বাস করে। কংগ্রেস ভারতের মৌলিক চিন্তাভাবনায় আঘাত করে চলেছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী ফ্যাক্ট-চেকারদের কংগ্রেসের ইতিহাস খুঁজে দেখার করার পরামর্শ দেন এবং বলেন যে, তারা যদি কংগ্রেসের ফ্যাক্ট-চেক করে দেখেন তাহলে বুঝতে পারবেন যে কংগ্রেসের সবকিছুই ভারত বিরোধী মানসিকতা। আমি যখন বলেছিলাম যে, আরবান নকশালরা কংগ্রেসের ওপর প্রভাব ফেলছে, তখন কংগ্রেস ভাবলো যে যেহেতু মোদী এত বড় অভিযোগ করেছেন, তাই আমেরিকাকে খুশি করার জন্য কিছু বলা উচিত।

মাননীয় মোদী বলেন যে, কংগ্রেস তার শাসনকালে জনসাধারণের অর্থ লুট করেছে কিন্তু বিজেপি ক্ষমতায় আসার পরে, জনগণের অর্থ জনগণের জন্য ব্যয় করেছে। এই অর্থ দিয়ে ছত্তিশগড়ের ১৩ লক্ষ পরিবার পাকা বাড়ি পেয়েছে, লক্ষাধিক পরিবার বিনামূল্যে রেশন এবং ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বিনামূল্যে চিকিৎসা পাচ্ছে। তৃতীয়বারের মতো বিজেপি সরকার গঠনের পর ৭০ বছরের বেশি বয়সী প্রতি বয়স্ক মানুষকে আয়ুষ্মান ভারত-এর আওতায় আনা হবে। সরগুজার প্রায় ১ লাখ কৃষকের অ্যাকাউন্টে প্রায় ২০০ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে। প্রথমবারের মতো, বিজেপি সরকার পিছিয়ে পড়া জনজাতিদের জন্য ২৪ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে প্রধানমন্ত্রী জনমন যোজনা তৈরি করেছে।

কংগ্রেস সরকার ক্ষমতায় আসতেই জাতিগত জনগণনা হবে, এটাই গ্যারান্টি : রাহুল গান্ধী

নয়াদিল্লি, ২৪ এপ্রিল (হি.স.): 'কংগ্রেস সরকার ক্ষমতায় এলেই জাতিগত জনগণনা হবে, এটাই আমার গ্যারান্টি।' জোর দিয়ে বললেন কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধী। তিনি বলেছেন, 'জাতিগত জনগণনা আমার জন্য কোনও রাজনীতি নয়, এটা আমার জীবনের মিশন এবং আমি পিছপা হব না। কোনও শক্তি জাতিগত জনগণনা বন্ধ করতে পারবে না।' বুধবার দিল্লিতে আয়োজিত সামাজিক ন্যায়বিচার কনক্লেভে জাতিগত জনগণনা নিয়ে বক্তব্য রাখেন রাহুল গান্ধী।

তিনি বলেছেন, '৭০ বছর পর, এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ, আমাদের মূল্যায়ন করা উচিত যে এখন পরিস্থিতি কী এবং আমাদের কোন দিকনির্দেশনা নেওয়া দরকার। আমরা তা বাস্তবায়ন করব।' রাহুল গান্ধী আরও বলেছেন, 'জাতিগত জনগণকে শুধুমাত্র জাতিগত সমীক্ষা মনে করবেন না। আমরা এতে একটি অর্থনৈতিক ও প্রাতিষ্ঠানিক সমীক্ষাও যোগ করব।'

হাইকোর্টের রায়কে চ্যালেঞ্জ, চাকরি বাতিলের প্রতিবাদে সুপ্রিম কোর্টে গেল রাজ্য সরকার

কলকাতা, ২৪ এপ্রিল (হি.স.): স্কুল সার্ভিস কমিশনের (এসএসসি) অধীনে ২৫,৭৫৩টি চাকরি বাতিলের নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা হাই কোর্ট। ৪৮ ঘণ্টা কাটতে না কাটতে সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে গেল রাজ্য সরকার। এসএসসি-র চেয়ারম্যান রায় ঘোষণার দিনই জানিয়েছিলেন, তাঁরা শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হবেন। বুধবার এসএসসি-র তরফে হাইকোর্টের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে মামলা করা হয়েছে।

এসএসসি-র নিয়োগে দুর্নীতির মামলায় শুনানির পর সোমবার রায় ঘোষণা করেছে কলকাতা হাইকোর্ট। ২০১৬ সালের নিয়োগের প্রক্রিয়া বাতিল ঘোষণা করা হয়। তার ফলে চাকরি যায় ২৫,৭৫৩ জনের। যাঁরা মেয়াদ-উত্তীর্ণ প্যানেলে চাকরি পেয়েছিলেন, যাঁরা সাদা খাতা জমা দিয়ে চাকরি পেয়েছিলেন, তাঁদের বেতন ফেরত দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়। চার সপ্তাহের মধ্যে ১২ শতাংশ হারে সুদ-সহ বেতন ফেরত দিতে বলা হয়েছে ওই চাকরিপ্রাপকদের। সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করেই এবার সুপ্রিম কোর্টে গেল রাজ্য সরকার।

বালুরঘাটে তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগদান প্রায় ৭০টি পরিবারের

বালুরঘাট, ২৪ এপ্রিল (হি.স.) : দক্ষিণ দিনাজপুরের বালুরঘাটে তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগদান করল প্রায় ৭০টি পরিবার। বুধবার সকালে বালুরঘাটে বিজেপির জেলা কার্যালয়ে একটি অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বিজেপিতে যোগদানকারীদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি তথা বিজেপি প্রার্থী সুকান্ত মজুমদার।

এছাড়াও এদিন যোগদান কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির জেলা সভাপতি স্বরূপ চৌধুরী, জেলা সাধারণ সম্পাদক বাপি সরকার সহ অন্যান্য বিজেপি নেতৃত্ব। এদিন মূলত তপন ব্লকের একাধিক পরিবার তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগদান করে। অন্যদিকে, বালুরঘাট শহরের একাধিক নতুন ভোটার বিজেপিতে যোগদান করে। এদিন বালুরঘাটে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা বিজেপি কার্যালয়ে তপনের মালঞ্চা থেকে তৃণমূলের লোকজন, সৎপাল মহারাজের বেশকিছু শিষ্য, এবং বালুরঘাট শহরের ৯ নম্বর ওয়ার্ডের নতুন ভোটারেরা এদিন যোগদান করেন বিজেপিতে।

বাংলাদেশের ফরিদপুরে দুই ভাইকে হত্যার প্রতিবাদে মহাসড়ক অবরোধ-সংঘর্ষ, উতপ্ত পরিস্তিতি

ঢাকা থেকে মনির হোসেন।। বাংলাদেশের ফরিদপুরের পঞ্চপল্লীতে দুই ভাইকে পিটিয়ে হত্যার প্রতিবাদে বিক্ষুব্ধ জনতা ফরিদপুর-খুলনা মহাসড়ক অবরোধ করেছে। পরে দুপুর দেড়টার দিকে পুলিশের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। জানা গেছে, পঞ্চপল্লীতে দুই ভাইকে পিটিয়ে হত্যা ও মন্দিরে অগ্নিসংযোগের ঘটনা ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার প্রতিবাদে মধুখালী রেলগেটে মানববন্ধনের ডাক দেওয়া হয়।

স্থানীয় সর্বসাধারণের ব্যানারে আয়োজিত এ কর্মসূচি পালনে সেখানে সমবেত হয় পাঁচ শতাধিক জনতা। এ মানববন্ধন কর্মসূচি পালন শেষে বেলা ১১টার দিকে বিক্ষোভকারীরা প্রতিবাদ মিছিল বের করে। এ ঘটনায় এলাকার হিন্দু পরিবার গুলোর মধ্যে চরম আতংক বিরাজ করছে।

ফরিদপুরের পুলিশ সুপার মোহাম্মদ মোর্শেদ আলম বলেছেন, পঞ্চপল্লীর ঘটনা নিয়ে পুলিশ ইতোমধ্যে আইনগত যথাযথ পদক্ষেপ নিয়েছে। তারপরও একটি মহল এ ঘটনাকে পুঁজি করে ভিন্ন মাত্রা দিয়ে ফায়দা হাসিলের উদ্দেশ্যে মনববন্ধন কর্মসূচি পালনের নামে বিক্ষোভ করে কমপক্ষে পাঁচ ঘণ্টা ঢাকা-খুলনা মহাসড়ক অবরোধ করে রেখে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে। মঙ্গলবার রাতে নিজ কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে সংবাদ সম্মেলনে তিনি এসব কথা বলেন।

এদিকে, ফরিদপুরের মধুখালীতে দুই সহোদর ভাইকে পিটিয়ে হত্যার ঘটনায় জেলাজুড়ে উত্তপ্ত অবস্থা বিরাজ করছে। অভিযুক্তদের বিচারের দাবিতে সড়ক অবরোধ করেছে স্থানীয়রা। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে বুধবার সকাল ৯টা থেকে চার প্লাটুন বিজিবি সদস্য মোতায়েন করা হয়েছে। বিষয়টি নিশ্চিত করে বিজিবি সদর দপ্তরের জনসংযোগ কর্মকর্তা মো. শরীফুল ইসলাম জানান, ফরিদপুর জেলা প্রশাসনের ম্যাজিস্ট্রেটদের সঙ্গে ফরিদপুর সদরসহ মধুখালী উপজেলার বালিয়াকান্দি পঞ্চপল্লীর নিকটে এবং বাঘাটে বাজার এলাকায় যৌথ বাহিনীর সঙ্গে সমন্বয়ে টহল পরিচালনা করা হচ্ছে।

তৃতীয় দফার নির্বাচনের সময় রাজ্যে থাকবে ৪০৬ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী

কলকাতা, ২৪ এপ্রিল (হি.স.) : তৃতীয় দফার নির্বাচনের সময় রাজ্যে থাকবে ৪০৬ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী। তার মধ্যে নির্বাচনের কাজে ব্যবহার করা হবে ৩৩৪ কোম্পানি বাহিনী। প্রথম দফার নির্বাচন হয়ে গিয়েছে। এরই মধ্যে রাজ্যে আসছে আরও ১০৩ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী। মালদা, মুর্শিদাবাদ, কৃষ্ণনগরের প্রত্যেকটি বুথ সুরক্ষিত রাখতে বিশেষ ব্যবস্থা। ন্যূনতম চারজন কেন্দ্রীয় জওয়ান থাকবেন এক একটি বুথে। এক বুথ বিশিষ্ট কেন্দ্রে চারজন জওয়ান। তিন থেকে পাঁচ বুথ বিশিষ্ট কেন্দ্রে ন্যূনতম ১২ জন জওয়ান প্রহরা দেবেন। পাঁচের বেশি বুধ যেখানে আছে, সেখানে ন্যূনতম ১৮ জন জওয়ান মোতায়েন থাকবে বুথের প্রহরার জন্য।

জঙ্গিপুর পুলিশ জেলায় থাকবে ৬৪ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী। কৃষ্ণনগর পুলিশ জেলায় থাকবে ১২ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী। মালদা থাকবে ১৪৪ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী। মুর্শিদাবাদে থাকবে ১১৪ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী। আইনশৃঙ্খলা দেখভালের দায়িত্বে থাকবে ৫৭ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী। কুইক রেসপন্স টিম, কিউআরটি ক্ষেত্রে এই নির্বাচনে বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। জঙ্গিপুরে মোতায়েন থাকছে ৬৩টি কিউআরটি। কৃষ্ণনগরে ১২ টি কিউআরটি। মালদায় সব থেকে বেশি ১৪৩ টি কিউআরটি। মুর্শিদাবাদে ১১৩ টি কিউআরটি। প্রত্যেক কিউআরটি -তে থাকবে কমপক্ষে ৮ জন কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ান। রাজ্য পুলিশ মোতায়েন থাকবে প্রায় ১১০০০।

ভারতে ঐক্য ও উন্নয়ন নিশ্চিত করার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বিজেপি : অমিত শাহ

আলাপ্পুঝা, ২৪ এপ্রিল (হি.স.) : ভারতে ঐক্য ও উন্নয়ন নিশ্চিত করার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বিজেপি। কেরলের আলাপ্পুঝা থেকে বললেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা অমিত শাহ। বুধবার কেরলের আলাপ্পুঝায় এক নির্বাচনী জনসভায় অমিত শাহ বলেছেন, 'আপনাদের অবশ্যই বিভাজনকারী শক্তি, দুর্নীতিগ্রস্ত কংগ্রেস পার্টি এবং কমিউনিস্টদের সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে। বিজেপি বেছে নিন, শান্তি ও স্থিতিশীলতা বেছে নিন।' অমিত শাহ আরও বলেছেন, 'কংগ্রেসের ওপর এসডিপিআই-এর সমর্থন রয়েছে। উল্লেখযোগ্যভাবে, ওয়েলফেয়ার পার্টি, যারা ভারতকে ইসলামিক স্টেট বানাতে চায়, তাঁরাও কংগ্রেসকে সমর্থন করছে। এখন আপনাদের সঠিক পছন্দের সঙ্গে যেতে হবে।' অমিত শাহ আরও বলেছেন, 'কংগ্রেস ও কমিউনিস্টরা কেরলে সন্ত্রাসীদের আশ্রয় দিয়েছে। সংখ্যালঘুদের ভোট-ব্যাঙ্ক সুরক্ষিত করার স্বার্থপর এজেন্ডা তাঁদের পিএফআইকে সমর্থন করে।'

রাজনীতিতে তাঁর ভাবমূর্তি নষ্ট করেছে এক শ্রেণীর সংবাদমাধ্যম: রাহুল গান্ধী

নয়াদিল্লি, ২৪ এপ্রিল (হি. স.): ভারতীয় রাজনীতিতে তাঁর ভাবমূর্তি নষ্ট করেছে দেশের এক শ্রেণীর সংবাদমাধ্যম। বুধবার নয়াদিল্লিতে সামাজিক ন্যায় সম্মেলনে এমনটাই অভিযোগ করলেন কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধী। দীর্ঘদিন ধরে দেশের প্রধান বিরোধী দলের মুখ হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে শুনতে হয়েছে রাজনীতিতে তাঁর নাকি আসার ইচ্ছে ছিল না।

এদিন বক্তৃতা দিতে গিয়ে তিনি বলেন, দেশের সংবাদমাধ্যমে প্রায়শই বলা হয় আমার নাকি রাজনীতিতে আসার ইচ্ছে ছিল না। আমি নাকি এই নিয়ে নিয়ে সিরিয়াস নই। সংবাদমাধ্যমের কাছে তো মহাত্মা গান্ধী জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান যোজনাও সিরিয়াস ইস্যু নয়। জমি অধিগ্রহণ আইনও তাদের কাছে সিরিয়াস ইস্যু নয়। এদের কাছে শুধু অমিতাভ বচ্চন, ঐশ্বর্য্য রাই আর বিরাট কোহলি সিরিয়াস ব্যাপার।

পেট্রোল-ডিজেলের দাম স্থিতিশীল, অপরিশোধিত তেল ব্যারেল প্রতি ৮৮ ডলার ছাড়িয়েছে

নয়াদিল্লি, ২৪ এপ্রিল (হি.স.) : আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম ওঠানামা অব্যাহত রয়েছে। ব্রেন্ট ক্রুড ৮৯ ডলারে পৌঁছেছে এবং ডব্লিউটিআই ক্রুড ব্যারেল প্রতি ৮৪ ডলারে পৌঁছেছে। সরকারি খাতের তেল ও গ্যাস বিপণন সংস্থাগুলি বুধবার পেট্রোল এবং ডিজেলের দামে কোনও পরিবর্তন করেনি।

ইন্ডিয়ান অয়েলের ওয়েবসাইট অনুসারে, দিল্লিতে পেট্রোলের দাম ৯৪.৭২ টাকা, ডিজেল ৮৭.৬২ টাকা, মুম্বাইতে পেট্রোল ১০৪.২১ টাকা, ডিজেল ৯২.১৫ টাকা, কলকাতায় ১০৩.৯৪ টাকা, ডিজেল ৯০.৭৬ টাকা, চেন্নাইতে পেট্রোল ১০০.৭৫ টাকা ডিজেল ৯২.৩৪ টাকা প্রতি লিটারে পাওয়া যাচ্ছে। আন্তর্জাতিক বাজারে, এই সপ্তাহের তৃতীয় দিনের প্রথম দিকে, ব্র্যান্ডেড ক্রুড ০.০১ ডলার বা ০.০১ শতাংশ বৃদ্ধির সাথে ব্যারেল প্রতি ৮৮.৪৩ ডলারে রয়েছে। একই সময়ে, ওয়েস্ট টেক্সাস ইন্টারমিডিয়েট (ডব্লিউটিআই) ক্রুডও ব্যারেল প্রতি ০.০৪ ডলার বা ০.০৫ শতাংশ বেড়ে ৮৩.৪০ ডলারে লেনদেন করছে।

মোদীর একটাই গ্যারান্টি মুসলিমদের প্রতি ঘৃণা : আসাদুদ্দিন ওয়াইসি

কিশানগঞ্জ, ২৪ এপ্রিল (হি.স.): প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানালেন এআইএমআইএম প্রধান আসাদুদ্দিন ওয়াইসি। বুধবার প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ এনে ওয়াইসি বলেছেন, 'মোদীর একটাই গ্যারান্টি, আর তা হল মুসলিমদের প্রতি ঘৃণা।'

বুধবার বিহারের কিশানগঞ্জে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ওয়াইসি বলেছেন, 'মোদীর একটাই গ্যারান্টি মুসলিমদের প্রতি ঘৃণার গ্যারান্টি। ২০০২ সাল থেকে তিনি এমনটাই করে আসছেন। দেশে ১৭ কোটি মুসলমান রয়েছে, এটিই সবচেয়ে বড় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়। তিনি দেশের ১৪০ কোটি মানুষের প্রধানমন্ত্রী...তাঁদের (মুসলিমদের) এভাবে আঘাত করছেন, এভাবে ঘৃণা করছেন! আগামীকাল যদি দেশে দাঙ্গা হয়, তার জন্য দায়ী নরেন্দ্র মোদী।"

সিইও

● প্রথম পাতার পর

ভোটাধিকার প্রয়োগ করার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন।
সাংবাদিক সম্মেলনে মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক জানান, ২-ত্রিপুরা পূর্ব (এসটি) সংসদীয় ক্ষেত্রের অন্তর্গত ৩০টি বিধানসভা ক্ষেত্রে ভোটগ্রহণ কেন্দ্র রয়েছে ১,৬৬৪টি। এরমধ্যে মডেল ভোটগ্রহণ কেন্দ্র রয়েছে ৬১টি, মহিলা পরিচালিত ভোটগ্রহণ কেন্দ্র রয়েছে ৬৭টি, দিব্যাঙ্গজন পরিচালিত ভোটগ্রহণ কেন্দ্র রয়েছে ৩০টি এবং যুবদের দ্বারা পরিচালিত ভোটগ্রহণ কেন্দ্র রয়েছে ৩০টি। এই সংসদীয় ক্ষেত্রের নির্বাচনে ১৬,২৬০ জন ব ভোটার তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন। ভোটগ্রহণ কেন্দ্রগুলিতে ভোটারদের সুবিধার জন্য পানীয়জলের ব্যবস্থা, বিদ্যুৎ ব্যবস্থা, দিব্যাঙ্গজন ভোটারদের জন্য র‍্যাম্প, শৌচালয় এবং শেডের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাছাড়াও দিব্যাঙ্গজন এবং প্রবীণ নাগরিকদের জন্য ভোটকেন্দ্রগুলিতে বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই লক্ষ্যে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রগুলি গ্রাউণ্ড ফ্লোরে করা হয়েছে।
দিব্যাঙ্গজনদের জন্য আলাদা লাইন অথবা আগে ভোট দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। তাছাড়াও হুইল চেয়ারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তিনি জানান, ভোটের দিন যাতায়াতের ব্যবস্থা করা হয়েছে। স্বেচ্ছাসেবকের ব্যবস্থা করা হয়েছে। দৃষ্টিহীনদের জন্য বেইলে ভোটার ইনফরমেশন স্লিপ এবং ইভিএমে বেইলের ব্যবস্থা করা হয়েছে।
সাংবাদিক সম্মেলনে মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক জানিয়েছেন, ২-ত্রিপুরা পূর্ব (এসটি) সংসদীয় ক্ষেত্রে ভোটগ্রহণের জন্য ২ জন সাধারণ পর্যবেক্ষক, ২ জন পুলিশ পর্যবেক্ষক এবং ১ জন ব্যয় সংক্রান্ত পর্যবেক্ষক রয়েছেন। মাইক্রো অবজারভার রয়েছেন ১,৩৬৫ জন। নিরাপত্তা রক্ষার জন্য সিএপিএফ, সিআরপিএফ মোতায়েন করা হয়েছে। তিনি জানান, ইতিমধ্যেই এই সংসদীয় ক্ষেত্রে সরব প্রচার শেষ হয়েছে। আজ সন্ধ্যা ৫টা থেকে ২৬ এপ্রিল ভোটগ্রহণ শেষ না হওয়া পর্যন্ত কোনও রাজনৈতিক দল ও প্রার্থী কোনও ধরনের সভা করতে পারবেন না। সিনেমাটোগ্রাফ, টেলিভিশন বা এ ধরনের প্রচার মাধ্যমে কোনও ধরনের নির্বাচনী প্রচার করা যাবে না। সামাজিক মাধ্যমের ক্ষেত্রেও এই নিয়ম প্রযোজ্য। কোনও ব্যক্তি কোনও সংস্থা রাজনৈতিক দল অথবা প্রার্থী যদি ছাপা প্রচার মাধ্যমে নির্বাচন বিষয়ক কোনও বিজ্ঞাপন প্রচার করতে চান তবে তার জন্য এমসিএমসি সার্টিফিকেট নিতে হবে। বাইরে থেকে আসা কোনও রাজনৈতিক কর্মী যদি ঐ নির্বাচন ক্ষেত্রের ভোটার না হন তবে তিনি সংশ্লিষ্ট নির্বাচন ক্ষেত্রের মধ্যে থাকতে পারবেন না। তিনি জানান, আগামী লোকসভা নির্বাচনের শেষ পর্যায়ে ১ জন সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার আগে এক্সিট পোল প্রচার করা যাবে না। ভোটারদের সুবিধার জন্য হেল্পলাইন নম্বর খোলা হয়েছে। জেলা হেল্পলাইন নম্বর হলো ১৯৫০ এবং রাজ্য হেল্পলাইন নম্বর হলো ১৮০০৩৪৫০১৯৫০। ভোটগ্রহণের সময় একজন ভোটার তার ভোটার সচিত্র পরিচয়পত্র ছাড়াও ১১টি পরিচয়পত্র দেখিয়ে ভোটদান করতে পারবেন। এগুলি হলো আধার কার্ড, প্যান কার্ড, ইউনিক ডিসেবিলিটি আইডি কার্ড, সার্ভিস আইডি কার্ড, ছবি সহ ব্যাঙ্ক অথবা পোস্ট অফিসের পাসবই, হেলথ ইনস্যুরেন্সের মার্ট কার্ড, ড্রাইভিং লাইসেন্স, পাসপোর্ট, পেনশনের ডকুমেন্ট, এমপি / এমএলএ / এমএলসি-দের অফিসিয়াল আইডেন্টিটি কার্ড এবং এমএনরেগা জবকার্ড। সাংবাদিক সম্মেলনে মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক জানান, ভোটগ্রহণের দিন প্রতিটি ভোটকেন্দ্রেই ওয়েবকাস্টিংয়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এজন্য একজন অতিরিক্ত ভোটকর্মী নিযুক্ত করা হবে। প্রতিটি ভোটগ্রহণ কেন্দ্রেই ভোটার অ্যাসিস্টেন্স বুথ তৈরি করা হবে। এই নির্বাচনী ক্ষেত্রের জন্য ১৮টি অভিযোগ পাওয়া গেছে। ইতিমধ্যেই ১৪টি অভিযোগের নিপত্তি করা হয়েছে। সামাজিক মাধ্যমে পাওয়া ৫১টি অভিযোগের মধ্যে ৪৬টি অভিযোগের উত্তর দেওয়া হয়েছে। সাংবাদিক সম্মেলনে অতিরিক্ত মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক উসা জেন মগ ও অতিরিক্ত মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক শুভাশিস বন্দ্যোপাধ্যায় উপস্থিত ছিলেন।

দুই কর্মচারী

● প্রথম পাতার পর

দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বাইখোরা ডিভিশনে কর্মরত করণিক গৌতম সাহাকে চাকরি থেকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। উভয়ক্ষেত্রে তাদের সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের অনুমতি ব্যতীত তাদের চাকরির স্থল ত্যাগ না করার জন্য আদেশে বলা হয়েছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

নির্বাচনী সভামঞ্চ থেকে দলীয় প্রার্থী প্রদ্যুৎ বরদলৈকে বিপুল ভোটে পরাজিত করার আহ্বান কংগ্রেস নেত্রী বিধায়ক শিবামণির

নগাঁও (অসম), ২৪ এপ্রিল (হি.স.) : নির্বাচনী সভামঞ্চ থেকে দলীয় প্রার্থী প্রদ্যুৎ বরদলৈকে বিপুল ভোটে পরাজিত করার আহ্বান জানিয়েছেন কংগ্রেস নেত্রী তথা বিধায়ক শিবামণি বরা।নগাঁও সংসদীয় আসনে কংগ্রেসের এক নির্বাচনী সমাবেশে ভাষণ দিচ্ছিলেন দলের নেত্রী তথা বিধায়ক শিবামণি বরা। কিন্তু ভাষণ দিতে গিয়ে আচমকা তিনি বিপুল ভোটে দলীয় প্রার্থী বর্তমান সাংসদ প্রদ্যুৎ বরদলৈকে পরাজিত করতে উপস্থিত দর্শক-শ্রোতাদের কাছে আহ্বান জানান।এ ঘটনায় রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে। নির্বাচনে দলের ঐক্য ও কৌশল নিয়ে উঠেছে প্রশ্ন।নির্বাচনী সমাবেশে শিবামণি বরার বক্তব্য, 'আগামী ২৬ এপ্রিল অনুষ্ঠেয় ভোটে নগাঁও লোকসভা আসনে আমরা নিশ্চিত করব যাতে কংগ্রেসের এমপি প্রার্থী প্রদ্যুৎ বরদলৈই বিপুল ভোটের ব্যবধানে পরজিত হোন। আমি সকলের কাছে আবেদন করছি, আপনারা পারবেন কি না বলুন।'এর পর ফের তিনি জোর দিয়ে বলেন, '২৬ এপ্রিল জনতাকে ইভিএম-এ কংগ্রেসের বোতাম টিপতে হবে এবং নিশ্চিত করতে হবে যে নগাঁও আসনের সাংসদ এবং প্রার্থী প্রদ্যুৎ বরদলৈ বিপুল ব্যবধানে নির্বাচনে হেরে যান।'প্রসঙ্গত, গতকাল বুধবার নগাঁওয়ের জুরিয়ায় বিজেপি মনোনীত প্রার্থী সুরেশ বরার সমর্থনে অনুষ্ঠিত নির্বাচনী সমাবেশে কংগ্রেস প্রার্থী প্রদ্যুৎ বরদলৈয়ের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণাত্মক ছিলেন বিজেপির স্টার ক্যাম্পেনার মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। মুখ্যমন্ত্রী ড. শর্মা কংগ্রেস প্রার্থী প্রদ্যুৎ বরদলৈকে একজন "স্যুটকেস এমপি" বলে কটাক্ষ করেছিলেন। বলেছিলেন, এই প্রদ্যুৎ বরদলৈকে গতবার আপনারা সাংসদ নির্বাচিত করেছিলেন। নির্বাচনের পর কয়দিন তাঁকে আপনারা দেখেছেন? কেবল নির্বাচনের সময়ই তাঁর উপস্থিতি দেখেন আপনারা, কারণ তিনি পাঁচ বছরে একবারই নগাঁও আসেন। ঠিক কিনা, প্রশ্ন করে জনতার কাছে জানতে চান মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব।হিমন্তবিশ্ব কংগ্রেস প্রার্থী প্রদ্যুৎ বরদলৈয়ের উদ্দেশ্যে আরও বলেছিলেন, কংগ্রেস নেতাকে দেখতে অনেকটা "ইংরেজদের" মতো। তাই অসমের মানুষকে এই কংগ্রেস নেতার সঙ্গে কথা বলার জন্য "সঠিক ইংরেজি" শিখতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী যোগ করেছিলেন, 'বরদলৈ দরিদ্র মানুষের সঙ্গে হাত মেলাতে চান না। প্রদ্যুৎ বরদলৈয়ের চালচলন অনেকটা সাহেবদের মতো। তিনি গরিবদের সঙ্গে করমর্দনের পর সাবান দিয়ে হাত সাফাই করেন।'

বসত ঘর

● প্রথম পাতার পর

না। সানীয় মানুষ তাঁর ঘরে আগুন লাগার দৃশ্য দেখতে পেয়ে সাথে সাথে দমকলবাহিনীকে খবর পাঠিয়েছে।কিন্তু দমকলের ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে আসার আগেই ঘরে থাকা একটি গ্যাস সিলিন্ডার ফেটে আগুন তীব্র আকার ধারণ করে বলে জানিয়েছেন তিনি। দমকলবাহিনীর দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে।
তিনি আরও জানিয়েছেন,অগ্নিকাণ্ডে ওই ভোলানাথ সাহার ঘরে থাকা জিনিসপত্র পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। মেয়ের বিয়ের জন্য ঘরে রাখা ছিল টাকা সহ স্বর্ণালংকার সমস্ত জিনিসপত্র পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে।

দুর্বল করে দেবে

● প্রথম পাতার পর

প্রার্থীকে ভোট দেন নি। তিনি নোটাতে ভোট দিয়েছেন। অবশ্য তিনি জনগণের সম্মুখে এসে স্বীকার করবেন না।
সাথে তিনি যোগ করেন, রাজ্যবাসী ২৫ বছর সিপিএমের শাসন দেখেছেন। জনগণ জানেন সিপিএম ক্ষমতায় আসলে কি হতে পারে। গণতন্ত্রে বিরোধীদের স্থান অত্যন্ত গুরত্বপূর্ণ। ত্রিপুরার কংগ্রেসের অস্তিত্ব বাঁচাতে নিজেদের লড়াই করতে হবে বলে কংগ্রেস নেতৃত্বদের পরামর্শ দিয়েছেন। বামগ্রেসের এই জোট কংগ্রেসকে দুর্বল করে দেবে বলে আক্ষেপের সুরে বলেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

তাদের গণনা শুরু হতো। তবে জনজাতিদের প্রকৃত উন্নয়নে তারা কিছুই ভাবেনি। গরিবের সরকার বললেও গরিব কল্যাণে কোন কাজ করেনি সিপিএম। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই জনজাতিদের উন্নয়নে কাজ করছে। কংগ্রেস এবং সিপিএমের কোন ভবিষ্যৎ নেই। তাই বিজেপির পক্ষেই ভোটদানের আহ্বান করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।
এদিকে পূর্ব ত্রিপুরা আসনে বিজেপির প্রচারে ব্যাপক জনসমর্থন লক্ষ্য করা যাচ্ছে প্রতিনিয়ত। বুধবারের প্রচারে শেষ লগ্নেও প্রচুর জনসমর্থন নিয়ে বিজেপির রোড শো অনুষ্ঠিত হয়েছে কুমারঘাটে। তাই রাজনৈতিক মহলের ধারণা বড় কোনো অঘটন না ঘটলে পিতা কিরীট বিক্রম, মাতা বিভূ দেবীর পাশে কন্যা কৃতি সিংও সাংসদ হিসাবে নাম যুক্ত করতে চলছেন।উল্লেখ্য, ত্রিশটি বিধানসভা নিয়ে পূর্ব ত্রিপুরা আসন। এর মধ্যে তেরোটি উপজাতি সংরক্ষিত, তিনটি তপশীল সংরক্ষিত। সংরক্ষিত সবকয়টি আসন বিজেপি এবং মোথা দলের দখলে রয়েছে। ত্রিশটি বিধানসভার মধ্যে মাত্র ছয়টি সিপিএম এবং কংগ্রেস জোটের দখলে। বাকি কেন্দ্রগুলি তিপ্রা মথা,বিজেপি এবং আইপিএফটির দখলে।গত লোকসভা নির্বাচনের পরিসংখ্যানে কিন্তু পূর্বত্রিপুরা আসন শাসক দলের দিকে ঝুকে রয়েছে। বিজেপি প্রার্থী রেবতি ত্রিপুরা ভোট পেয়েছিলেন ৪,৮২১২৬, কংগ্রেস প্রার্থী প্রজ্ঞা দেববর্মা পান ২, ৭৭ ৮ ৩৬ ভোট , সিপিএম প্রার্থী জিতেন চৌধুরী পান ২,০০৯৬৩ ভোট, আইপিএফটির নগেন্দ্র দেববর্মা পান ৪৩,৩০৪ ভোট। বিজেপি প্রার্থী রেবতি ত্রিপুরা ২,০৪,২৯০ ভোটের ব্যবধানে জয়ী হয়েছিলেন। এবার বিজেপি, তিপ্রা মথা, আইপিএফটি এই তিন দলের জোট না কংগ্রেস সিপিএমের ইন্ডিয়া জোট জয়ী হবে তার জন্য গণদেবতাদের রায়ের জন্য অপেক্ষা করতে হবে।

গ্রেপ্তার আরও ১

● প্রথম পাতার পর

ধর্ষিতা নাবালিকার পরিবারের পক্ষ থেকে শ্রীনগর থানায় সাত অভিযুক্তের বিরুদ্ধে লিখিত আকারের ধর্ষণের মামলা দায়ের করা হয়। পুলিশ ধর্ষণের মামলা নথিভুক্ত করে প্রথমে দুই নাবালক ও এক ১৮ উর্ধ অভিযুক্তকে আটক করে আদালতে প্রেরণ করে। তারপর থেকে শ্রীনগর থানার পুলিশ বাকি অভিযুক্তদের জালে তুলতে অভিযান জারি রাখে অবশেষে মঙ্গলবার রাতে জারুলবাছাই দুখিয়াকুবড়া এলাকা থেকে আরো এক নাবালক অভিযুক্তকে জালে তুলে। পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদ ওই নাবালক অভিযুক্ত ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে।পুলিশ জানিয়েছে, বুধবার নাবালক অভিযুক্তকে জুভেনাইল কোর্টে প্রেরণ করা হবে।এই ধর্ষণের মামলায় এখন পর্যন্ত মোট চারজন অভিযুক্তকে পুলিশ জালে তুলেছে বাকি আরো তিন অভিযুক্তকেও পুলিশ খুব শীঘ্রই জালে তুলবে বলে আশা ব্যক্ত করেছেন।

উত্তরপত্র মূল্যায়ন শুরু

● প্রথম পাতার পর

তিনি বলেন, আজ থেকে শুরু হয়েছে ত্রিপুরা মধ্য শিক্ষা পর্ষদ পরিচালিত মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়ন। আগরতলা শহরের দুটি স্কুলে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার এবং চারটি স্কুলে মাধ্যমিক পরীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়ন শুরু হয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি।
সাথে তিনি যোগ করেন, এবছর ২,৪৩৮জন শিক্ষক-শিক্ষিকা উত্তরপত্র মূল্যায়নে নিযুক্ত থাকবেন।মাধ্যমিক পরীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়নের চারটি কেন্দ্র হল কামিনী কুমার উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়, বোধজং বালিকা বিদ্যালয়, বিজয় কুমার বালিকা বিদ্যালয় এবং বাণী বিদ্যাপীঠ।এদিকে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়ন হবে দুটি কেন্দ্র হল নেতাজি সুভাষ বিদ্যানিকেতন এবং বড়দোয়ালী উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়।আগামী জুনের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে ফলাফল ঘোষণা পরিকল্পনা রয়েছে মধ্যশিক্ষা পর্ষদের, জানান তিনি।

৪ জুনের পর এসএসসি দুর্নীতিতে জড়িত নেতা মন্ত্রীদের কোমরে দঁড়ি বেঁধে জেলে পাঠানো হবে, হুঙ্কার দিলীপের

বর্ধমান, ২৪ এপ্রিল (হি. স.) : 'তৃণমূলের অপশাসনের জন্য বাংলার গরিব মানুষের জীবন দুঃবিশহ হয়ে উঠেছে। গরিব মানুষের জীবন শোষন হয়েছে। কেন্দ্র সরকারের গরিব কল্যান যোজনা থেকে বাংলার মানুষ বঞ্চিত হয়েছে। যে বাংলা শিক্ষা নিয়ে গর্ব করত। সেই শিক্ষায় প্রায় ৩ হাজার কোটি টাকার দুর্নীতি হয়েছে। বর্ধমানের এক বিধায়ক নিজের প্যাডে ১৫ জনের নাম চাকরি দেওয়ার জন্য পাঠিয়েছিলেন। এরকম অনেক তৃণমূলের নেতা, বিধায়ক, মন্ত্রী আছে। ৪ জুনের পর তাদের কোমরে দঁড়ি বাঁধা শুরু হবে। গরুর দঁড়ি বেঁধে জেলে নিয়ে যাওয়া হবে। বুধবার মনোনয়ন জমা দিয়ে ফের হুঙ্কার দিলেন বিজেপির বর্ধমান-দুর্গাপুরের প্রার্থী দিলীপ ঘোষ।
প্রসঙ্গত, মঙ্গলবার রোজগার মতই দিলীপ ঘোষ প্রাত:ভ্রমণে বেরিয়ে বর্ধমান শাঁখারীপুকুর বিবেকানন্দ সেবক সংঘের মাঠে। তার পর সেখান থেকে চা-চক্রে যোগ দেন তিনি। সেখানে তিনি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে উদ্দেশ্য করে তিনি একের পর এক আক্রমন করে তুলোধনা করেন তিনি। মঙ্গলবার বর্ধমানের ভাতার থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিজেপি ও প্রধানমন্ত্রীকে নরেন্দ্র মোদীকে নিশানা করে একের পর এক আক্রমন করেন। এসএসসির রায় বিজেপির ষড়যন্ত্র বলে অভিযোগ তোলেন মুখ্যমন্ত্রী। একই সঙ্গে ভুল হয়েছে বলেন। তার পাল্টা জবাবে দিলীপ ঘোষ বলেন, ' সত্তর বছরের একজন মহিলা সারাজীবনই ভুল করছেন। কোনটা ঠিক করেছেন? চুরি করে বলছেন ভুল হয়েছে। কোটি কোটি টাকা চুরি করে দিব্যি খাচ্ছিলেন। আর চোখ দেখাচ্ছিলেন। ধরা পড়তেই বলছেন ভুল হয়েছে।' মুখ্যমন্ত্রী মোদীকে প্রচারমন্ত্রী বলে কটাক্ষ করে বলেছেন, কেন্দ্র কোন টাকা দেয়নি। তার পাল্টা জবাবে দিলীপ ঘোষ সপাটে বলেন,' এক পয়সাও দেওয়া হবে না। চোরকে কেউ বিশ্বাস করে না।' মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন বিজেপির দুটো চোখ সিপিএম আর কংগ্রেস। তার পাল্টা সংযোজন করে দিলীপবাবু বলেন, ' বিজেপির তিনটা চোখ। আর একটা তৃণমূল কংগ্রেস। দুটোকে শেষ করেছি। এবার তৃণমূলকেও শেষ করব। আদালতের রায় প্রায় ২৫ হাজার শিক্ষকের চাকরী চলে যাওয়ায় স্কুলগুলিতে সঙ্কটের আশঙ্কা প্রকাশ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন,' স্কুলে স্কুলে সঙ্কট তৈরী হবে। বিজেপি, আরএসএস কি পড়াবে? তার পাল্টা জবাবে বর্ধমান -দুর্গাপুর কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষ বলেন,' আমরা পড়াতে রাজি আছি। আমরা পড়ালে কমপক্ষে তৃণমূলের নেতাদের মত চোর ডাকাত তৈরী হবে না। আমরা শিক্ষক, কার্যকর্তা সব সাপ্লাই করব। কেন পয়সা নেব না।'
মুখ্যমন্ত্রীকে নিশানা করে তিনি বলেন,' ছেলে মেয়েদের ভবিষ্যত অন্ধকার করে যে পাপ করেছেন। তার প্রয়শ্চিত ওনাকে করতে হবে।' গত দুদিন ধরে মুখ্যমন্ত্রী শুধু পূর্ব বর্ধমান জেলায় তিনটি সভা করেছেন। সেপ্রসঙ্গে কটাক্ষ করে তোপ দাগেন দিলীপ ঘোষ। তিনি বলেন,' মুখ্যমন্ত্রী ভোটের আগে বর্ধমানে থেকে যাবেন। তারসঙ্গে ওনার মাসতুতো ভাই (কীর্তি আজাদ) ভাগলপুর থেকে এসেছেন। এদুজনকেই এমন হারাবো, বর্ধমানে আসার নাম করবেন না।' দিলীপ ঘোষের একের পর এক আক্রমনাত্মক ভাষায় বিস্তর জল্পনা ছড়িয়েছে রাজনৈতিক মহলে। বুধবার বুদবুদের জনসভা থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন,' এখানে যিনি বিজেপির প্রার্থী হয়েছেন, তিনি খড়গপুরের সংসদ ছিলেন। এবারে সেখানে টিকিট দেয়নি। তিনি রাস্তায় দাঁড়িয়ে বলেন তৃণমূলকর্মীদের পেটাও, লাঠি মারো। এধরনের ভাষা যখন বলে, রাজনৈতিকভাবে সে দেউলিয়া হয়ে গেছে।' এদিন দিলীপ ঘোষ পাল্টা মুখ্যমন্ত্রীকে নিশানা করে জবাবে বলেন,' উনিতো নন্দীগ্রামে গিয়েছিলেন। কেমন ছ্যাঁকা খেয়ে এসেছেন।' ভাষা বিতর্ক প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'ওনার ভাষা তো মুখস্ত করেছি। উনি পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিকে কলুষিত করেছেন। বাঙালিদের বদনাম করেছেন। উনি বিরোধিদের কিভাবে মারতে হয়। কিভাবে কেস দিতে হয়। কিভাবে ভদ্রলোককে, বড় নেতাদের পরিবার তুলে আক্রমন করতে হয়। সেটাতো উনি শিখিয়েছেন। ওনার মতো টিচার কোথায় আছে?' তিনি আরও বলেন,' বাংলা খাও জয় বাংলা বলো, আর বিরোধীদের ঝাণ্ডা খোলো। এটাতো ওনার সংস্কৃতি। দিলীপ ঘোষ ওনার ভাষাতেই ওনাকে উত্তর দেবে।' বুধবার দিলীপ ঘোষ বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা সহকারে মনোনয়ন পত্র জমা দেন। এদিন তার সঙ্গে ছিলেন, বিজেপি নেতা রাহুল সিনহা, শমিক ভট্টাচার্য, সায়ন্তন বসু, রাজু মুখার্জী প্রমুখ। এদিন সকালে পান্তাভাত সঙ্গে চারাপোনা মাছ ভাজা, ছাঁচি পেঁয়াজ খেয়ে বের হন। তার শহরের মেহেদীবাগনান থেকে ছিল বিজেপির বিশাল শোভাযাত্রা। মনোনয়ন জমা দিতে যাওয়ার সময় দিলীপ ঘোষ কখনও ডমরু বাজাতে থাকেন। কখনও লাঙল, কখনও ত্রিশুল হাতে ধরেন। এদিনবিকাল বর্ধমানের দলীয় কার্যলয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করেন দিলীপ ঘোষ। এদিন তিনি বলেন,' তৃণমূলের অপশাসনের জন্য বাংলার গরিব মানুষের জীবন দুঃবিশহ হয়ে উঠেছে। শোষন হয়েছে। কেন্দ্র সরকারের গরিব কল্যান যোজনা থেকে বাংলার মানুষ বঞ্চিত হয়েছে। যে বাংলা শিক্ষা নিয়ে গর্ব করত। সেই শিক্ষায় প্রায় ৩ হাজার কোটি টাকার দুর্নীতি হয়েছে। বর্ধমানের এক বিধায়ক নিজের প্যাডে ১৫ জনের নাম চাকরি দেওয়ার জন্য পাঠিয়েছিলেন। এরকম অনেক তৃণমূলের নেতা, বিধায়ক, মন্ত্রী আছে। ৪ জুনের পর তাদের কোমরে দঁড়ি বাঁধা শুরু হবে। গরুর দঁড়ি বেঁধে জেলে নিয়ে যাওয়া হবে।' মুখ্যমন্ত্রী এক জনসভায় কারাগারে পাঠানোর আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। সেপ্রসঙ্গে দিলীপ ঘোষ বলেন,' দিল্লীর মুখ্যমন্ত্রী যদি জেলে যেতে পারেন। বিহার, ঝাড়খন্ডের মুখ্যমন্ত্রী যদি জেলে যেতে পারেন। তাহলে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী কেন যাবেন না। উনি সবচেয়ে বড় দুর্নীতি করেছেন।'

AFFIDAVIT

I SRI BISWAJIT MAJUMDER, Se Sri Niram Majumder & Sant Mith Biswas Majumder, resident of North Jolaibari, PO- Jitori, PS-Baikhura. Dist- South Tripura, 799141, aged about- 37 years, by profession Service, hy faith-Hindu, a citizen of India, do beretty solemnly affirm is ont and declare as follows:
That, my son actual name is ADITYA MAJUMDER. And my actual name is SRI BISWAJIT MAJUMDER. And my wife anal name is MITHU BISWAS MAJUMDER
That, my son namely ADITYA MAJUMDER, in his Birth certificate (Reg. no- 1316, Date 19.05.2016) issued by AMC Agartala his surname & my surname & my wife surname has been written /recorded as ADITYA MAJUMDAR, S/O- BISWAJIT MAJUMDAR & MITHU BISWAS MAJUMDAR
That, my son some others relevant documents my son name & my name & my wife name has been recorded as ADITYA MAJUMDER. S/O- BISWAJIT MAJUMDER & MITHU BISWAS MAJUMDER.
That, ADITYA MAJUMDAR, S/O- BISWAJIT MAJUMDAR & MITHU BISWAS MAJUMDAR & ADITYA MAJUMDER, S/O-BISWAJIT MAJUMDER & MITHU BISWAS MAJUMDER is the same person & identical one.
That, my permanent address is North Jolaibari, P.O- Jolailari, P.S- Baikhora, Dist- South Tripura, 799141, but in my son birth certificate his address has been wrongly written/ recorded as ONGC, North colony, Badharghat, Agartala, Dist- West Tripura That. I am swearing this Affidavit for correction & rectifying regarding my son surname & my surname & my wife surname & permanent address in my son birth certificate.
This is true to my knowledge
Sd/-
Mithu Biswas Majumder

ডিফু আসনের ভোটকর্মীদের নির্দিষ্ট ভোট কেন্দ্রের উদ্দেশ্যে যাত্রা

হাফলং (অসম), ২৪ এপ্রিল (হি.স.) : ২৬ এপ্রিল দ্বিতীয় দফায় ৬ নম্বর ডিফু সংসদীয় আসনে ভোট। দ্বিতীয় দফার নির্বাচনের জন্য বুধবার ডিফু লোকসভা আসনের ২০১টি ভোটকেন্দ্রের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রথম পর্যায়ের ভোটকর্মীরা নিজেদের গন্তব্যর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়েছেন।কার্বি আংলং ও পশ্চিম কার্বি আংলঙের ১১৫টি ভোটকেন্দ্র এবং ডিমা হাসাও জেলার মোট ২৫৪টি ভোট কেন্দ্রের মধ্যে মোট ৮৬টি ভোটকেন্দ্রের ভোটকর্মীরা প্রথম পর্যায়ে আজ বুধবার নিজেদের গন্তব্যের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়েছেন।পশ্চিম কার্বি আংলং, কার্বি আংলং এবং ডিমা হাসাও জেলাকে নিয়ে গঠিত ৬ নম্বর ডিফু লোকসভা আসনে মোট ভোটকেন্দ্রের সংখ্যা ১,২১৭। ডিফু আসনে মোট ভোটারের সংখ্যা ৮ লক্ষ ৯৩ হাজার ৫৪। এর মধ্যে পুরুষ ভোটার ৪ লক্ষ ৪৭ হাজার ৬৮৬ জন এবং মহিলা ভোটারের সংখ্যা ৪ লক্ষ ৪৫ হাজার ৩৫৩। কার্বি আংলঙে মোট ভোটারের সংখ্যা ৫ লক্ষ ১২ হাজার ৩২৪। এর মধ্যে পুরুষ ভোটার ২ লক্ষ ৫৪ হাজার ৪৭৯ জন, মহিলা ভোটারের সংখ্যা ২ লক্ষ ৫৭ হাজার ৮২৭। মোট ভোটগ্রহণ কেন্দ্র ৬৫১টি। পশ্চিম কার্বি আংলংয়ে মোট ভোটারের সংখ্যা ২ লক্ষ ২৫ হাজার ২০৬। এর মধ্যে পুরুষ ভোটারের সংখ্যা ১ লক্ষ ১৩ হাজার ২৭৮ এবং মহিলা ভোটার ১ লক্ষ ১১ হাজার ৯২৭ জন। মোট ভোটকেন্দ্র ৩১২টি।ডিমা হাসাও জেলায় মোট ভোটারের সংখ্যা ১ লক্ষ ৫৫ হাজার ২৫৯। এর মধ্যে পুরুষ ভোটার ৭৭,৩২৭ জন এবং মহিলা ভোটারের সংখ্যা ৭৭,৯৩২। মোট ভোটগ্রহণ কেন্দ্র ২৫৪টি।বৃহস্পতিবার দ্বিতীয় পর্যায়ে ডিফু লোকসভা আসনের বাকি ১,০১৬টি ভোটকেন্দ্রের দায়িত্বপ্রাপ্ত ভোটকর্মীরা নিজেদের গন্তব্যের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হবেন।এদিকে দ্বিতীয় দফার নির্বাচনের জন্য কার্বি আংলং, পশ্চিম কার্বি আংলং এবং ডিমা হাসাও জেলায় সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত করতে জেলা প্রশাসন নিরাপত্তা ব্যবস্থা কঠোর করেছে। ভোট কেন্দ্রগুলিতে আসাম পুলিশ কমান্ডো এবং কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে।

গরমে সভামঞ্চেই অসুস্থ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নীতিন গডকরি

পুসাদ, ২৪ এপ্রিল (হি. স.): লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির হয়ে প্রচার সভায় গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়লেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নীতিন গডকরি। হঠাৎ তিনি সংজ্ঞাহীন হয়ে যাওয়ায় প্রচারসভার মঞ্চেই নেতাকর্মীরা তাঁর সহায়তায় ছুটে আসেন। ঘটনাটি ঘটেছে মহারাষ্ট্রের ইয়াভাতমাল-এর পুসাদ এলাকায়।ইয়াভাতমাল লোকসভা কেন্দ্র থেকে প্রার্থী রাজশ্রী পাটিলের সমর্থনে বক্তৃতার সময় বিজেপি নেতা নীতিন গডকরির হঠাৎ মাথা ঘুরে যায় এবং তিনি পড়ে যান। এরপরই সভাস্থলে হইচই পড়ে যায়। অসুস্থতার বিষয়ে নীতিন গডকরি নিজের এক্স হ্যান্ডেলে লেখেন, মহারাষ্ট্রের পুসাদে জনসভায় গরমের কারণে অস্বস্তি বোধ হচ্ছিল। তবে এখন আমি সম্পূর্ণ সুস্থ এবং পরবর্তী সভায় যোগদানের জন্য রওনা হচ্ছি। আপনাদের ভালবাসা এবং শুভ কামনার জন্য ধন্যবাদ।

উটে চড়ে মনোনয়ন দিতে গেলেন ঔরঙ্গাবাদের নির্দল প্রার্থী সাহেব

ঔরঙ্গাবাদ, ২৪ এপ্রিল (হি. স.) : লোকসভা নির্বাচনে প্রচার হোক বা মনোনয়ন জমা, প্রার্থীদের বিভিন্ন অভিনব আদব কায়দার ছবি, ভিডিও আনন্দ দিয়ে যাচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। বুধবার সেরকমই একটি ভিডিও সামনে এসেছে। ঔরঙ্গাবাদ লোকসভা কেন্দ্র থেকে মনোনয়ন জমা দিতে মহারাষ্ট্রের ছত্রপতি সম্ভাজিনগরের এক নির্দল প্রার্থীকে উটে চড়ে যেতে দেখা গেছে।জানা গেছে, নির্দল ওই প্রার্থীর নাম সাহেব খান পাঠান। তার ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ইতিমধ্যেই ভাইরাল। উল্লেখ্য, ১৩ মে ঔরঙ্গাবাদে ভোট হবে। তার জন্য মনোনয়ন জমা দেওয়া শুরু হয়ে গেছে।

পূর্বাভাস

● প্রথম পাতার পর

হয়েছে, হালকা ওজনের, হালকা রঙের, ঢিলেঢালা, সুতির কাপড় পরুন।দিনের মোক্ষম সময়ে বাইরে যাওয়ার সময় আপনার মাথা ঢেকে রাখুন বা টুপি বা ছাতা।

AFFIDAVIT

I SRI BISWAJIT MAJUMDER, Se Sri Niram Majumder & Sant Mith Biswas Majumder, resident of North Jolaibari, PO- Jitori, PS-Baikhura. Dist- South Tripura, 799141, aged about- 37 years, by profession Service, hy faith-Hindu, a citizen of India, do beretty solemnly affirm is ont and declare as follows:
That, my son actual name is ADITYA MAJUMDER. And my actual name is SRI BISWAJIT MAJUMDER. And my wife anal name is MITHU BISWAS MAJUMDER
That, my son namely ADITYA MAJUMDER, in his Birth certificate (Reg. no- 1316, Date 19.05.2016) issued by AMC Agartala his surname & my surname & my wife surname has been written /recorded as ADITYA MAJUMDAR, S/O- BISWAJIT MAJUMDAR & MITHU BISWAS MAJUMDAR
That, my son some others relevant documents my son name & my name & my wife name has been recorded as ADITYA MAJUMDER. S/O- BISWAJIT MAJUMDER & MITHU BISWAS MAJUMDER.
That, ADITYA MAJUMDAR, S/O- BISWAJIT MAJUMDAR & MITHU BISWAS MAJUMDAR & ADITYA MAJUMDER, S/O-BISWAJIT MAJUMDER & MITHU BISWAS MAJUMDER is the same person & identical one.
That, my permanent address is North Jolaibari, P.O- Jolailari, P.S- Baikhora, Dist- South Tripura, 799141, but in my son birth certificate his address has been wrongly written/ recorded as ONGC, North colony, Badharghat, Agartala, Dist- West Tripura That. I am swearing this Affidavit for correction & rectifying regarding my son surname & my surname & my wife surname & permanent address in my son birth certificate.
This is true to my knowledge
Sd/-
Biswajit Majumder

AFFIDAVIT

I SRI BISWAJIT MAJUMDER, Se Sri Niram Majumder & Sant Mith Biswas Majumder, resident of North Jolaibari, PO- Jitori, PS-Baikhura. Dist- South Tripura, 799141, aged about- 37 years, by profession Service, hy faith-Hindu, a citizen of India, do beretty solemnly affirm is ont and declare as follows:
That, my son actual name is ADITYA MAJUMDER. And my actual name is SRI BISWAJIT MAJUMDER. And my wife anal name is MITHU BISWAS MAJUMDER
That, my son namely ADITYA MAJUMDER, in his Birth certificate (Reg. no- 1316, Date 19.05.2016) issued by AMC Agartala his surname & my surname & my wife surname has been written /recorded as ADITYA MAJUMDAR, S/O- BISWAJIT MAJUMDAR & MITHU BISWAS MAJUMDAR
That, my son some others relevant documents my son name & my name & my wife name has been recorded as ADITYA MAJUMDER. S/O- BISWAJIT MAJUMDER & MITHU BISWAS MAJUMDER.
That, ADITYA MAJUMDAR, S/O- BISWAJIT MAJUMDAR & MITHU BISWAS MAJUMDAR & ADITYA MAJUMDER, S/O-BISWAJIT MAJUMDER & MITHU BISWAS MAJUMDER is the same person & identical one.
That, my permanent address is North Jolaibari, P.O- Jolailari, P.S- Baikhora, Dist- South Tripura, 799141, but in my son birth certificate his address has been wrongly written/ recorded as ONGC, North colony, Badharghat, Agartala, Dist- West Tripura That. I am swearing this Affidavit for correction & rectifying regarding my son surname & my surname & my wife surname & permanent address in my son birth certificate.
This is true to my knowledge
Sd/-
Aditya Majumder

ক্রীড়াঙ্গন

সিনিয়র মহিলা ক্রিকেটে শ্বাসরুদ্ধকর জয় ছিনিয়ে এগিয়ে চলো চ্যাম্পিয়ন

এগিয়ে চলো-১২৫ এ ডি নগর-১২৪

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। শ্বাসরুদ্ধকর জয় ছিনিয়ে এগিয়ে চলো সংঘ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। এক রানে হেরে রানার্স এ.ডি নগর প্লে সেন্টার। রোমহর্ষক ম্যাচ। ফাইনাল হলো ফাইনালের মতোই। কোনও দলই সহজে জয় পেলো না। লড়াই হলো শেষ পর্যন্ত। অল্প রানের পুজি নিয়ে কীভাবে লড়াই করতে হয় তা দেখিয়ে দিলেন এগিয়ে চলো সঙ্ঘের সুরভি রায়-রা। ১ রানে জয় পেয়ে সেরার সম্মান পেলো এগিয়ে চলো সঙ্ঘ। ১০১ রানে ৩ উইকেট থেকে ১২৪ রানে গুটিয়ে গেলো এ ডি নগর। ওই সময় চারটি রান আউটই পেছনে ঠেলে দেয় এডি নগরকে। এম বি বি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ম্যাচে এগিয়ে চলো সঙ্ঘের ১২৫ রানের জবাবে এ ডি নগর ১২৪ রান করতে সক্ষম হয়। এ ডি নগরের অধিনায়িকা অন্নপূর্ণা দাসের দুরন্ত বোলিং বিফলে গেলো। সকালে টসে জয়লাভ করে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে শুরুতেই তানিষা দাসকে (৯) হারিয়ে চাপে পড়ে যায় এগিয়ে চলো সঙ্ঘ। ওই অবস্থায় মৌচৈতি দেবনাথের সঙ্গে প্রতিরোধ গড়ে তুলেন অশ্মিতা রায়। মৌচৈতি কিছুটা দ্রুত রাড় তোলা চেষ্টা করলেও অশ্মিতা উইকেটে টিকে থাকার উপর নজর দেন। ওই জুটি যোগ করেন ২৯ রান। মৌচৈতি৪৩ বল খেলে ৫ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ২৯ রান করেন। তৃতীয় উইকেটে প্রীয়া সূত্রধরের সঙ্গে অশ্মিতা যোগ করেন ৪২ রান। প্রীয়া ৭০ বল খেলে ৩ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৪ রান করেন। প্রীয়া আউট হতেই তাসের ঘরের মতো ভেঙ্গে যায় এগিয়ে চলোর ইনিংস। ৮২ রানে ২ উইকেট থেকে ১২৫ রানে গুটিয়ে যায় দল। অশ্মিতা ৮৪ বল খেলে ২ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১৮ রানে অপরাজিত থেকে যান। মামন রবিদাস ১২ বল খেলে ১ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ১০ রান করেন। শেষের দিকের কোনও ব্যাটসম্যান ২২ গজে টিকে থাকার মানসিকতা দেখাতে পারেননি ত্রিপুরা সিনিয়র মহিলা দলের অধিনায়িকা অন্নপূর্ণা দাসের ভেলকির সামনে। এগিয়ে চলো সঙ্ঘ ৪৭ ওভারে সবকটি উইকেট হারিয়ে ১২৫ রান করতে সক্ষম হয়। এ ডি নগর প্লে সেন্টারের পক্ষে অন্নপূর্ণা দাস ২০ রানে ৫ টি এবং সুইটি সিনহা ২৩ রানে ২ টি উইকেট দখল করেন। জবাবে খেলতে নেমে শুরুতেই প্রতিভাবান ক্রিকেটার এঞ্জেল পালকে (৮) হারানোর পর এ ডি নগরের হয়ে রুখে দাড়ান অনণ্যা দেবনাথ এবং মৌটুসী দে। ওই জুটি ঠান্ডা মাথায় এগিয়ে নিয়ে যেতে থাকেন দলকে। দ্বিতীয় উইকেটে ওই জুটি যোগ করেন ৪৩ রান। অনণ্যা ৮৭ বল খেলে ৬ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৪৩ রানে এবং মৌটুসী ৫৬ বল খেলে ৫ টি বাউন্ডারির সাহায্যে ৩৪ রান করে আউট হয়েছেন। ওই জুটি ভাঙ্গার পরই এ ডি নগরের শিবির ঢেকে যায় কালো মেঘে। শুরু হয় ক্রমাগত উইকেট পতন। এরই মাঝে চার চারটি রান আউটে চাপে পড়ে যায় এ ডি নগর। শেষ পর্যন্ত ১২৪ রানে গুটিয়ে যায় এ ডি নগর। শেষ দিকে কোনও ব্যাটসম্যানই রুখে দাড়াতে পারেননি। এগিয়ে চলো সঙ্ঘের পক্ষে সুরভি রায় ২৪ রানে ৩ টি উইকেট দখল করেন। এদিকে, এগিয়ে চলো সংঘের পক্ষ থেকে খেলোয়ারদের উষ্ণ সংবর্ধনার পাশাপাশি আর্থিক পুরস্কারেও সম্মানিত করা হয়েছে।

ইউরো চ্যাম্পিয়নশিপ: ২৬ সদস্যের স্কোয়াড গঠনের অনুমতি দেবে উয়েফা

বাসেল, ২৪ এপ্রিল (হি.স.): মাঝে আর এক মাস। তারপর ১৪ জুন থেকে জার্মানিতে শুরু হতে চলেছে ইউরো চ্যাম্পিয়নশিপ। আর এই গ্রীষ্মকালীন আসরটিতে অংশ নেওয়া দলগুলোকে ২৬ সদস্যের স্কোয়াড গঠনের অনুমতি দেবে ইউরোপিয়ান ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা (উয়েফা)।

এই প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিয়েছে ইউরোপীয় গভর্নিং বডির জাতীয় প্রতিযোগিতা কমিটি, যা চলতি সপ্তাহের শেষদিকে অনুমোদন দেবে নির্বাহী কমিটি।

উল্লেখ্য উয়েফা করোনার কারণে ২০২০ ইউরো চ্যাম্পিয়নশিপে দলগুলোকে সদস্য সংখ্যা বাড়ানোর অনুমতি দিয়েছিল। করোনা শেষে উয়েফা আবার ২৩ সদস্যের স্কোয়াডে ফিরে যেতে চেয়েছিল।

কিন্তু বেশ কয়েকটি জাতীয় দলের কোচ ২৬ সদস্যের দল বহাল রাখার পরামর্শ দিয়েছিলেন।

সম্প্রতি ইউরো ২০২৪ আসরে কোচদের সভায় ২৬ সদস্যের দল গঠনের প্রস্তাব ওঠে, এবং ব্যাপক সমর্থন পাওয়া গেছে।

এদিকে দলগুলোকে স্কোয়াড ঘোষণার জন্য সময়সীমা নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে ৭ জুন পর্যন্ত। কারন ১৪ জুন স্বাগতিক জার্মানি ও স্কটল্যান্ডের ম্যাচ দিয়ে শুরু হবে এবারের আসর।

বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হওয়ার হাতছানি, এই বছরের শেষেই গুকেশের লড়াই চীনের দাবাড়ুর সঙ্গে

চেন্নাই, ২৪ এপ্রিল (হি.স.): এই বছরের শেষেই গুকেশের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হওয়ার লড়াই চীনের দাবাড়ুর সঙ্গে। এই বছরের শেষের দিকে চীনের ডিং বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন দাবাড়ু লিরেনের সঙ্গে খেলবেন গুকেশ। তবে সেই ম্যাচের দিন এখনো ঠিক হয়নি।

উল্লেখ্য, ১৭ বছর বয়সেই ইতিহাসের পাতায় নাম লিখিয়ে ফেলেছেন ভারতের দাবাড়ু ডোমারাজ গুকেশ। সর্বকনিষ্ঠ দাবাড়ু হিসেবে ক্যান্ডিডেট টুর্নামেন্ট জেতেন তামিলনাড়ুর চেন্নাইয়ের এই দাবাড়ু। ১৪ পয়েন্টের মধ্যে ৯ পয়েন্ট নিয়ে চ্যাম্পিয়ন হন গুকেশ। আর এই টুর্নামেন্ট জিতে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হওয়ার সম্ভাবনা জাগিয়ে তুলেছেন তিনি।

এই টুর্নামেন্টের চ্যাম্পিয়ন পরবর্তীতে মুখোমুখি হবেন বিশ্ব চ্যাম্পিয়নের বিপক্ষে। আর সেই ম্যাচে জিততে পারলে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করবেন ভারতের এই দাবাড়ু গুকেশ।

তুহিনের বোলিংয়ে পিছিয়ে বিশালগড় দ্বি-মুকুট জয়ের লক্ষ্যে সদর-বি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। অনূর্ধ ১৫ রাজ্য ক্রিকেটের শিরোপা জয়ের চান্স ফিফটি ফিফটি। ঠিক এই মুহূর্তে ট্রফিটি বিশালগড় মহকুমা দল থেকে স্রেফ ১০৮ রান দূরে রয়েছে। হাতে উইকেট রয়েছে সাতটি। পক্ষান্তরে দ্বি-মুকুটের লক্ষ্যে এগিয়ে থাকা সদর বি-র সামনে সাতটি উইকেট দখল জরুরী। বোলারদের হাতে গুরুদায়িত্ব। ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন আয়োজিত অনূর্ধ ১৫ রাজ্য ক্রিকেটের ফাইনাল ম্যাচ বুধবার থেকে পুলিশ ট্রেনিং একাডেমি গ্রাউন্ডে শুরু হয়েছে। দুদিনের ম্যাচ। ইনিংসের খেলা। প্রতিদিন ৯০ ওভারের হিসেবে। আগামীকাল ম্যাচের দ্বিতীয় তথা অন্তিম দিনে বিশালগড়ের টার্গেট অবশিষ্ট ৭ উইকেটে ১০৮ রান সংগ্রহ করে সদর বি-কে পিছিয়ে চ্যাম্পিয়ন ট্রফি জিতে নেওয়া। অপরদিকে সদর-বিও মুখিয়ে রয়েছে ১০৭ রানের মধ্যে বিশালগড়ের সাতটি উইকেট দখল করার জন্যে। বুধবার, সকাল ৯ টায় ম্যাচ শুরুতে টস জিতে বিশালগড় প্রথমে বোলিং এর সিদ্ধান্ত নেয়। সদর বি প্রথমে ব্যাটিং এর আমন্ত্রণ পেয়ে প্রায় দিনভর খেলে ৬৭.৪ ওভারে ১৩৭ রানে ইনিংস শেষ করে। উইকেটে টিকে থাকার দারুন কাজটা সদর বি-র ব্যাটাসরা করলেও ব্যাটে তেমন রান সংগ্রহ করতে পারেনি। অধি দেবনাথের অপরাজিত ৫০ রান, শুভ দাসের ১৮ রান উল্লেখ করার মতো। অধি ১২৭ বল খেলে সাতটি বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ৫০ রান সংগ্রহ করে। এছাড়া, সন্দীপন দাসের ১৩ রান ও অর্পণ ভট্টাচার্যের ১২ রান দলীয় স্কোর কে কিছুটা সমৃদ্ধ করেছে। বিশালগড়ের লিটন দাস চল্লিশ রানে তিনটি উইকেট পেয়েছে। এছাড়া, জয় অধিকারী ও আরিস মজুমদার দুটি করে এবং মানিক আহমেদ, মৃন্ময় ভৌমিক ও সিদ্ধার্থ দেবনাথ একটি করে উইকেট পেয়েছে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে বিশালগড় দিনের খেলা শেষ হওয়া পর্যন্ত সময়ে ২০ ওভার ব্যাটিং এর সুযোগ পায়। ইতোমধ্যে ৩ উইকেট হারিয়ে বিশালগড় ৩০ রান সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়। সদর বি-র তুহিন দেবনাথ একাই তিনটি উইকেট তুলে নেয় মাত্র ৮ রানের বিনিময়ে। বিশালগড়ের সিদ্ধার্থ দেবনাথ ১২ রানে এবং শুভজিৎ দাস আট রানে উইকেটে রয়েছে। বিশালগড় এই মুহূর্তে ১০৭ রানে পিছিয়ে রয়েছে।

টি সি এ-র তপন স্মৃতি নকআউট ক্রিকেট টুর্নামেন্ট শুরু আগামীকাল

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। প্রস্তুতি পর্ব প্রায় চূড়ান্ত। ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন আয়োজিত তপন স্মৃতি নকআউট ক্রিকেট টুর্নামেন্ট শুরু হচ্ছে আগামী ২৬ এপ্রিল থেকে। ১৪ টি দলের নকআউট টুর্নামেন্ট। তপন মেমোরিয়াল ক্রিকেট আসর ২০২৩-২৪ সূচনা হচ্ছে ২৬ এপ্রিল থেকে। ছয় দিনে ১৩ টি ম্যাচ। নকআউট পর্যায়ের খেলা। অংশগ্রহণকারী ১৪ টি দলকে দুটো গ্রুপে ভাগ করা হয়েছে। গ্রুপ এ-তে রয়েছে স্ফুলিঙ্গ, মৌচাক, বনমালীপুর ক্রিকেট ক্লাব বা বিসিসি, সংহতি, শতদল সংঘ, ইউনাইটেড বিএসটি এবং ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস। গ্রুপ বি-তে রয়েছে কসমোপলিটন, চলমান সংঘ, জয়নগর ক্রিকেট ক্লাব বা জেসিসি, পোলস্টার, ব্লাড মাউথ, হার্ভে এবং ওল্ড প্লে সেন্টার। গতবারের ফাইনালিস্ট দুই দল স্ফুলিঙ্গ ও কসমোপলিটন কে প্রথম রাউন্ডে বাই দেওয়া হয়েছে। সরাসরি তারা কোয়ার্টার ফাইনালে খেলবে। ২৬ এপ্রিল প্রথম দিনে তিন মাঠে তিনটি ম্যাচ রাখা হয়েছে। এমবিবি স্টেডিয়ামে মৌচাক খেলবে বনমালীপুর ক্রিকেট ক্লাবের বিরুদ্ধে। একই সময়ে পুলিশ ট্রেনিং একাডেমী গ্রাউন্ডে সংহতি খেলবে শতদল সংঘের বিরুদ্ধে। টিআইটি গ্রাউন্ডে চলমান সংঘ ও জয়নগর ক্রিকেট ক্লাব পরস্পরের মুখোমুখি হবে। ২৭ এপ্রিল এমবিবি স্টেডিয়ামে পোলস্টার খেলবে ব্লাড মাউথ ক্লাবের বিরুদ্ধে। পুলিশ ট্রেনিং একাডেমী গ্রাউন্ডে হার্ভে খেলবে ওল্ড প্লে সেন্টারের বিরুদ্ধে। টিআইটি গ্রাউন্ডে ইউনাইটেড বিএসটি এবং ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস পরস্পরের মুখোমুখি হবে। ২৮ ও ২৯ এপ্রিল দুটি করে চারটি কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচের পর ৩০ এপ্রিল দুটি সেমিফাইনাল ম্যাচ রাখা হয়েছে। ২রা মে-তে ফাইনাল ম্যাচটি হবে এমবিবি স্টেডিয়ামে। এদিকে, ক্লাব দলগুলোর প্রস্তুতি চূড়ান্ত। যেহেতু নকআউট খেলা, জয়ের লক্ষ্যেই মাঠের নামতে মরিয়া সবকটি দল।

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ: চেলসিকে উড়িয়ে শীর্ষস্থানে আর্সেনাল

লন্ডন, ২৪ এপ্রিল (হি.স.): মঙ্গলবার রাতে এমিরেটস স্টেডিয়ামে চেলসিকে ৫-০ গোলে উড়িয়ে দিয়ে আর্সেনাল শীর্ষস্থান মজবুত করলো। গানারদের হয়ে দুটি করে গোল করেছেন বেন হোয়াইট এবং কাই হাভার্টজ। অন্য গোলটি করেছেন লিন্দ্রো ট্রেসার্ড। তবে শীর্ষস্থান পেলেও স্বস্তিতে নেই মিকেল আর্তেতার দল। গত ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগেও তীরে এসে তরী ডুবেছিল আর্সেনালের। তবে এবারও তেমনটা হবে না তা জোর দিয়ে বলা যাচ্ছে না। কারণ পয়েন্ট টেবিলে সবার ওপরে থাকলেও সিটির চেয়ে ২ ম্যাচ বেশি খেলেছে আর্সেনাল। ৩৪ ম্যাচে ২৪ জয় ও পাঁচ ড্রয়ে ৭৭ পয়েন্ট নিয়ে সবার ওপরে আর্সেনাল। এক ম্যাচ কম খেলা লিভারপুল ৭৪ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে। আর শিরোপাধারী ম্যানচেস্টার সিটি আর্সেনালের চেয়ে ২ ম্যাচ কম খেলে ৭৩ পয়েন্ট অর্জন করেছে।

এশিয়ান চ্যাম্পিয়ন্স লিগ: আল-হিলালকে ৫-৪ গোলে হারিয়ে ফাইনালে আল-আইন

রিয়াদ, ২৪ এপ্রিল (হি.স.): সংযুক্ত আরব আমিরাতের আল-আইন মঙ্গলবার এশিয়ান চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ফাইনালে পৌঁছেছে, সেমিফাইনালে আল-হিলালকে ৫-৪ গোলে হারিয়ে। ২০০৩ সালের চ্যাম্পিয়ন এবং দুইবারের রানার্স—আপ আল-আইন।

চারবারের চ্যাম্পিয়ন আল-হিলাল, আহত ফরোয়ার্ড নেইমার এবং আলেকসান্ডার মিত্রোভিচ ছাড়াই মাঠে নামে। রিয়াদে ২-১ ব্যবধানে জিতেছে কিন্তু গত সপ্তাহের প্রথম লেগে থেকে ৪-২ ব্যবধানে ঘাটতি কাটিয়ে উঠতে পারেনি।

নেপালে সাফল্য অর্জনকারী অ্যাথলেটদের মাস্টার স্পোর্টস উইং থেকে সংবর্ধনা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। সাফল্য অর্জনকারী অ্যাথলেটদেরকে সংবর্ধনা জানানো হবে। মাস্টার স্পোর্টস উইং এর পক্ষ থেকে আগামী ২৮ এপ্রিল এক আরম্ভরপূর্ণ অনুষ্ঠানে সাফল্য অর্জনকারী এথলেটদের সংবর্ধনা জানানো হবে। উল্লেখ্য, গত ২৫ থেকে ৩০ মার্চ নেপালের পোখরা স্টেডিয়াম অনুষ্ঠিত নেপাল ইন্টারন্যাশনাল গেমস চ্যাম্পিয়নশিপে ভারতীয় দলের হয়ে ত্রিপুরার বেশ কয়েকজন অ্যাথলেট অংশ নিয়েছিলেন। তাদের থেকে অধিকাংশ এথলেটেরা নিজ নিজ ইভেন্টে স্বর্ণপদক জয়ের মতো উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছেন। চেয়ারম্যান বিকে ডা: জ্যোতিশ্বর সেন এর পৌরহিত্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে এথলেটদের সংবর্ধনা জানানো হবে বলে সাধারণ সম্পাদক প্রিয় লাল সাহা আমন্ত্রণপত্রে সংশ্লিষ্ট সকলের উপস্থিতি কামনা করেছেন।

রাজ্য জুঠো সংস্থার গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক ২৮শে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। অ্যাসোসিয়েশনের গুরুত্বপূর্ণ সভা ২৮ এপ্রিল, রবিবার। রাজ্য জুডো সংস্থার। ওই দিন সকাল ১১ টায় এন এস আর সি সি-তে হবে সভা। তাতে রাজ্য সংস্থার সভাপতি, কার্যকরি কমিটির সদস্য, জেলা সংস্থার সদস্যদের উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ করেছেন সচিব প্রণব সাহা। সভায় ৯ এপ্রিল দিল্লিতে অনুষ্ঠিত ফেডারেশনের সভা নিয়ে আলোচনা হবে। এছাড়া রাজ্য জুডো আসরের দিনক্ষণ এবং স্থান ঠিক করা হবে। সংশ্লিষ্ট সকলকে যথাসময়ে বৈঠকে উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে।

২- পূর্ব ত্রিপুরা (তপশিলি উপজাতি) লোকসভা কেন্দ্রের সাধারণ নির্বাচন -২০২৪

চুনাব কা পর্ব DESH KA GARV

ভোটারদের প্রতি আবেদন

আগামী ২৬শে এপ্রিল (শুক্রবার) ২০২৪ইং ২-পূর্ব ত্রিপুরা (তপশিলি উপজাতি) লোকসভা কেন্দ্রের সাধারণ নির্বাচনে সকল ভোটারদের সকাল ৭টা থেকে বিকেল ৫টার মধ্যে নিজ নিজ ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে গিয়ে শান্তিপূর্ণভাবে ভয়মুক্ত হয়ে ভোট প্রদান করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। ভোট প্রদানে যদি কোনও বাঁধা বা অসুবিধার সম্মুখিন হন তাহলে, অনুগ্রহ করে প্রতিটি বিধানসভা ক্ষেত্রের জন্য নিয়োজিত "অভিযোগ নিষ্পত্তি-আধিকারিকের নম্বর"-এ যোগাযোগ করুন, যার মধ্যে হোয়াটস্অ্যাপ এর সুবিধাও আছে, যার তালিকা এই আবেদনটির সাথে দেওয়া আছে। সাধারণ এবং পুলিশ প্রশাসন আপনার ফোন পাওয়ার সাথে সাথে ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

সর্বসাধারণের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, ভোট কেন্দ্রে যাওয়ার পথে কোনও ভোটারকে ভোট দিতে বাঁধা দেওয়া এবং ভোট কেন্দ্রের ভেতরে ভোটের গোপনীয়তা রক্ষা না করা আইনত দণ্ডনীয় এবং এর আইনি বিধানগুলি নিম্নরূপ ঃ-

জনপ্রতিনিধিত্ব আইন, ১৯৫১ এর ধারা ১৩৫ ক (গ)

কোনো ভোটারকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জবরদস্তি করা বা ভয় দেখানো বা হুমকি দেওয়া এবং তাকে ভোট কেন্দ্রে বা ভোট দেওয়ার জন্য নির্ধারিত স্থানে যেতে বাঁধা দেওয়া, জনপ্রতিনিধিত্ব আইন, ১৯৫১ এর ধারা ১৩৫ ক এর উপধারা (গ) এর অধীনে একটি নির্বাচনী অপরাধ।

কোন ব্যক্তি এই ধরনের অপরাধ করলে, সে এমন মেয়াদের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবেন যা এক বছরের কম হবে না এবং যা জরিমানা সহ তিন বছর পর্যন্ত হতে পারে।

ভোট কেন্দ্রে ভোটের গোপনীয়তা বজায় রাখা ঃ

নির্বাচন নিবন্ধন নিয়মাবলী 1961 -এর নিয়ম 49M অনুযায়ী, কোন ভোটার যদি ভোটকেন্দ্রের ভিতরে ভোটের গোপনীয়তা বজায় রাখার বিধান লঙ্ঘন করে, তাকে ভোট দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে না।

জনপ্রতিনিধিত্ব আইন 1951-এর ধারা 132 -এ উল্লেখ আছে যে, কোনও ব্যক্তি যদি কোনও ভোটকেন্দ্রে ভোটের জন্য নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অসদাচরণ করেন অথবা প্রিসাইডিং অফিসারের আইনানুগ নির্দেশ মানতে ব্যর্থ হন, তাহলে প্রিসাইডিং অফিসার ওই ব্যক্তিকে ভোটকেন্দ্র থেকে বাহির করে দিতে পারেন।

'ভোট দানের মতো কিছুই নেই, ভোট 'আমরা দেব নিশ্চয়'

ICA/D-103/24 মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক, ত্রিপুরা

Details of the Complaint Redressal Officer (CRO)

For Lok Sabha Election -2024 of 2-Tripura East (ST) Parliamentary Constituency

Sl. No.	No. & Name of Assembly Segment	Name & Designation of Complaint Redressal Officer (CRO)	Contact No with WhatsApp facility
1	24-Ramchandraghat (ST)	Anirban Debbarma, JE, PWD(R&B),Padmabil	7005288108
2	25-Khowai	Naihar Jamatia, AO, O/o SA, Khowai	7085348121
3	26-Asharambari (ST)	Abhijit Saha,JE, O/o EE,RD,Khowai Subdivision	9856131738
4	27-Kalyanpur Promodenagar	Anjan Das, DCM, O/o. the SDM, Teliamura	8837045139
5	28-Teliamura	Sourav Das, DCM, O/o. the SDM, Teliamura	7628064436
6	29-Krishnapur (ST)	Amit Ray Chaudhuri, DCM O/o the SDM,Teliamura	9436120419
7	37-Hrishyamukh	Rudradeep Nath, BDO Hrishyamukh	8527656464
8	38-Jolaibari(ST)	Manas Bhattacharjee, BDO Jolaibari	8259952373
9	39-Manu(ST)	Bhabesh Dewan, DC, Sabroom	9436187736
10	40-Sabroom	Ananyajoy Chakma, DC, Sabroom	7085967419
11	41-Ampinagar(ST)	Hira Manik Tripura, DC, Amarpur	9612343968
12	42-Amarpur	Dipak Das, DC, Amarpur	9436451151
13	43-Karboo(ST)	Anil Chandra Das, DCM, Karbook	9436515393
14	44-Raima Valley(ST)	Anindya Chakraborty, DCM	9436139641
15	45-Kamalpur	Dhananjoy Chakma, DCM	9366620181
16	46-Surma (SC)	Jina Prasad Barua, DCM (STO)	9402381902
17	47-Ambassa(ST)	Himendu Bikash Paul, DC	9402103457
18	48-Karamchara (ST)	Diptanu Debbarma, DC	8527914446
19	49-Chhawmanu (ST)	Samir Ranjan Chakma, DC	9436531036
20	50-Pabiachhara (SC)	Bidhan Debnath, DCM	9436992477
21	51-Fatikroy (SC)	Subhankar Sen, DCM	8118970588
22	52-Chandipur	Mati Ranjan Debbarma, DC, Kailashahar	7005320177
23	53-Kailashahar	Rajib Datta, DC, Kailashahar	9436487014
24	54-Kadamtala-Kurti	Animesh Debbarma, BDO Kadamtala	9366463377
25	55-Bagbassa	Pijush Deb, Dy. Commissioner of Taxes	9862352072
26	56-Dharmanagar	Sanjib Debnath, DCM	7005568460
27	57-Jubarajnagar	Amit Chanda, BDO Kalachara RD block	7630873352
28	58-Panisagar	Nababrata Datta, BDO Panisagar	7044098776
29	59-Pencharthal (ST)	Rajib Bhatacharjee, SDWO Kanchanpur	7085587680
30	60-Kanchanpur(ST)	Saurabh Al Aman, BDO Laljuri	8794560742

www.ceotripura.nic.in | Follow us on : ceotripura ceotripura ceo_tripura @ceotripura2023

মহারাজগঞ্জ বাজারে খাদ্য দপ্তরের অভিযান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ এপ্রিল : সদর মহকুমা শাসক ও খাদ্য দপ্তর যৌথভাবে আজ মহারাজগঞ্জ বাজারের সবজি ও পাইকারি বাজারে অভিযান চালিয়েছে। এদিন অভিযানে নেমে বাজারের ব্যাপক অনিয়ম লক্ষ্য করা গিয়েছে।তাছাড়া, বাজারে পেঁয়াজ ও আলুর মূল্য স্বাভাবিকের চাইতে ৫টাকা বেশি দরে বিক্রি হচ্ছে। ওই ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করবে খাদ্য দপ্তর।

এদিন জনৈক খাদ্য দপ্তরের আধিকারিক জানিয়েছেন, বিগত কয়েকদিন যাবৎবাজারে সবজির দাম উর্ধমুখী লক্ষ্য করা গিয়েছে। তাই, আজ সকালে মহারাজগঞ্জ বাজারের সবজি ও পাইকারি বাজারের বিভিন্ন দোকানে খাদ্যসামগ্রীর দাম সঠিক রয়েছে কিনা তা খতিয়ে দেখার জন্য অভিযান চালানো হয়েছিল।

তিনি আরও জানিয়েছেন, অভিযানে নেমে ব্যাপক অনিয়ম লক্ষ্য করা গিয়েছে। বাজারে পেঁয়াজ ও আলুর মূল্য স্বাভাবিকের চাইতে ৫টাকা বেশি দরে বিক্রি হচ্ছে। ব্যবসায়ীদের কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে কোনো উত্তর দিতে পারেন নি। ওই দোকান মালিকের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী ব্যবহা গ্রহণ করা হবে। এরকম অভিযান আরো আগামী দিনে জারি থাকবে বলে জানিয়েছেন তিনি।

সরকারি নির্দেশিকাকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে স্কুল খোলা রাখলেন কর্তৃপক্ষরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ এপ্রিল : সরকারি নির্দেশিকাকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে তীব্র দাবদাহের মধ্যেও রাজধানীর বাধারঘাট স্থিত লিটল মিলেনিয়াম দ্যা বিগেস্ট স্টেপ স্কুল খোলা রাখলেন কর্তৃপক্ষরা। এই নিয়ে অসন্তুষ্ট অভিভাবক মহলে।

প্রসঙ্গত, তীব্র দাবদাহ থেকে ছাত্র-ছাত্রীদের রক্ষা করতে চারদিনের জন্য বিদ্যালয়ে বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। পাশাপাশি, আবহাওয়ার দফতর থেকে আগামী চার দিনের জন্য সর্তকতা জারি করা হয়েছে।এই সময়ে রাজ্যবাসীকে নিজেদের শরীরের প্রতি যত্নবান হতে আহবানও জানানো হয়েছে। কিন্তু, সরকারি নির্দেশিকাকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে তীব্র দাবদাহের মধ্যেও রাজধানীর বাধারঘাট স্থিত লিটল মিলেনিয়াম দ্যা বিগেস্ট স্টেপ স্কুল খোলা রাখলেন কর্তৃপক্ষরা।

কৃতি দেবী সিং''র দেববর্মণ পদবী নিয়ে কমিশনে কংগ্রেস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ এপ্রিল : কংগ্রেস বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন জানিয়েছেন পূর্ব ত্রিপুরা জনজাতি সংরক্ষিত আসনে বিজেপি মনোনীত প্রার্থী কৃতি দেবী সিং এর দেববর্মন পদবী নিয়ে সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটি জাতীয় নির্বাচন কমিশনের কাছে এক স্মারক লিপি প্রদান করেছে। সেই স্মারক লিপিতে বলা হয়েছে ছত্তিশগড় রাজ্যে ভোটার তালিকায় তার দেববর্মন পদবী না থাকলেও রাজনৈতিক ফায়দা তোলার জন্য পূর্ব ত্রিপুরা আসনে বিজেপি দলের প্রার্থী হিসাবে তার নামের সাথে দেববর্মন জুড়ে দেওয়া হয়েছে। সেই কারণে এই কেন্দ্রের ভোটের ব্যালট পেপারে তার সঠিক নাম

ব্যাবহার করে ভোট গ্রহন করার দাবী জানান সুদীপ রায় বর্মন। তার অভিযোগ পশ্চিম ত্রিপুরা আসনে ভোট গ্রহন পর্বকে প্রহসনে পরিনত করা হয়েছে। পূর্ব ত্রিপুরা আসনে ভোট গ্রহন যাতে নির্বাচন কমিশনের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী অবাধ ও সুষ্ঠু ভাবে করা হয় সেই দাবী জানিয়েছেন কংগ্রেস বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মন।

করিমগঞ্জে ড্রাই—ডের সময়সীমা বৃদ্ধি

করিমগঞ্জ (অসম), ২৪ এপ্রিল (হি.স.) : করিমগঞ্জে আগামী ২৬ এপ্রিল অনুষ্ঠেয় লোকসভা নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করতে ড্রাই—ডের সময়সীমা বৃদ্ধি করা হয়েছে।নতুন নির্দেশিকানুসারে জেলায় ২৪ এপ্রিল বিকাল ৫—টা থেকে ২৬ এপ্রিল রাত ১০টা ৩০মিনিট পর্যন্ত ড্রাই—ডে বলবৎ থাকবে। নতুন আদেশে জেলাশাসক জানিয়েছেন, ৭ নম্বর করিমগঞ্জ লোকসভা কেন্দ্রের অধীন সমস্ত ভোজনালয়, পানখানা, বিশ্রামালয় বা লোক জমায়েত স্থান রয়েছে সে সব স্থানে কোনও ধরনের মদ ও অন্য নেশাজাতীয় দ্রব্য বিতরণ বা বিক্রি করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

পাশাপাশি ২৪ এপ্রিল বিকাল ৫—টা থেকে ২৬ এপ্রিল রাত ১০টা ৩০মিনিট পর্যন্ত করিমগঞ্জ লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত ১২৩ করিমগঞ্জ উত্তর, ১২৪ করিমগঞ্জ দক্ষিণ, ১২৫ পাথারকান্দি এবং ১২৬ রামকৃষ্ণনগর বিধানসভা এলাকায় অবস্থিত সমস্ত ধরনের দেশি-বিদেশি মদের দোকান, বার, ক্লাব, বন্ডেড ওয়্যারহাউস ইত্যাদি সম্পর্ণভাবে বন্ধ থাকবে।

ফলে ওই সময়কালে কেউ মদ বা যে কোনও নেশাজাতীয় দ্রব্য বিক্রি, বিতরণ, পরিবেশন বা সেবন করতে পারবেন না। এছাড়া, ভোট গণনার দিন ৪ জুন গণনা প্রক্রিয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত এবং যদি পুনভেটি হয়, তবে ওই দিনও এই বিধিনিষেধ বলবৎ থাকবে। আদেশ লঙ্ঘিত হলে আবগারি আইন অনুসারে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে আদেশে সতর্ক করা হয়েছে।করিমগঞ্জের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট লোকসভা নির্বাচনে ভোট কর্মীদের যানবাহন সুষ্ঠুভাবে চলাচলের জন্য আগামীকাল ২৫ এপ্রিল (বৃহস্পতিবার) সকাল ৬—টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত এবং ২৬ এপ্রিল (শুক্রবার) বিকাল ৫—টা থেকে মধ্যরাত ১২টা পর্যন্ত করিমগঞ্জ শহরের পিডব্লুউডি তেমাথা থেকে এওসি পয়েন্ট হয়ে ঘাটলাইন পর্যন্ত এবং এওসি পয়েন্ট থেকে পাথারকান্দি রোডে রেলওয়ের লেভেল ক্রসিং পর্যন্ত সড়কে সব ধরনের ই-রিকশা, ই-অটো এবং পেট্রোলচালিত অটো চলাচল সম্পূর্ণভাবে বন্ধ রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন। নির্দেশিত সময়সীমায় করিমগঞ্জ শহরের পিডব্লুউডি তেমাথা থেকে এওসি পয়েন্ট হয়ে ঘাটলাইন করতে পারবে না।

চুরি যাওয়া টাকা সহ আটক তিন কুখ্যাত চোর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ এপ্রিল : চুরি যাওয়া টাকা সহ তিনজন কুখ্যাত চোরকে জালে তুলতে সক্ষম হয়েছে পূর্ব আগরতলা থানার পুলিশ। তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ চালালে চোর চক্রের নানা তথ্য জানা যাবে বলে জানিয়েছেন পূর্ব থানার ওসি সনজিৎ সেন।

পূর্ব থানার ওসি ওসি সনজিৎ সেন জানিয়েছেন, গতকাল আগরতলা মঠ চৌমুনী এলাকায় অ্যাডভোকেট বিপ্লব ভট্টাচার্য্যের বাড়িতে চুরি সংগঠিত হয়েছিল। চোরের দল ঘর থেকে প্রায় লক্ষাধিক টাকা নিয়ে পালিয়েছে। পরবর্তী সময়ে বিপ্লব ভট্টাচার্য্য চুরির মামলা থানায় দায়ের করা হয়েছিল। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছিল পুলিশ।তারপর সিসি ক্যামেরা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। অবশেষে পূর্ব থানার পুলিশ ৩ চোর সহ লক্ষাধিক টাকা উদ্ধার করে থানায় নিয়ে গিয়েছে।

এদিন তিনি আরও বলেন, ধৃত রা হলেন, বিনয় সাহা, অমিত রায় ও রাহুল দাস। তাঁরা পূর্বেও বিভিন্ন চুরির মামলায় আটক করা হয়েছিল। তাঁদের থানায় নিয়ে এসে জিজ্ঞাসাবাদ চালালে চোর চক্রের আরও নাম উঠে আসবে বলে জানান তিনি।

শ্বশুরবাড়ির অত্যাচারে আত্মহত্যা এক ব্যক্তির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ এপ্রিল: স্ত্রী সহ শ্বশুর বাড়ির লোকেদের অত্যাচারে মানসিক অবসাদে আত্মহত্যার পথ বেছে নিল এক ব্যক্তি। মৃত ব্যক্তির নাম লিটন দাস (৩৫)। লিটন দাসের মায়ের অভিযোগ বিয়ের কিছুদিন পর থেকেই লিটন দাস স্ত্রীকে নিয়ে খয়েরপুরে শ্বশুর বাড়িতে চলে আসে। স্ত্রীর চাপের মুখে তাঁর সুখের জন্য সে শ্বশুরবাড়িতে গিয়েছিল। কিন্তু সেখানে মর্যাদা এবং সম্মান কিছুই ছিল না লিটন দাসের। এমনকি স্ত্রী অবৈধ সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে বলে অভিযোগ লিটনের পরিবারের। লিটনের স্ত্রী শ্বশুরবাড়িতে তাঁকে মারধর করত বলেও অভিযোগ। এমন কি কিছুদিন আগে লিটন দাসের শ্বশুরবাড়ির এক আত্মীয় তাঁকে দা দিয়ে কুপিয়ে আঘাত করেছে বলেও অভিযোগ। সেই ঘটনায় সে অপমানিত হয়ে তার জেরেই মঙ্গলবার রাতে সে ফাঁসিতে আত্মহত্যা করে বলে তাঁর মায়ের অভিযোগ। প্রসঙ্গত লিটন দাসের বাড়ি পশ্চিম চাম্পামুড়াতে। এদিকে ঘটনার খবর পেয়ে ছুটে এসেছে পুলিশ। একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা হাতে নিয়ে পুলিশ ঘটনার তদন্ত অব্যাহত রেখেছে।

সন্দেশখালির অত্যাচারিতদের প্রতিবাদের ঢেউ আছড়ে পড়লো বাঁকুড়ায়

বাঁকুড়া, ২৪ এপ্রিল (হি. স.) : সন্দেশখালির নির্য্যাতিতা ও প্রতিবাদীদের প্রতিবাদের ঢেউ আছড়ে পড়লো বাঁকুড়ায়। সন্দেশখালির কুৎসিত ঘটনার স্মৃতি উস্কে দিয়ে সেই সব নির্য্যাতিতা ও প্রতিবাদীদের সাথে হাজারে হাজারে মহিলা গলা মেলালেন আজ বাঁকুড়ায়।বুধবার বাঁকুড়া জেলা বিজেপি মহিলা মোর্চার ব্যবসাপনায় সন্দেশখালির অত্যাচারিত মহিলাদের নেতৃত্বে এক বিরাট প্রতিবাদী মিছিলের আয়োজিত হয়।

লালবাজার মোড় থেকে মিছিল শুরু হয় ।সন্দেশখালির অত্যাচারিত একদল মহিলা ছিলেন মিছিলের পুরোভাগে।প্রধানমন্ত্রী মোদীজী নারীশক্তির সাথে আছেন এই শ্লোগান ও প্ল্যাকার্ড হাতে নিয়ে প্রায় দশ হাজার মহিলা মিছিলে অংশগ্রহণ করেন।এদিনের মিছিলে বাঁকুড়া জেলা মহিলা মোর্চার সভানেত্রী বিবিতা ব্যনার্জি, সাধারন সম্পাদিকা ঝুমা মহন্ত, অঞ্জলি গড়াই, মামনি টুডু, রাজ্যসাধারন সম্পাদিকা শশী অগ্নিহোত্রী।এদিনের মিছিলে বিজেপির জেলা সভাপতি সুনীল রুদ্র মন্ডল, প্রাক্তন সভাপতি বিবেকানন্দ পাত্র ছিলেন স্বেচ্ছাসেবক এর ভূমিকায়।আর মিছিলের মধ্যমনি ছিলেন বাঁকুড়া লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী ডাঃসুভাষ সরকার। হুডখোলা গাড়িতে চড়ে সুভাষবাবু কখনও হাতজোড় করে কখনও হাত নেড়ে রাস্তার দুপাশে দাড়িয়ে থাকা জনতার অভিনন্দন গ্রহন করেন।

ভোট বয়কটের হুশিয়ারির পর প্রশাসনিক হস্তক্ষেপ রিয়াংদের সমস্ত দাবি পূরণ করা হবে: জেলাশাসক

নিজস্ব প্রতিনিধি, পানিসাগর , ২৪ এপ্রিল: দামছড়া ব্লকের থুমছড়াই এডিসি ভিলেজের শেরচন্দ্রপাড়ার ১২০টি রিয়াং পরিবার ভোট বয়কটের ঘোষণা দিয়েছিল। এই ঘোষণার ২৪ ঘন্টার মধ্যে উত্তর ত্রিপুরা জেলা শাসক দেবপ্রিয় বর্ধন এই বিষয়ে আজ সাংবাদিক সম্মেলন করেন। দামছড়া ব্লকের ভিডিওর নেতৃত্বে একটি প্রশাসনিক টিম আজ শেরচন্দ্র রিয়াং পাড়ায় এসে উপস্থিত হয়। আজ থেকেই ট্যাংকার গাড়ি দিয়ে শেরচন্দ্রপাড়ায় জল সরবরাহ শুরু করা হয়েছে। মাটির রাস্তায় ইট ফেলানো শুরু করা হয়েছে।

সাংবাদিক সম্মেলনে জেলা শাসক দেবপ্রিয় বর্ধন জানান রিয়াংদের সমস্ত দাবি মানা হবে। রাস্তা সংস্কার করে দেওয়া হবে। তিনি জানান রিয়াংরা ভোট বয়কটের ঘোষনা প্রত্যাহার করে নিয়েছে এবং আগামী ২৬ এপ্রিল তারা ভোট দেবেন। রাত পোহালেই পূর্ব ত্রিপুরা উপজাতি সংরক্ষিত আসনের ভোট। ভোটের পূর্বে বেহাল বিদ্যুৎ পরিসেবা, পানীয়জল, বেহাল যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে পানিসাগর মহকুমার দামছড়া ব্লকের শেরচন্দ্রপাড়ার প্রত্যন্ত গ্রামের রিয়াংরা ভোট বয়কটের ডাক দিয়েছিল। যদিও তাদের এই হুঁশিয়ারিতে প্রশাসনিক হস্তক্ষেপে রিয়াংদের সমস্ত সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

২৬ এপ্রিল ৮৯টি আসনে ভোটগ্রহণ

কলকাতা, ২৪ এপ্রিল (হি.স.): লোকসভা নির্বাচনের দ্বিতীয় দফার ভোটের জন্য প্রচারাভিযান আজ বিকেলে শেষ হয়েছে। এই পর্বে পশ্চিমবঙ্গ সহ ১২-টি রাজ্য ও একটি কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলের ৮৯-টি আসনে ২৬ এপ্রিল ভোট নেওয়া হবে। এর মধ্যে রয়েছে কেরালার ২০-টি আসনের সবকটি, কর্ণাটকে ১৪, রাজস্থানে ১৩, উত্তর প্রদেশ ও মহারাষ্ট্রে ৮-টি করে, মধ্যপ্রদেশে ৭, অসম ও বিহারে পাঁচটি করে, ছত্তিশগড়ে ৩-টি এবং ত্রিপুরা ও জম্মু ও কাশ্মীরে ১-টি করে আসন। পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিং, রায়গঞ্জ ও বালুরঘাট এই তিন আসনেও আগামী শুক্রবার ভোট গ্রহণ।

১৪৪ ধারা জারি করিমগঞ্জে

করিমগঞ্জ (অসম), ২৪ এপ্রিল (হি.স.) : ভোটগ্রহণ শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করতে ফৌজদারি দণ্ডবিধির ১৪৪ ধারার অধীনে কিছু বিধিনিষেধ জারি করেছেন করিমগঞ্জের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট। ২৪ এপ্রিল বিকাল ৫—টা থেকে ২৬ এপ্রিল রাত ৮—টা পর্যন্ত সে সব বিধিনিষেধ বহাল থাকবে।আদেশে বলা হয়েছে, কোনও দ্বিচক্রযান যেমন স্কুটার, মোটর সাইকেল ইত্যাদির পেছনে আরোহী নিয়ে চলাফেরা করা যাবে না। অবশ্য বৃদ্ধ ব্যক্তি, ১২ বছরের নীচে কোনও শিশু, মহিলা এবং আইন—শৃঙ্খলা রক্ষায় নিয়োজিত ব্যক্তি, ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশ ও সেনার ক্ষেত্রে এই আদেশ প্রযোজ্য হবে না।আদেশ অনুসারে হেলমেট ছাড়া আরোহীরা স্কুটার, মোটর সাইকেল ইত্যাদি চালাতে পারবেন না। কোনও ব্যক্তি বা গোষ্ঠী লাঠিসোঁটা বা ধারালো অস্ত্রশস্ত্র ইত্যাদি নিয়ে চলাফেরা করতে পারবে না।পটকা আতশবাজি, শব্দ উৎপন্নকারী বা রাসায়নিক বিক্রিয়া সৃষ্টিকারী কোনও পদার্থ ইত্যাদি নিয়ে কেউ চলাফেরা করতে পারবে না। খেলনা বন্দুক, খেলনা পিস্তল, খেলনা রিভলবার ইত্যাদি নিয়ে চলাফেরা করা যাবে না।

নির্বাচনের প্রাক মুহূর্তেও বিজেপিতে যোগদান অব্যাহত

নিজস্ব প্রতিনিধি, ছামনু, ২৪ এপ্রিল: রাত পোহালেই পূর্ব ত্রিপুরা লোকসভার আসনের ভোটগ্রহণ পর্ব। তবে নির্বাচনের শেষ মুহূর্তেও দলবদলের পালা অব্যাহত। ছামনু বিধানসভায় আবার লালশিবিরে বিধায়ক শম্ভুলাল হানা দিলেন। ১৪ পরিবারের ৬৫ জন ভোটার গেরুয়া শিবিরে শামিল হয়।

জানা যায় পূর্ব ত্রিপুরা লোকসভা আসনের বিজেপি মনোনীত প্রার্থী কৃতি সিং দেববর্মার সমর্থনে ছামনু লালছড়ায় একটি জনসভার আয়োজন করে বিজেপি ছামনু মন্ডল। প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত হয়েছিলেন রাজ্য বিজেপি প্রদেশ সভাপতি রাজিব ভট্টাচার্য্য। বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিজেপির জনকল্যাণমূলক প্রকল্প গুলি তুলে ধরার পাশাপাশি বিরোধীদের তুলোধুনো করেন।

তিনি বলেন সিপিএমের আমলে এলসিএম ডিসিএম পর্য্যায়ের নেতাদের উন্নতি হয়েছে। কিন্তু কৃষক শ্রমিকদের কোন উন্নয়ন হয়নি। বর্তমান বিজেপি সরকার গরীব মানুষের স্বার্থে কাজ করে। তাই প্রতি ঘরে পাঁচ কেজি চাল দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে বিজেপি। একমাত্র নরেন্দ্র মোদির সরকারি জাতিদের প্রকৃত উন্নয়নের জন্য কাজ করে। তাই বিজেপি মনোনীত প্রার্থীকে ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করার আবেদন রাখেন।

এই জনসভায় লালছড়া এডিসি ভিলেজের ১৬ পরিবারের ৬৫ জন ভোটার সিপিএম ছেড়ে পদ্ম শিবিরে যোগ দেয়। তাদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দিয়ে বিজেপিতে বরন করেন বিজেপি প্রদেশ সভাপতি ও সানীয় বিধায়ক শম্ভুলাল চাকমা।

তীব্র গরমে নাজেহাল জনজীবন ভরসা একমাত্র বিভিন্ন পানীয়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ এপ্রিল: প্রচন্ড গরম, তাপমাত্রা উদ্ধগতি , ইতিমধ্যে সরকারিভাবে ঘোষণা হয়েছে স্কুল ছুটির। গরম থেকে নিস্তার পাওয়ার জন্য মানুষ বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করছে। এই গরমে নাগরিক জীবন হয়ে দাঁড়িয়েছে বিপর্যস্ত। তবে গরম থেকে বাঁচার জন্য আখের রস খুবই উপকারী। ডাক্তারি মতে শরীরকে সতেজ রাখার জন্য এবং দুর্বলতা কাটিয়ে তোলার জন্য এই গরমে আখের রস মানব জীবনে একটি ওষুধ বললেও চলে। দীর্ঘ কয়েকদিন ধরে ত্রিপুরা সহ সারা ভারতবর্ষে প্রখর গরম পরছে।

এক আখের রস বিক্রেতা জানিয়েছেন দীর্ঘ সাত বছরের বেশি সময় ধরে আখের রস বিক্রি করছেন তিনি। ওনার অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে উনি বলেছেন গত কয়েকদিনে প্রচন্ড গরমের কারণে তার আখের রস প্রচুর পরিমাণে বিক্রি হচ্ছে। প্রত্যেকদিন ১০০ থেকে ১৫০ জন তার থেকে আখের রস পান করছে। অন্যদিকে আখের রস পান করে গরম থেকে ভালো স্বস্তি পাচ্ছে জানালেন আখের রসপানকারী ব্যক্তিরা।

পূর্ব ত্রিপুরা আসনে লোকসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে কৈলাসহরে ফ্ল্যাগ মার্চ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ২৪ এপ্রিল : আগামী ২৬ এপ্রিল পূর্ব ত্রিপুরা আসনে লোকসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। তাকে কেন্দ্র করে ২৪ এপ্রিল কৈলাসহরের একাধিক এলাকায় সুসজ্জিত ফ্ল্যাগ মার্চ অনুষ্ঠিত করে পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী। ওই ফ্ল্যাগ মার্চের নেতৃত্ব দিয়েছেন জেলা পুলিশ সুপার কান্তা জাঙ্গীর।

এদিনের ফ্ল্যাগমার্চটি কৈলাসহর থানা চত্বর থেকে শুরু হয়ে শহরের শনিতলা, গার্লস স্কুল রোড, ফ্লাওয়ারস ক্লাব রোড, নেতাজী কর্নার, সেন্ট্রাল রোড, পি.ডাব্লিউ.ডি রোড,হাসপাতাল রোড, পাইতুরবাজার মোটরস্ট্যান্ড এলাকায় এসে সমাপ্ত হয়। ফ্ল্যাগ মার্চের নেতৃত্বে ছিলেন ঊনকোটি জেলার পুলিশ সুপার কান্তা জাঙ্গীর, ঊনকোটি জেলার জেলাশাসক দীলীপ কুমার চাকমা, জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ভি. দারলং, কৈলাসহর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক জয়ন্ত কর্মকার, কৈলাসহর থানার ওসি শ্যামল কান্তি মজুমদার, কৈলাসহর মহিলা থানার ওসি রিপিতা ভট্টাচার্য্য সহ আরও অন্যান্য আধিকারিকরা। ফ্ল্যাগ মার্চে রাজ্য পুলিশ, টি.এস.আরের পাশাপাশি কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরাও উপস্থিত ছিলেন।

ফ্ল্যাগ মার্চ শেষে জেলাশাসক দিলীপ কুমার চাকমা জানিয়েছেন, আগামী ২৬ এপ্রিল পূর্ব ত্রিপুরা লোকসভা আসনে দ্বিতীয় দফার ভোট হতে যাচ্ছে। ভোটের দিন ঊনকোটি জেলার প্রতিটি ভোটার যেন নির্ভয়ে ভোট কেন্দ্রে গিয়ে ভোট দেয় সেই বার্তা দেওয়ার জন্যই ফ্লেগ মার্চ করা হয়েছে।

ফ্ল্যাগ মার্চ শেষে ঊনকোটি পুলিশ সুপার কান্তা জাঙ্গীর জানিয়েছেন, আগামী ২৬ এপ্রিল দ্বিতীয় দফার ভোট শান্তিপূর্ণ ভাবে করার জন্য ইতিমধ্যেই জেলায় বাড়তি কেন্দ্রীয় বাহিনী এবং টি.এস.আর জওয়ানরা এসে গেছে। জেলার প্রতিটি বিধানসভা কেন্দ্রে জওয়ানদের নিয়োজিত করা হয়েছে। কোনো ধরনের অশান্তি বরদাস্ত করা হবে না বলেও কান্তা জাংগীর জানিয়েছেন।

বঢরাকে নিয়ে পোস্টার আমেঠিতে, অস্বস্তিতে রাহুল

আমেঠি, ২৪ এপ্রিল (হি. স.) : আমেঠিতে কে কংগ্রেস প্রার্থী হবেন তা নিয়ে চলছে জোর জল্পনা। বুধবার প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বঢরার স্বামী রবার্ট বঢরাকে নিয়ে আমেঠির পার্টি অফিসে পোস্টার পড়েছে। পোস্টারে লেখা রয়েছে, আমেঠি কি জনতা কারে পুকার, রবার্ট বঢরা অব কি বার। অর্থাৎ আমেঠিবাসীরা এবার রবার্ট বঢরাকেই চায়।প্রসঙ্গত, আমেঠিতে ভোট হবে ২০ মে। সেক্ষেত্রে মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ৩ মে। বিজেপি ইতিমধ্যেই এই কেন্দ্রে তাঁদের গতবারের বিজয়ী প্রার্থী স্মৃতি ইরানির নাম ঘোষণা করে দিয়েছে। তবে কংগ্রেস এখনও তাঁদের প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেনি।

উল্লেখ্য, আমেঠি গান্ধী পরিবারের আসন হিসাবেই বরাবর পরিচিত। তবে ২০১৯ এর লোকসভা ভোটে রাহুলকে এই আসনে পরাজিত করে বিজেপির স্মৃতি ইরানি। এরপর কেরালার ওয়ানাড থেকে জয় পান রাহুল। এবারেও ওয়ানাড থেকেই ভোটে লড়বেন রাহুল। আগামী শুক্রবারই ভোট রয়েছে ওয়ানাডে। তবে সূত্রের খবর, আমেঠি থেকেও ভোটে লড়তে পারেন রাহুল। যদিও স্মৃতি ইরানি ইতিমধ্যেই রবার্ট বঢরাকে নিয়ে কটাক্ষ ছুঁড়ে দিয়েছে কংগ্রেসের দিকে। বলেছেন, "জামাইয়ের নজর রয়েছে তো শালাবাবু কী করবেন।" এদিনের পোস্টার তাতেই যেন আগুন দিল বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

কংগ্রেসের একটাই এজেন্ডা বিজেপিকে হারানো জনগণের উন্নয়নে তারা ভাবেনা: বিজেপি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৪ এপ্রিল: দল মত নির্বিশেষে ২০১৪ থেকে ২০২৪ সাল পর্য্যন্ত ১০ বছর সাধারণ মানুষের উন্নয়নে কাজ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তাই পুনরায় আগামী লোকসভা নির্বাচনে প্রধানমন্ত্রী তৃতীয় বারের মতো ক্ষমতায় আসবেন। কংগ্রেসের একটাই এজেন্ডা বিজেপিকে হারানো, জনগণের উন্নয়নে তারা কোনদিনই ভাবেনি। বুধবার সাংবাদিক সম্মেলন করে এমনটাই বললেন বিজেপি সদর আরবান জেলা কমিটির সভাপতি অসীম ভট্টাচার্য্য।তিনি বলেন কংগ্রেস দেশকে ভাগ করার জন্য আবারো পরিকল্পনা গ্রহন করেছে। নরেন্দ্র মোদিকে পদ থেকে সরানোই কংগ্রেসের একমাত্র লক্ষ্য। জনগণের উন্নয়নে তারা কোনদিন ভাবেনি। দেশকে লুট করার জন্য এই দল বরাবরি পরিচিত। তাই এদের আসল চেহারা মানুষও জানে। তাই পুনরায় ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনে প্রধানমন্ত্রীর নরেন্দ্র মোদি জিতবেন। এমনটাই বললেন বিজেপি সদর আরবান জেলা কমিটির সভাপতি। তিনি আরো বলেন কংগ্রেসের মেনুফেস্টোতে উন্নয়নের কোন ছাপ নেই। কিন্তু বিজেপি মেনুফেস্টের প্রত্যেকটি অক্ষরে উন্নয়নের ধারা লক্ষ্য করা গেছে। দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়াই বিজেপির কাজ। তাই আগামী লোকসভা নির্বাচনে বিজেপিকে জয়ী করার আহ্বান জানান তিনি।

ইন্ডি জোটের লুকানো এজেন্ডা রয়েছে যা সনাতন বিরোধী : অনুরাগ ঠাকুর

হায়দরাবাদ, ২৪ এপ্রিল (হি.স.) : বিরোধীদের ইন্ডি জোটের তীব্র সমালোচনা করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা অনুরাগ সিং ঠাকুর। বুধবার হায়দরাবাদে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেছেন, 'ইন্ডি জোটের লুকানো এজেন্ডা রয়েছে, যা সনাতন বিরোধী।' অনুরাগ ঠাকুর আরও বলেছেন, 'আমি মনে করি বোতল থেকে জিন বেরিয়ে এসেছে। কংগ্রেসের লুকানো এজেন্ডা বেরিয়ে এসেছে এবং এটি স্পষ্টভাবে দেখায় যে, আপনার মৃত্যুর পরেও, তারা আপনাকে লুট করতে থাকবে।'অনুরাগ ঠাকুর আরও বলেছেন, 'তাঁরা কাকে দেবে? আমরা সবাই জানি। তোষণের রাজনীতি যাদের তারা নিজেদের ভোটব্যাঙ্ক হিসেবে দেখেন... আপনার মনে কী আছে এবং তাঁরা আপনি কী খুঁজছেন তা দেশকে জানানোর জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। এই ইন্ডি জোটের একটি লুকানো এজেন্ডা রয়েছে, যা সনাতন বিরোধী।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।